উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

কুণালকে অশ্রাব্য আক্রমণ মীনাক্ষীর » ৫

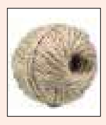

বাংলাদেশে সমস্যায় পাট রপ্তানি

বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে নয় ধরনের পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ জারি করেছে ভারত। এর ফলে পাটজাত পণ্য নিয়ে বিপাকে বাংলাদেশ। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
শিলিগুড়ি	৩৪°	২৫°
জলপাইগুড়ি	৩৪°	২৭°
কোচবিহার	৩৪°	২৭°
আলিপুরদুয়ার	৩৪°	২৬°

ট্রাম্পের কর ছাঁটাই বিল পাশে তোপ মাস্কের » ৭

১৫ আষাঢ় ১৪৩২ সোমবার ৫.০০ টাকা 30 June 2025 Monday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 43

বোমাবাজি, তৃণমূল নেতা সাসপেন্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৯ জুন : দলীয় কর্মীর বাড়িতে বোমাবাজির ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল দল। আবদুল সালাম নামে সেই তৃণমূল নেতাকে দল থেকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হল।

গত মঙ্গলবার রাতে কোচবিহার-১ ব্লকের পুঁটিমারি-

সূত্রপাত

- গত মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের কর্মী মনোজের বাড়িতে বোমা ছোড়ার অভিযোগ
- আবদুল ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ
- তাঁরা আইপিএলের বেটিংয়ে যুক্ত ছিলেন
- মনোজ বেটিংয়ে হেরে গিয়েছিলেন
- অভিযোগ, সেই টাকা সময়মতো না পেয়ে আবদুল বোমা মারেন

ফুলেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মী মনোজ মোদকের বাড়িতে বোমাবাজির অভিযোগ ওঠে আবদুল সালাম সহ তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। আইপিএলের বেটিং নিয়ে সেই গণ্ডগোল বেধেছিল বলে অভিযোগ। আবদুল তৃণমূলের সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কোর কমিটির সদস্য পদে ছিলেন। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছে বলে দলীয় নেতৃত্ব জানিয়েছে। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক বলেছেন, 'তৃণমূল কর্মী এলাহি ওয়াকাসকে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিল লোকমান হক। সেই লোকমানের সঙ্গে মিলে অভিযুক্ত আবদুল সালাম নানা দুষ্কর্ম করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। সেজন্য আবদুলকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।'

তৃণমূল সূত্রে খবর, কোচবিহার-১ (এ)-র ব্লক সভাপতি কালীশংকর রায় ইতিমধ্যেই আবদুলের উদ্দেশে নোটিশ দিয়ে সাসপেন্ডের বিষয়টি জানিয়েছেন। পুঁটিমারি-ফুলেশ্বরী অঞ্চলের তৃণমূলের কোর কমিটি থেকে তাকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার ও দল থেকে ছয় মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়েছে। যদিও ফোন সুইচড অফ থাকায় এবিষয়ে আবদুলের প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

গত মঙ্গলবার রাতে তৃণমূলের কর্মী মনোজের বাড়িতে বোমা ছোড়ার অভিযোগ উঠেছিল আবদুল ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। তাঁরা আইপিএলের বেটিংয়ে যুক্ত ছিলেন। মনোজ বেটিংয়ে হেরে গিয়েছিলেন। সেই টাকা সময়মতো না পেয়ে আবদুল বোমা মারেন বলে অভিযোগ। খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রামের এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বৃহস্পতিবার মনোজের বাড়িতে যান তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ। সেদিনই তিনি হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, অসামাজিক কাজকে দল প্রশ্রয় দেবে না। এরপরই শনিবার নোটিশ দিয়ে আবদুল সালামকে সাসপেন্ড করা হয়।

আইপিএলের বেটিংচক্রকে কেন্দ্র করে বোমাবাজির ঘটনায় কয়েকদিন ধরেই খারিজা ফুলেশ্বরী গ্রাম উত্তপ্ত। শুধু মনোজের বাড়িতেই নয়, তাঁর বাড়ির পাশেও বোমা ছোড়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। বেটিংচক্রকে কেন্দ্র করে অশান্তির সূত্রপাত হলেও পরবর্তীতে ঘটনাটি রাজনৈতিক মোড় নেয়। বহিষ্কৃত আবদুল সালামের সঙ্গে বিজেপির যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ তোলা হয়েছে দলের তরফে। তবে এই ঘটনায় বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক বিরাজ বসু বলেছেন, 'লোকদেখানো ব্যবস্থা নিয়ে কোনও লাভ নেই। সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছে যে, যারা আইপিএলে বেটিংচক্র চালায়, যারা বোমা মারে তারাই এখন তৃণমূলের সম্পদ।'

ছেলের খিদে, তিস্তায় ফেললেন মা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৯ জুন : আমলাশোলের কথা মনে আছে? একসময় বঙ্গ রাজনীতিতে আমলাশোল নিয়ে যা চর্চা হয়েছিল, তাতে ক্ষুধা আর ঝাড়গ্রাম জেলার সেই জায়গার নাম যেন সমার্থক হয়ে উঠেছিল। আমলাশোলের সঙ্গে তুলনা চলে না ঠিকই, কিন্তু তিস্তাপাড়ের মরিচবাড়ির বাওয়ালি দম্পতির ঘটনাও চর্চা হওয়ার মতোই। অভাবের সংসারে শিশুসন্তানের মুখে তুলে দেওয়ার মতো খাবারটুকুও নেই। তাই বাধ্য হয়ে মা ছেলেকে কোলে নিয়ে ছুটলেন নদীর দিকে। দেড় বছরের ছেলেকে তিস্তায় ফেলে দিয়ে সব জ্বালা জুড়োবেন তিনি।

রবিবার ভরদুপুরে সেই মরিচবাড়িতে তখন ব্যাপক হইচই। সদ্য সদ্য তিস্তা থেকে দেড় বছরের সেই শিশুকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছেন দুই কিশোরী

উত্তরবঙ্গের আমলাশোল

ও এক মহিলা। মা সীমা বাওয়ালি যখন সন্তানকে জলে ফেলে দেন, ঘটনাচক্রে সেসময় ওই তিনজন নদীর পাড়েই ছিলেন।

সীমার স্বামী বিপুল বাওয়ালি পেশায় কাঠের ঠিকামিস্ত্রি। ফলস সিলিংয়ের কাজ করেন। রোজ রোজ

তিস্তা থেকে ছেলে উদ্ধার করে আনার পর এলাকায় ভিড়।

কাজ জোটে না। টিনের চালা দেওয়া দরমার বেড়ার ঘরে তাই তীব্র অভাব লেগেই থাকে। এদিন ঘরে একদানাও খাবার ছিল না। সকাল থেকেই খিদের জ্বালায় কান্না জুড়েছিল সেই শিশুটি। তার ওপর রাগ করেই এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন মা। এদিন ভরদুপুরে বাড়ির সামনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো বসে ছিলেন সীমা। ঘিরে ধরেছিলেন পাড়াপ্রতিবেশীরা। সন্তানকে নদীতে ফেলে মারতে চাওয়ার 'অভিযোগে' তার আগে একচোট মারধর করা হয়েছে তাঁকে। সীমা বলছিলেন, 'আমি বাচ্চাকে মারতে চাইনি। ওকে ভয় দেখাতে চেয়েছিলাম।'

সীমা-বিপুলের একটি তিন বছরের একটি কন্যাসন্তানও রয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক ধরে কোনও কাজ পাননি বিপুল। সন্তানের কান্না সহ্য করতে না পেরে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি শুরু হয়। এরপর বিপুল কাজের খোঁজে বাড়ির বাইরে যান। তখন সীমা তাঁর পুত্রসন্তানকে নিয়ে বাড়ি লাগোয়া তিস্তা নদীতে গিয়ে শিশুটিকে নদীতে ফেলে দেন বলে অভিযোগ। এমনিতেই ভরা বর্ষায় তিস্তা এখন ফুলেফেঁপে রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে হাসপাতালে স্বজন হারানোদের কান্না। রবিবার পুরীতে। -পিটিআই

রথযাত্রায় পদপিষ্ট, পুরীতে মৃত তিন

ক্ষমা চাইলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী

ভুবনেশ্বর, ২৯ জুন : রথযাত্রার উচ্ছ্বাস থেমে পুরীতে হাহাকার। পদপিষ্ট হয়ে কমপক্ষে ৩ জনের প্রাণ গিয়েছে। আহত ৫০-এর বেশি। তাঁদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা গুরুতর। পুরীর মূল মন্দির থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার দূরে গুণ্ডিচা মন্দিরের কাছে রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটে। শনিবার থেকে সেখানে দাঁড়ানো ছিল জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রার রথ। ভিড়ের চাপে মূর্তিগুলি রথ থেকে নামানো যায়নি।

রবিবার ভোরেই রথের আশপাশে উপচে পড়া ভিড় জমে যায়। কিন্তু ভিড় নিয়ন্ত্রণে যথেষ্ট পুলিশ ও স্বেচ্ছাসেবক মোতায়েন থাকলেও জনতার উচ্ছ্বাস সামলাতে পারেনি। ভোর ৪টে নাগাদ জগন্নাথ দেবের রথের কাছে হুড়োহুড়ি শুরু হলে ধাক্কাধাক্কিতে কয়েকজন মাটিতে পড়ে যান। তাঁদের মাড়িয়ে রথের দিকে এগোনোর চেষ্টা করেন অনেকে। তখনই ঘটে পদপিষ্টের ঘটনা।

পুলিশ অবস্থা নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই বহু মানুষ আহত হন। তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা ৩ জনকে মৃত ঘোষণা করেন। মৃতদের মধ্যে মহিলা দুজন প্রভাতি দাস এবং বাসন্তী

> মহাপ্রভুর এক ঝলক দর্শন পাওয়ার জন্য ভক্তদের প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে ও বিশৃঙ্খলার ফলে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার সরকার প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।
>
> মোহনচরণ মাঝি, *মুখ্যমন্ত্রী*

সাউ। অপর মৃতের নাম প্রেমাকান্ত মহান্তি। ৩ জনেই ওড়িশার খুরদা জেলার বাসিন্দা।

এই দুর্ঘটনায় প্রশাসনিক ব্যর্থতা স্বীকার করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি। ক্ষমাও চেয়েছেন। তিনি বলেন, 'মহাপ্রভুর এক ঝলক দর্শন পাওয়ার জন্য ভক্তদের প্রচণ্ড আগ্রহের কারণে ও বিশৃঙ্খলার ফলে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটে গিয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমার সরকার প্রভু জগন্নাথ দেবের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। প্রভু আমাদের এই দুঃখ সহ্য করার শক্তি দিন।'

তাঁর বক্তব্য, 'এ ধরনের কর্তব্যে অবহেলা সহ্য করা হবে না। তদন্ত চলছে। দোষীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হবে।' মৃতদের পরিবার পিছু ২৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন তিনি। ঘটনার পরই পুরীর জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারকে বদলি করা হয়। কয়েকজন পুলিশকর্তাকে সাসপেন্ড করেছে ওড়িশা সরকার।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ভিআইপিদের দেবদর্শনের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করে দিতে গিয়ে এই বিপত্তি ঘটেছে। অন্য একটি দাবি হল, জগন্নাথের রথের চারপাশে ভিড়ের মধ্যেই পুজোর সামগ্রী নিয়ে একটি গাড়ি সেখানে ঢুকে পড়ে।

এরপর দশের পাতায়

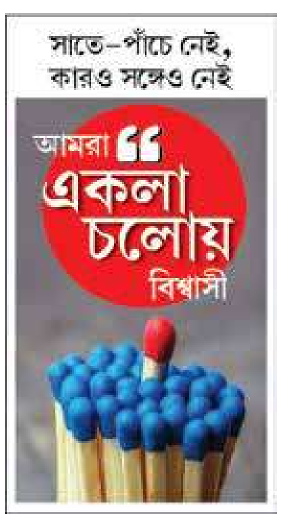

ভোটের অঙ্কে গুরুত্ব সিএসপিদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ জুন : অঙ্কটা খুব সহজ। একেকটা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় ৬ থেকে ৮ হাজার মহিলা বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। আর মহিলা ভোটব্যাংককে দখলে রাখতে পারলেই যে নির্বাচনে জয়লাভের কেল্লা অনেকখানিই ফতে, সেকথা ভালো করেই জানে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। তাই স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে চাইছে তৃণমূল। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভালো ফলাফলের লক্ষ্যে তাই শাসকদলের পাখির চোখ স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে

সমীকরণ

- প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪০০ থেকে ৭০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে
- প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে ন্যূনতম ১০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন করে সদস্য
- এই হিসেবে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬ থেকে ৮ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য
- জেলার ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ধরলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য ৭ থেকে ৮ লক্ষ
- তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন ৩৮৪ জন সিএসপি

যাঁরা নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই কমিউনিটি সার্ভিস প্রোভাইডার (সিএসপি) তথা সামাজিক সেবার পরিচালকরা।

রবিবার কোচবিহারে তৃণমূলের জেলা কার্যালয়ে জেলার বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে আসা সিএসপিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। আগামী সপ্তাহে সিএসপিদের নিয়ে কোচবিহারে জেলা সম্মেলন করবেন বলে অভিজিৎ জানিয়েছেন। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দলীয় স্বার্থে সিএসপিদের যাতে আরও ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়, সেই উদ্দেশ্যেই তৃণমূলের এই কর্মসূচি।

এরপর দশের পাতায়

সময়ের কথা

উপহাসের প্যারেড গ্রাউন্ড

মৈনাক কুন্ডা

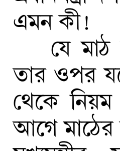

আলিপুরদুয়ার কিছুদিন হল সরগরম। প্রধানমন্ত্রী আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডে এক সভা করে গেলেন। ঝকঝকে তাঁবু, পেল্লায় সব নির্মাণ, বিভিন্ন কংক্রিটের ব্লক ইত্যাদি দিয়ে এমন একটা আবহ তৈরি হয়েছিল যা সহজে দেখা যায় না। বিশেষত এই জলা-জঙ্গলের দেশ আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা এমন সুযোগ সচরাচর পান না। আয়োজনটি দেখে মনে পড়ে যায় প্রাচীন ভারতের রাজসূয় যজ্ঞের দৃশ্যপট। অপূর্ব শোভাযাত্রা, আলোকসজ্জায় ঝলমলে বিশাল প্যান্ডেল, দূরদূরান্ত থেকে আগত অতিথিদের আনাগোনা- সব মিলিয়ে যেন এক রাজকীয় আবহ। সাজসজ্জা, নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিটি দিকেই ছিল পরিকল্পনার ছাপ। সেই সভা, সেই মঞ্চ, সেই হেলিপ্যাড প্যারেড গ্রাউন্ডকে ভাগাড়ের চেয়েও খারাপ অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডের মতো শহরের মধ্যে সুবিশাল মাঠ উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয়টি আছে বলে জানা নেই।

স্বচ্ছ ভারত মিশনের বুলি আওড়ানো প্রধানমন্ত্রীর দিকে তাকিয়ে এখন উপহাসের হাসি হাসছে মাঠটি। প্রধানমন্ত্রী ২০১৪-র ২ অক্টোবর স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প চালু করেছিলেন। ২০১৯-এর মধ্যে ভারতবর্ষকে 'স্বচ্ছ দেশ' হিসাবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে। যেহেতু লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০১৯ তাই হয়তো ২০২৫-এ মাঠ অস্বচ্ছ করায় দোষের কিছু দেখছেন না নেতা, আমলারা। কিংবা তাঁরা হয়তো ভেবেছেন, দেশ তো এখন পরিষ্কার, তাই এইটুকু নোংরা করা যেতেই পারে! অথবা প্রধানমন্ত্রী দর্শন-এর তুলনায় এ আর এমন কী!

যে মাঠ আলিপুরদুয়ারের গর্ব, তার ওপর যথেচ্ছ অবিচার দীর্ঘদিন থেকে নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর আগে মাঠের দফারফা করে বারবার মুখ্যমন্ত্রীর সভা হয়েছে। যখন রাজনৈতিক প্রতিপত্তির চরমে, সভা করেছেন বাম নেতারা। এই তো কিছুদিন আগের কথা, প্রশাসনিক সভা করে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী। তখনও মাঠে ম্যারাপ বাঁধা হয়েছে। ট্রাকে বাইরে থেকে আনা লোহার সরঞ্জাম দিয়ে প্যান্ডেল তৈরি হয়েছে। আবার, মুখ্যমন্ত্রীর দলের লোকেদের পরিকল্পনাতেই মাঠের এক কোনায় মুক্তমঞ্চ জাতীয় একটা কংক্রিটের নির্মাণ তৈরি করে ফেলা হল। তখন অবশ্য আলিপুরদুয়ার বিষয়টা নজরে আনেনি। প্রতিবাদ সভাও হয়নি। জেলা শাসকের বাংলোর ঠিক উলটোদিকে মাঠে, একটি ঘর তৈরি হয়ে পড়ে আছে। ওটা নাকি সৌন্দর্যায়নের জন্য। বর্তমানে কমবয়সি ছেলেমেয়েদের নেশার আড্ডা বসে সেখানে। প্রতি বছর ডুয়ার্স উৎসব এবং হরেক মেলাকে কেন্দ্র করে মাঠের উপর অত্যাচার তো আমাদের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। মাঠের একধারে যে হেলিপ্যাড তৈরি করা হয়েছে, ওটা নাকি চিরস্থায়ী হয়ে গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

মহুয়া-কল্যাণের বেলাগাম বাগযুদ্ধ

মদনকে শোকজ, তৃণমূলে চরম অস্বস্তি

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৯ জুন : একে তো আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণে দলের লোকদের নাম জড়ানোয় তৃণমূলের বিড়ম্বনার শেষ নেই। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো ঘটনাটিকে নিয়ে দলের অন্দরে কাদা ছোড়াছুড়ি চরম আকার নিয়েছে। দলের দুই সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মহুয়া মৈত্রের বাগযুদ্ধ বেলাগাম হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে, স্বভাবসুলভ মন্তব্য করে নেতৃত্বের রোষে পড়েছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র। দলের 'কালারফুল বয়'-কে শোকজ করেছে তৃণমূল।

নাম না করে শনিবার শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'নারীবিদ্বেষী' বলে দাগিয়ে দিয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পালটা বাণ ছুড়লেন কল্যাণ। আইন কলেজে ছাত্রীকে গণধর্ষণের ঘটনায় তাঁর বক্তব্য দল অনুমোদন করে না জানালেও তিনি ছিলেন স্বমেজাজে। রবিবার তিনি বলেন, 'আমি একজন নারীকেই ঘৃণা করি। তিনি মহুয়া মৈত্র।'

মহুয়ার প্রতি তাঁর কটাক্ষ, 'দেড় মাস মধুচন্দ্রিমা করে ফেরার পরেই পিছনে লাগা আরম্ভ করে দিয়েছেন? একজন পুরুষের ৪০ বছরের বিয়ে ভাঙিয়ে আরেকটা বিয়ে করলেন একজন বধূর বুকে

বাঁদিক থেকে মহুয়া মৈত্র, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মদন মিত্র।

আঘাত করে? নারীবিদ্বেষী আমি না আপনি?' অন্যদিকে, কলেজে গণধর্ষণের ঘটনায় মদনের বিতর্কিত মন্তব্যকে 'অযাচিত, অপ্রয়োজনীয় ও অসংবেদনশীল' আখ্যা দিয়ে তিনদিনের মধ্যে তাঁর জবাব তলব করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী।

মদনের মন্তব্য ছিল, 'ওই মেয়েটি যদি ওখানে না যেত, এই ঘটনা ঘটত না। যদি যাওয়ার সময় কাউকে বলে যেত কিংবা কয়েকজন বান্ধবীকে সঙ্গে নিয়ে যেত, তাহলে হয়তো এই ঘটনা আটকানো যেত।' কল্যাণ বলেছিলেন, 'সহপাঠী যদি সহপাঠিনীকে ধর্ষণ করেন, তাহলে নিরাপত্তা দেবে কে?'

তৃণমূল শনিবারই বিবৃতি দিয়ে জানায়, এই মতামত কল্যাণ ও মদনের 'ব্যক্তিগত'। দলের সেই বিবৃতিকে ট্যাগ করে মহুয়া সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'ভারতে নারীবিদ্বেষ দলের গণ্ডিতে আটকে নেই।' সেই পরিপ্রেক্ষিতে রবিবার শুরু হয় কল্যাণের গোলাবর্ষণ। তিনি বলেন, 'আমি নারীদের জন্য সবচেয়ে বেশি কথা বলি আর মহুয়া মৈত্র এতটাই নারীবিদ্বেষী যে কৃষ্ণনগরে কোনও মহিলা কর্মী, ভালো নেত্রীকে উঠতে দেয় না।'

এখানে থেমে থাকেননি কল্যাণ। কালীগঞ্জে উপনির্বাচনের সময় মহুয়া 'কলকাঠি' নাড়ায় তিনি প্রচার করতে যেতে পারেননি বলে দাবি করেন। মহুয়ার রাজনৈতিক জীবন নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শ্রীরামপুরের সাংসদের কথায়, 'রাহুল গান্ধির বান্ধবী বলে কৃষ্ণনগরে রাজনীতি করতেন। তৃণমূলের ভালো সময়ে সাংসদ হয়েছে। এখন সাংসদ পদকে ভাঙিয়ে খাচ্ছেন। যিনি একজন নারীর সংসার ভেঙে একজন ৬৫ বছরের পুরুষকে বিয়ে করেন,

এরপর দশের পাতায়

একরাতে দিনহাটার তিন দোকানে ভাঙচুর

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ জুন : শনিবার রাতে দিনহাটা শহরের একেবারে মূল রাস্তার ধারে পরপর তিনটি খাবারের দোকানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। তার মধ্যে সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানটি আবার তৃণমূলের পার্টি অফিস, সুভাষ ভবনের উলটোদিকে। শনিবার রাতের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, রাতের শহরের নিরাপত্তা কোথায়?

রবিবার সকাল থেকেই বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরব হতে দেখা যায় শহরের একাধিক বাসিন্দাকে। তাঁরা এদিন প্রশ্ন তোলেন, কীভাবে একরাতে পরপর তিনটি খাবারের দোকানে ভাঙচুর চালাতে পারে দুষ্কৃতীরা? শহরের বাসিন্দা রতন সাহার কথায়, 'এভাবে পরপর তিনটি দোকানে ভাঙচুর যথেষ্ট উদ্বেগের। পুলিশের উচিত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা।'

এর সঙ্গে কি রাজনীতির কোনও যোগ রয়েছে? ক্ষতিগ্রস্ত এক দোকানদার জানিয়েছেন, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোনও সংশ্রব নেই। তাহলে এমন কাণ্ড ঘটল কেন? ঘটাল কারা? দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদকের কথায়, 'একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি।'

সুভাষ ভবনের সামনের শাসকদলের কর্মীদের ভিড় সবসময় লেগেই থাকে। এরকম একটি জায়গায় থাকা দোকানে ভাঙচুর হওয়ায় অবাক সকলেই। দোকান মালিক শুভজিৎ সাহার কথায়, 'গতকাল রাত সাড়ে এগারোটায় দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যাই। কিছুক্ষণ পর জানতে পারি, দোকানে ভাঙচুর করা হয়েছে। এরপর রাতেই থানায় গিয়ে এফআইআর করি। এই ভাঙচুরের ফলে প্রায় ৩০ হাজার টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।' শুভজিতের দাবি, গত কয়েকদিনে তাঁর সঙ্গে কারও কোনও বিবাদ হয়নি। কে এমন কাণ্ড ঘটাল, বুঝতে পারছেন না তিনি। শুভজিতের দোকান ছাড়াও শহরের হাসপাতাল মোড়ের একটি দোকান এবং মদনমোহনবাড়ি সংলগ্ন একটি খাবারের দোকানের লাগানো ফ্লেক্স ছিঁড়ে দেওয়া হয়েছে।

জল্পনা

- তৃণমূল পার্টি অফিসের উলটো দিকে ভাঙচুরের ঘটনায় জল্পনা
- ঘটনার পেছনে কারা তা নিয়ে রহস্য বাড়ছে
- রাতে শহরের নিরাপত্তা নিয়ে আবার প্রশ্ন উঠেছে
- পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে

ভাঙচুরের পর বিধ্বস্ত দোকান। -সংবাদচিত্র

এমন কাণ্ড কিন্তু দিনহাটায় এই প্রথম নয়। গত বছরের শেষে শহরের সাহেবগঞ্জ রোডের লাইনপার সংলগ্ন এলাকায় মাছবোঝাই গাড়ি ছিনতাই করে দুষ্কৃতীরা। এরপর শহরের মন্দির ও বাজারের একের পর এক দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। বারবার এমন ঘটনা ঘটায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

দোকানে এভাবে ভাঙচুরের ঘটনায় সরব হয়েছেন দিনহাটা মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক রানা গোস্বামী। তাঁর কথায়, 'এমন ঘটনা কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এবিষয়ে পুলিশের কড়া পদক্ষেপ করা প্রয়োজন।'

এরপর দশের পাতায়

প্রশিক্ষণ দিতে আসবেন স্পেন, ইংল্যান্ডের কোচ

ফুটবলে নয়া দিগন্ত বইগ্রামে

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : হয়তো আর খুব বেশিদিন দেরি নেই যখন বইগ্রাম পানিঝোরার অমৃতা, প্রমীলা, রোহন, সুমন, কুশলদের নাম আন্তর্জাতিক ফুটবলার হিসেবে উচ্চারিত হবে। কারণ খুব তাড়াতাড়িই সেখানে গড়ে উঠতে চলছে আন্তর্জাতিক মানের ফুটবল অ্যাকাডেমি, যেখানে প্রশিক্ষণ দিতে আসার কথা রয়েছে স্পেন, ইংল্যান্ডের কোচদেরও। এখানকার স্থানীয় প্রতিভাদের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে এএফএ বইগ্রাম ফুটবল অ্যাকাডেমি, উদ্যোগে আপনকথা এবং আন্দ্রেই ফুটবল অ্যাকাডেমি। ইতিমধ্যে দু'তরফের মধ্যে চুক্তিও হয়ে গিয়েছে। সেপ্টেম্বরের শুরুর দিকে আনুষ্ঠানিকভাবে ওই ফুটবল অ্যাকাডেমির সূচনার সম্ভাবনা রয়েছে। বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই সেখানে সাজোসাজো রব।

বইগ্রাম পানিঝোরার আত্মপ্রকাশের পর প্রায় এক বছর হতে চলল। ইতিমধ্যেই এই জায়গা রাজ্য এবং দেশের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। এবার এই জায়গার মুকুটে যুক্ত হতে চলেছে নতুন পালক। কিছুদিন আগে এখানে একটি ১৩ জনের মেয়েদের এবং ১৭ জনের ছেলেদের ফুটবল দল গড়ে উঠেছে। যাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন স্থানীয় দুজন।

১৮ জুন জেলার এক আধিকারিকের মাধ্যমে বইগ্রামের বিষয়ে খবর পেয়ে সেখানে পরিদর্শনে আসেন আন্তর্জাতিক ফুটবল কোচ মলয় সেনগুপ্ত। সেখানে তিনি সকল ফুটবলারের সঙ্গে কথা বলে খুবই খুশি হন। এরপরই ওখানে অ্যাকাডেমি তৈরির প্রস্তাব দেন তিনি। অ্যাকাডেমিতে মুম্বই তো বটেই এমনকি বিদেশ থেকেও কোচরা এসে প্রশিক্ষণ দেবেন। মলয়ের কথায়, 'এখানকার পরিবেশ খুব ভালো লেগেছে। ছেলেমেয়েদের মধ্যে ফুটবল নিয়ে আগ্রহ রয়েছে। এখানকার উদ্যোক্তারা পার্থবাবুরা যেরকম কাজ করছে সেটা সত্যিই প্রশংসাযোগ্য। এইসব অঞ্চলে অনেক প্রতিভা রয়েছে কিন্তু সাপোর্ট নেই। আমার চেষ্টা থাকবে সেই সাপোর্ট দিয়ে এখানকার ছেলেমেয়েদের সুযোগ তৈরি করে দেওয়া। দু-তিন বছরের মধ্যে এখান থেকে একঝাঁক ভালো ফুটবলার তৈরি করা আমার লক্ষ্য।' অন্যদিকে, আপনকথার সম্পাদক পার্থ সাহা বলেন, 'যাদের মধ্যে পরিবেশ ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যগত কারণেই খেলা রয়েছে, তাদের সেই প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে এই অ্যাকাডেমির কথা ভাবা হয়েছে।' অ্যাকাডেমি তৈরি হওয়ায় অত্যন্ত খুশি বইগ্রামের ফুটবল শিক্ষার্থী সুমন টোপ্পো, সুনীল রাভা, হীরক মঙ্গর, রোহন ওরাওঁ, কুশল ওরাওঁরা জানায়, ওরা অনেকদিন ধরেই ফুটবল খেলছে। কিন্তু মলয় ওখানে গিয়ে সবার সঙ্গে কথা বলার পর থেকেই সকলের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছে।

ফুটবলারদের সঙ্গে পরিচয়পর্ব। -সংবাদচিত্র

ঘণ্টার শতবর্ষে জড়িয়ে চা শিল্পের ইতিহাস

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৯ জুন : রাত ১২টায় ঢংঢং। কেক কেটে, আতশবাজি পুড়িয়ে ঘণ্টার শতবর্ষ পালিত হল শনিবার রাতে। আভিজাত্যের ঘণ্টাটি ডুয়ার্সের চা বাগান পরিচালকদের ক্লাবের। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাব নামে যার পরিচিতি। ১৯২৫ সাল থেকে তেলিপাড়া চা বাগানে ওই ক্লাবের ঘণ্টাটি বেজে চলেছে।

ক্লাবের সভাপতি অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এটা নিছক ঘণ্টার জন্মদিন উদযাপন নয়, বরং একটি অধ্যায়কে স্মরণীয় রাখার চেষ্টা। ক্লাবের সদস্য মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, 'হোক না ঘণ্টা, সেটির শতবর্ষের জন্মদিন পালনে যুক্ত থাকাটা জীবনের পরম প্রাপ্তি।'

ডুয়ার্সে বাগান পরিচালকদের বেশ কয়েকটি ক্লাব রয়েছে। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাব সেগুলির অন্যতম। ইংরেজ আমলে তৈরি ওই ক্লাবগুলিতে সপ্তাহান্তে বিভিন্ন বাগানের সাহেব-মেমরা একত্রিত হতেন বিনোদনের লক্ষ্যে। থাকত খানাপিনার ব্যবস্থাও। রঙিন হয়ে উঠত রাত।

সেই ব্রিটিশ কায়দা না থাকলেও এখনও মাঝে মাঝে ডুয়ার্সের বিভিন্ন বাগানের পরিচালকরা সপরিবারে জড়ো হন ওই ক্লাবে। নানা অনুষ্ঠানও হয়। ব্রিটিশ পরম্পরা মেনে ঘণ্টার ধ্বনিতে আজও সেই অনুষ্ঠানের শুরু ও শেষ হয়। চা শিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ঘণ্টাটি তাই ঐতিহাসিকও বটে।

শনিবারের অনুষ্ঠানে চা গবেষণা সংস্থার উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক গবেষণা ও উন্নয়নকেন্দ্রের চিফ অ্যাডভাইজারি অফিসার শ্যাম ভার্গিসও উপস্থিত ছিলেন। বাগান পরিচালকদের আরও কয়েকটি ক্লাব আছে ডুয়ার্সে। যেমন ডুয়ার্সের রানিচেরা চা বাগানে ওয়েস্টার্ন ডুয়ার্স ক্লাব, চুলসা চা বাগানের পোলো ক্লাব, ভগতপুর চা বাগানে নাগরাকাটা প্ল্যান্টার্স ক্লাব, দলগাঁও চা বাগানে প্ল্যান্টার্স ক্লাব, কালচিনি চা বাগানে প্ল্যান্টার্স ক্লাব ইত্যাদি। সবগুলি ক্লাবেরই প্রতিষ্ঠা ১৯০৮ সালের পর। ক্লাবগুলি চালু করেছিলেন ইউরোপিয়ানরা। সেন্ট্রাল ডুয়ার্স ক্লাবটির গোড়াপত্তন হয় তেলিপাড়া চা বাগানের তৎকালীন ম্যানেজার স্যান্ডি ফ্রেজার, কারবালা চা বাগানের দুই পরিচালক জর্জ ভাওয়ার্ড ও জিমি হেইসদের হাত ধরে।

সপ্তাহে একদিন বড় পর্দায় সিনেমা দেখানো হত। বাগানের শ্রমিকদেরও সেই সিনেমা দেখার সুযোগ থাকত। শতবর্ষ প্রাচীন ঘণ্টাটি বর্ষবরণের রাতে বাজানো হত। ঘণ্টাধ্বনি দিয়ে ওই রাতে বল ডান্স শুরু হত। উত্তরবঙ্গের চা বাগান বিশেষজ্ঞ রামঅবতার শর্মা বলেন, সেন্ট্রাল ডুয়ার্স প্ল্যান্টার্স ক্লাবের জায়গায় একসময় এয়ারফিল্ড ছিল।

অবশেষে ফিরলেন বাংলাদেশে আটকে থাকা ট্রাকচালকরা

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুন : বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ সমস্যার জেরে শনিবার থেকে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রয়েছে। সেকারণে বাংলাদেশে আটকে ছিলেন কয়েকজন ভারতীয় পণ্যবাহী ট্রাকের চালক। রবিবার বিকেলে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরের মাধ্যমে তাঁরা ভারতবর্ষে ফিরে অবশেষে স্বস্তির শ্বাস নিলেন।

গত বৃহস্পতিবার ভারতীয় ট্রাকচালকরা বোল্ডার নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছিলেন। শনিবার তাঁরা দেশে ফেরার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু শনিবার থেকেই বাংলাদেশ কাস্টমস কর্মবিরতি রাখায় কোনও পণ্য খালাস হয়নি। কাজেই বাংলাদেশের পানামা এলাকায় আটকে ছিলেন ওই ভারতীয় চালকরা। ধীরে ধীরে সমস্ত হোটেল ও বিভিন্ন পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে তাঁরা দেশে ফিরতে মরিয়া হয়ে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

এ বিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল সামাদ বলেন, 'এদিন আমাদের ১১ জন ট্রাকচালক বাংলাদেশ থেকে ফেরত এসেছেন। শনিবার থেকেই তাঁরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সঙ্গে আমাদের দেশের বিরোধের কারণেই কর্মবিরতি চলছে বলে শুনেছি। এই কর্মবিরতি চলার কারণে আমাদের পণ্যবাহী ট্রাকগুলি থেকে পণ্য খালাস করার কোনও কাজ সেখানে হচ্ছে না। চালকরা বৃহস্পতিবার থেকে সেখানে আটকে ছিলেন। কবে সবকিছু ঠিক হবে তা বুঝতে পারছি না। চালকরা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তারপর রবিবার সকালে আমরা কাস্টমস এবং বিএসএফ কর্তৃপক্ষের কাছে চালকদের নামের তালিকা দিয়ে দেশে ফেরানোর আবেদন করি। বিকালে চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক সীমান্ত দিয়ে চালকরা দেশে ফেরত আসেন। পণ্যবোঝাই ট্রাকগুলি বাংলাদেশের পানামাতেই আটকে রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আবার ওই দেশে গিয়ে পণ্য খালাস করে ট্রাক নিয়ে ফেরা যাবে।' এদিকে দেশের মাটিতে পা ফেলে কার্যত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন ট্রাকচালকরা।

ভারতীয় ট্রাকচালক কৌশিক রায়ের কথায়, 'দেশের মাটিতে পা রাখতে পেরে শান্তি হচ্ছে। এর আগেও এরকম পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার সময় আমরা তখনও দীর্ঘদিন আটকে ছিলাম। তখনও ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সহায়তায় আমরা ফেরত এসেছিলাম। পরিস্থিতি তখন এর থেকেও ভয়ংকর ছিল। কী জানি এবার আবার কোন দিকে পরিস্থিতি বদলাবে।'

অপর ভারতীয় ট্রাকচালক টুলু রায়ের বক্তব্য, 'আমাদের মোট ১৪টি ট্রাক বাংলাদেশে আটকে ছিল।

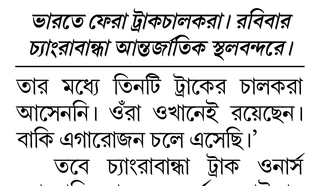

ভারতে ফেরা ট্রাকচালকরা। রবিবার চ্যাংরাবান্ধা আন্তর্জাতিক স্থলবন্দরে।

তার মধ্যে তিনটি ট্রাকের চালকরা আসেননি। ওঁরা ওখানেই রয়েছেন। বাকি এগারোজন চলে এসেছি।'

তবে চ্যাংরাবান্ধা ট্রাক ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত ড্রাইভার ইউনিয়নের সম্পাদক লাবলু রহমানের গলায় কিছুটা উদ্বেগের স্বর শুনতে পাওয়া গিয়েছে। তিনি বললেন, 'ব্যবসা না চললে ট্রাক বন্ধ থাকবে। কী করে পরিবার চলবে, সেই চিন্তায় আমাদের মাথায় হাত পড়েছে। পরিস্থিতি যত তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয় তত ভালো। ব্যবসা বন্ধ থাকায় শুধু ভারতবর্ষের নয়, বাংলাদেশের পরিস্থিতিও ধীরে ধীরে খারাপ হচ্ছে।'

ডেঙ্গি পরীক্ষা

হরিরামপুর, ২৯ জুন : ডেঙ্গি পরীক্ষার মেশিন বসল হরিরামপুর হাসপাতালে। চলতি কথায় যার নাম ম্যাক এলাইজা মেশিন। ঘণ্টায় ৯৬ জনের ডেঙ্গি পরীক্ষা করবে এই মেশিন। মেশিন বসানোয় উপকৃত হবেন হরিরামপুর, কুশমণ্ডি ও বংশীহারী ব্লকের লক্ষাধিক মানুষ। এই খবর জানিয়েছেন হরিরামপুর হাসপাতালের বিএমওএইচ অনিরুদ্ধ চৌধুরী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রেতা ও সুরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র এবং সিএমওএইচ সুদীপ দাসের উদ্যোগে এই মেশিন বসানো হয়েছে। এনএস-১ (অল্প জ্বর) ও আইজি-এম (বেশি জ্বর) ডেঙ্গি জ্বরের দুটি ক্ষেত্রেই পরীক্ষা করা যাবে নতুন এলাইজা মেশিনে বলে জানান অনিরুদ্ধ। গত ৩ বছরে কুশমণ্ডি ব্লকে ১০০ বংশীহারী ব্লকে ১২০ ও হরিরামপুর ব্লকে ১১০ জনের শরীরে ডেঙ্গি ধরা পড়েছে।

এ বিষয়ে হরিরামপুর হাসপাতালের চিকিৎসক অসীম সরকার বলেন, 'এই মেশিন বসানোর ফলে কেউ ডেঙ্গি আক্রান্ত হলে দ্রুত চিকিৎসা শুরু করা যাবে।'

বেশ কয়েকদিন ধরে জ্বর না কমায় চিকিৎসকের পরামর্শে ডেঙ্গি হয়েছে কি না জানতে রক্ত পরীক্ষা করতে আসেন দানগ্রামের বাসিন্দা বুধন মার্ডি। রেজাল্ট নেগেটিভ আসে। তিনি বলেন, 'শুনেছি আগে ডেঙ্গি হয়েছে কিনা জানতে গঙ্গারামপুর হাসপাতালে যেতে হত। এখন হরিরামপুর হাসপাতালে পরীক্ষা হওয়াতে সময় বেঁচে যাবে।'

বালুরঘাটে মগজের লড়াই

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ২৯ জুন : বালুরঘাট থেকে কোচবিহার, রায়গঞ্জ থেকে জলপাইগুড়ি, মালদা থেকে দার্জিলিং। উত্তরবঙ্গের আট জেলার ২০০ প্রতিযোগীকে নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতায় কুইজ মাস্টার রূপে বালুরঘাটে এলেন জনপ্রিয় ক্যাকটাস ব্যান্ডের গায়ক সিধু। জানালেন নিজের অনুভূতির কথা। নতুন প্রজন্মের জন্য দিলেন বার্তা।

মুখার জেলা দক্ষিণ দিনাজপুর এবার মগজের লড়াই দেখল। কুইজ প্রতিযোগিতার শেষ দিন রবিবার রবীন্দ্র ভবনে ছিলেন ব্যান্ড তারকা সিদ্ধার্থশংকর রায় ওরফে সিধু। প্রতিযোগিতা এক রঙিন উৎসবের রূপ নেয় এদিন। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা কুইজ অ্যাসোসিয়েশনের এই প্রতিযোগিতা এবার তৃতীয় বছরে পড়ল। এর আগে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এবছর কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা সহ বালুরঘাট ও গঙ্গারামপুর শহর থেকে দল করে প্রতিযোগীরা মগজের লড়াইয়ে নেমেছে। যেখানে প্রথম শ্রেণি থেকে ষষ্ঠ শ্রেণি পর্যন্ত টডলার বিভাগ, অনূর্ধ্ব-২৩ ও সকল বয়সিদের জন্য সাধারণ বিভাগ ছিল। এই কুইজ প্রতিযোগিতায় স্বচ্ছ ভারত মিশন সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন রাখার ব্যবস্থা করেন জেলা শাসক। ক্রেতাদের সজাগ করার লক্ষ্যে ক্রেতা সুরক্ষা নিয়েও একাধিক প্রশ্ন ছিল এই প্রতিযোগিতায়।

মোবাইলের প্রতি নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের আসক্তি নিয়ে সিধু বলেন, 'ডিজিটাল মাধ্যমে গভীরভাবে আগ্রহ থাকার বিষয়টি খারাপ নয়। তবে কে কীভাবে তাকে ব্যবহার করছে, সেটাই দেখার। ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারকে ব্যবহার করে মগজাস্ত্র উন্নত হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে মোবাইল যথেষ্ট কার্যকরী। শুধু রুচিবোধ ঠিক করা দরকার।'

মঞ্চে কুইজ মাস্টার হিসেবে সিধু। ছবি : মাজিদুর সরদার

> ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডারকে ব্যবহার করে মগজাস্ত্র উন্নত হতে পারে। বুদ্ধিমত্তা বাড়াতে মোবাইল যথেষ্ট কার্যকরী। শুধু রুচিবোধ ঠিক করা দরকার।
>
> **সিদ্ধার্থশংকর রায়** গায়ক

উদ্যোক্তাদের তরফে শুভ্র চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমান যুবসমাজ অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। ডিজিটাল যুগে ঠিকভুলের পার্থক্য করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সেখানে কুইজ তাদের মগজাস্ত্রে শান দিতে কাজে আসছে।'

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুইজ মাস্টার আকাশ চাকি বলেন, 'বিনোদনের নামে বিপথে চালিত হচ্ছে অনেকে। আমরা তাদের বইমুখী করেছি। তার সঙ্গে ডিজিটাল পদ্ধতিতেও জ্ঞান আহরণের স্পৃহা তৈরি করেছি। প্রশ্নোত্তরের এই খেলায় জীবনের সমস্ত স্তরকে ছুঁয়ে যাচ্ছি।'

দার্জিলিং থেকে এসে কুইজ মাস্টার দীপ্তেন্দু তালুকদার বলেন, 'সিধুকে সকলে গানের জগতের মানুষ হিসেবে চেনেন। তবে আমি আগে শুনেছিলাম তিনি কুইজ পাগল লোক। আজ তাঁকে কুইজ মাস্টার হিসেবে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। তাঁর প্রশ্নগুলোও যথেষ্ট ভালো ছিল।'

ব্যান্ড তারকা সিধু বলেন, 'কুইজের প্রতি আমার আসক্তি বহু বছরের। একাধিক টেলিভিশন চ্যানেলে কুইজ মাস্টার হিসেবে কাজ করেছি। তবে আজকের অনুভূতিটা ছিল অন্যরকম। কলকাতার বাইরে এসে বালুরঘাটে উত্তরবঙ্গের সব জেলার কুইজ মাস্টারদের এক ছাদের তলায় পেয়ে আমি আপ্লুত। সেখানে একটি রাউন্ড পরিচালনা করার গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে পেরেছি। যথেষ্ট যত্ন করেই প্রশ্নগুলো সাজিয়েছিলাম। এখানে কুইজের গুণগত মান যথেষ্ট উন্নত। রেডিও বা টেলিভিশনে সব জায়গাতেই কুইজের পরিমাণ দুর্ভাগ্যজনকভাবে কম।'

আজ টিভিতে

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ সান বাংলা

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৮.০০ বিশ্বাস অবিশ্বাস, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ মস্তান, সন্ধে ৭.০০ প্রতিবাদ, রাত ১০.০০ রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট

জলসা মুভিজ : দুপুর ১২.৩০ শাপমোচন, বিকেল ৩.৪০ চ্যাম্প, সন্ধে ৭.০০ লভ এক্সপ্রেস, রাত ১০.১০ জামাই ৪২০

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ স্বপ্ন, দুপুর ১.৩০ বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না, বিকেল ৪.৩০ রক্ত নদীর ধারা, ১০.৩০ ওগো বধূ সুন্দরী, ১.০০ আজকের শর্টকাট

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সেই তো আবার কাছে এলে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আদরের বোন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ শঙ্খচূড়

স্টার গোল্ড সিলেক্ট এইচডি: বেলা ১১.৪৫ টিউবলাইট, দুপুর ২.০০ গেস্ট ইন লন্ডন, বিকেল ৪.১৫ ভীরে দি ওয়েডিং, সন্ধে ৬.৩০ ব্যাং ব্যাং, রাত ৯.০০ দম লগাকে হইসা, ১১.০০ গুড লাক জেরি

জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১২.২০ রক্ষা বন্ধন, ২.৩৯ রিয়েল টেভর, বিকেল ৫.২৭ খুঁখার, রাত ৮.০০ দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম, ১১.০৭ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪২ কহো না পেয়ার হ্যায়, বিকেল ৪.৪২ পুলিশ পাওয়ার, সন্ধে ৭.৩০ শূরবীর, রাত ৯.৫৩ মিশন রানিগঞ্জ

রমেডি নাউ : দুপুর ১.২৮ লিটল ম্যানহাটন, ২.৫৭ অ্যান্ড সো ইট গোজ, বিকেল ৪.৩৫ ব্রেকিং আপ, সন্ধে ৭.৩২ পেনেলোপ, রাত ৯.০০ দ্য অ্যাংরিয়েস্ট ম্যান ইন ব্রুকলিন, ১০.৩০ বার্নট

দ্য গ্রেটেস্ট অফ অল টাইম রাত ৮.০০ জি সিনেমা এইচডি

প্রিডেটর ল্যান্ড রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

রোমিও ভার্সেস জুলিয়েট রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে রিপোর্ট যাবে রাজ্যের কাছে

স্বাস্থ্যের হাল দেখবে কমিটি

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : উত্তরবঙ্গের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার হাল এখন কী পরিস্থিতিতে রয়েছে? বিভিন্ন প্রকল্পের কাজই বা কতদূর এগিয়েছে? পরিকাঠামোর উন্নতিতে আরও কী কী কাজ করা প্রয়োজন? এই সবকিছু খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গ সফরে আসছে রাজ্য বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটি। ৬ দিনের সফরে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবেন এই কমিটির সদস্যরা। আগামী ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত এই পরিদর্শন চলবে। স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি চলে এসেছে বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে। সেই মতো প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। যে হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো পরির্দশন করা হবে, খবর পৌঁছে গিয়েছে তাদের কাছেও।

উত্তরবঙ্গ সফরের বিষয়ে বিধানসভার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান ডাঃ নির্মল মাজি বলেন, 'বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হয়। এই সফরে উত্তরবঙ্গের তিন জেলার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। আরও কী কী কাজ করা দরকার, সেটাও দেখা হবে। চিকিৎসক, নার্স, টেকনিসিয়ানদের সঙ্গেও কথা বলে বিধানসভার অধ্যক্ষের মাধ্যমে রিপোর্ট দেওয়া হবে রাজ্য সরকারকে।'

> **পরিদর্শন**
>
> - ৬ দিনের সফরে আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর দিনাজপুর জেলার স্বাস্থ্য পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা
> - আগামী ৭ জুলাই থেকে ১২ জুলাই পর্যন্ত এই পরির্দশন চলবে
> - স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যদের পরিদর্শনের জন্য ইতিমধ্যেই চিঠি চলে এসেছে বিভিন্ন জেলার স্বাস্থ্যকর্তাদের কাছে

রাজ্যের যে বিধায়করা ওই কমিটিতে রয়েছেন, তাঁরাও পরিদর্শনে আসবেন বলে জানা গিয়েছে। তিন জেলাতেই স্বাস্থ্য পরিকাঠামো দেখার পাশাপাশি সেখানের জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন ওই স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা।

৭ জুলাই কলকাতা থেকে উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের উদ্দেশ্যে রওনা দেবেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। ৮ জুলাই রায়গঞ্জ থেকেই সফর শুরু হবে। ওইদিন রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ, কালিয়াগঞ্জ রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল পরিদর্শন করে কোচবিহার চলে আসবেন বিধায়করা। এই দিন বিকেলে কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা প্রাথমিক ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ঘুরে দেখার কথা কমিটির। ৯ জুলাই কোচবিহারের মারুগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং পুণ্ডিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পরিদর্শন করবে কমিটি। ওইদিন বিকেলে শুরু হবে আলিপুরদুয়ার সফর।

বিকেলে জেলার ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। ১০ জুলাই মাদারিহাট ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল, রাজাভাতখাওয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, সান্তালাবাড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করে বিধায়করা জয়ন্তীতে রাত্রিযাপন করবেন। ১১ জুলাই সকালে প্রথমে জয়ন্তী এসএসকে এবং পরে দমনপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরির্দশন করে আলিপুরদুয়ার ফিরবেন স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা।

উত্তর দিনাজপুরের হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো নিয়ে মাঝেমধ্যেই প্রশ্ন উঠছে। এমনকি রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজেও বেশ কিছু পরিকাঠামোগত অভাবের বিষয়ে নজরে আসছে। এ নিয়ে ক্ষোভ দেখা দিচ্ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এই পরিস্থিতিতে জেলা সফরে আসছেন বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা। আগামী ৭ জুলাই রায়গঞ্জে আসার পর স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্যরা জেলার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবে। তাঁদের পরিদর্শনের পর অবস্থার হাল ফিরবে কিনা সেটাই এখন প্রশ্ন।

কর্মখালি

জলপাইগুড়ি ও ইসলামপুরের জন্য গার্ড/সুপারভাইজার চাই। বেতন 12,500/-, PF + ESI, থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি। M: 8509827671, 8653609553. (C/116861)

Required Sales Executive for Electrical brand. Contact - 9679495146. (C/116861)

অ্যাফিডেভিট

আমি বিশ্বজিৎ আচার্যী, বানিয়াপাড়া, জল নিবাসী, স্ত্রীর নাম পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে ভুল থাকায় 2.12.24 তাং জলপাইগুড়ি JM কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Kulsum Begam থেকে Rupa Acharjee হয়েছে। (C/117245)

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
Centre for Distance and Online Education
ADMISSION NOTIFICATION
Academic Session: July 2025
Open & Distance Learning (ODL)
Applications are invited for the following courses under ODL mode for Master of Arts (MA) in English, Bengali, Nepali, History, Philosophy, Political Science, Mathematics and B.Com. in the academic session of July 2025. The applications are to be submitted through the online system from 01.07.2025 to 15.09.2025. Please read the 'Information Booklet' carefully before filling out the online application. For detailed information, please visit the website at https://cdoe.nbu.ac.in/ and www.nbu.ac.in. The Learner Support Centres: ● NBU Siliguri (HQ) ● NBU Jalpaiguri Campus ● NBU Saltlake Kolkata Campus.
Advt. No: 11/R-2025, Dated 30.06.2025 Joint Registrar

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আস্থার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামান্য কারণে আজ দুশ্চিন্তা থাকবে। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হতে পারে। মায়ের রোগমুক্তিতে স্বস্তি। **বৃষ :** ঋণ শোধ করে স্বস্তিলাভ। বুদ্ধিবলে সংসারের অশান্তি মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। রক্তচাপে সমস্যা। **মিথুন :** বন্ধুর কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন। ব্যবসার কারণে দূরে যেতে হতে পারে। **কর্কট :** ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। পৈতৃক সম্পত্তির মীমাংসা হতে পারে। **সিংহ :** আর্থিক সুরাহা তেমন হবে না। বাড়িসংস্কারে বাধা আসতে পারে। বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। **কন্যা :** প্রেমের সঙ্গীকে অহেতুক ভুল বুঝবেন। দীর্ঘদিনের রোগ থেকে আজ মুক্তি মিলবে। **তুলা :** দূর ভ্রমণের ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। বাড়িতে পূজার্চনার উদ্যোগে নিজেকেও শামিল করুন। প্রেমে শান্তি থাকবে। **বৃশ্চিক :** বাসস্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মায়ের রোগমুক্তিতে শান্তি। বিদ্যার্থীদের শুভ। **ধনু :** সারাদিন পরিশ্রমে থাকলেও নিজের শরীরের দিকে অবশ্যই নজর দিন। প্রেমে শুভ। **মকর :** অকারণ দুশ্চিন্তায় শরীর খারাপ হবে। আর্থিক লাভ বজায় থাকলেও ব্যয়ও হবে অধিক। যৌথ ব্যবসায়ে লাভ। **কুম্ভ :** পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণের ইচ্ছাপূরণ হবে। অকারণে কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে বিপত্তি। **মীন :** ব্যবসার প্রয়োজনে ঋণ নিতে হতে পারে। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১৫ আষাঢ়, ১৪৩২, ভাঃ ৯ আষাঢ়, ৩০ জুন, ২০২৫, ১৫ আহার, সংবৎ ৫ আষাঢ় সুদি, ৪ মহরম। সূঃ উঃ ৪।৫৮, অঃ ৬।২৪। সোমবার, পঞ্চমী দিবা ১১।৫৬। মঘানক্ষত্র দিবা ১০।৩৪। অসৃকযোগ রাত্রি ৮।৫১। বালবকরণ দিবা ১১।৫৬ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ১২।১২ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।৩৪ গতে বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, দিবা ১১।৫৬ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৬।৩৯ গতে ৮।২০ মধ্যে ও ৩।২ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। কালরাত্রি ১০।২২ গতে ১১। ৪১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১০।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ১১।৫৬ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ৮।৫১ গতে পুনর্যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ১০।৩৪ মধ্যে গাত্রহরিদ্রা অব্যূঢ়ান্ন মুখ্যান্নপ্রাশন নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যচ্ছেদন, দিবা ১০।৩৪ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ, দিবা ১১। ৫৬ মধ্যে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৮।৩৫ গতে ১০।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।১৩ গতে ১২।৩ মধ্যে ও ১। ২৮ গতে ২। ৫৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৩। ৩৬ গতে ৪। ১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

রেলগেটে যন্ত্রণা ঘোকসাডাঙ্গায়

হাসপাতালে রোগী নিয়ে যেতেও দুর্ভোগ স্থানীয়দের

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৯ জুন : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তিক জনপদ ঘোকসাডাঙ্গায় রেলগেট এখন এলাকার বাসিন্দাদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠছে। ট্রেন যাওয়ার আগে-পরে দীর্ঘক্ষণ রেলগেট বন্ধ থাকায় এলাকাবাসীকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। রেললাইনের উত্তর দিকে স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ঘোকসাডাঙ্গা থানা, বাজার, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, স্কুল-কলেজ ইত্যাদি। রেললাইনের দক্ষিণে জাতীয় সড়ক, রেলস্টেশন, বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, বিডিও অফিস, হাটবাজার ইত্যাদি।

রেলগেট বন্ধ হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়। ঘোকসাডাঙ্গা যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের সম্পাদক রাজু বিশ্বাসের কথায়, 'ঘোকসাডাঙ্গার বিভিন্ন সংগঠনকে একত্রিত করে ট্রেনের স্টপ, উড়ালপুল সহ নানা দাবিতে আন্দোলনে নেমেছি। ঘোকসাডাঙ্গা রেলগেটে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চলছে।'

ঘোকসাডাঙ্গায় রেলগেটে যানজট। রবিবার। -সংবাদচিত্র

রেলগেট দিনে পাঁচবার বন্ধ থাকায় সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ রকি সাহা, মুকুল সরকার, কাবেরী বর্মন নামে এলাকার বাসিন্দাদের। বইমেলা কমিটির সম্পাদক মৃদুল দাসের কথায়, 'সপ্তাহে দু'দিন ঘোকসাডাঙ্গায় হাট বসে। হাটবারে ভোগান্তি চরমে ওঠে। সমস্যা সমাধানে স্টেশনমাস্টারের মাধ্যমে ডিআরএমের উদ্দেশে রেলগেটের উড়ালপুল কিংবা আন্ডারপাস তৈরির দাবিতে স্মারকলিপি দিয়েছি।'

ভোগান্তি

- মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের গুরুত্বপূর্ণ প্রান্তিক জনপদ ঘোকসাডাঙ্গায় রেলগেট এখন এলাকার বাসিন্দাদের যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠছে
- ট্রেন যাওয়ার আগে-পরে দীর্ঘক্ষণ রেলগেট বন্ধ থাকায় এলাকাবাসীকে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়
- রেলগেট বন্ধ হলে স্থানীয় বাসিন্দাদের ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়

ঘোকসাডাঙ্গা নাগরিক কমিটির সম্পাদক মানিক দে-র কথায়, 'ট্রেনের স্টপ, উড়ালপুল সহ নানা দাবিতে ২০০৩ সাল থেকে আন্দোলন করছি। কোনও দাবিপূরণ করেনি রেল কর্তৃপক্ষ। ফের আন্দোলনের প্রস্তুতি নিচ্ছি।' মাথাভাঙ্গার বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মনের দাবি, 'বিধানসভায় সমস্যাটি জানিয়েছি। ঘোকসাডাঙ্গায় উড়ালপুল তৈরির জন্য রেলমন্ত্রককে প্রস্তাব পাঠাতে হবে রাজ্য সরকারকে। রাজ্য সরকার উদ্যোগী না হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

ঘোকসাডাঙ্গার মাঝখান দিয়ে গিয়েছে নিউ কোচবিহার এবং এনজেপির মেইন রেললাইন। স্থানীয় বাসিন্দা সৌরভ সরকারের অভিযোগ, 'এখন ডাবল লাইন হয়েছে। রেলগেট বন্ধ থাকার জন্য মোটরবাইক, টোটো কিংবা গাড়িতে গেলে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।' স্থানীয় বাসিন্দা মুকুল সরকারের কথায়, 'অনেক সময় হাসপাতালে রোগী নিয়ে যাওয়ার সময় রেলগেট বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়তে হয়।'

স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী মলয় সরকারের কথায়, 'রেলগেট বন্ধ থাকায় সময়মতো হাসপাতালে না পৌঁছানোয় বাবাকে হারিয়েছি।' একই কথা বললেন স্থানীয় স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিধান সরকার, হান্টার দত্তরা। স্থানীয় থানায় কর্মরত পুলিশকর্মীদের অভিযোগ, 'রেলগেটের জন্য সময়মতো কোথাও পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে না।' সমস্যায় পড়তে হয় দমকলকর্মীদেরও।

১৯ নম্বর বাজেজমা গ্রামের বুড়িতিস্তা নদীর উপর সাঁকোটি সংস্কার করা হয়েছে।

সেতু নির্মাণের বদলে সাঁকো সংস্কারেই শেষ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৯ জুন : দাবি ছিল পাকা সেতু নির্মাণের। কিন্তু নড়বড়ে সাঁকোকে কোনওরকমে সংস্কার করে দায় ঝেড়ে ফেলল পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত। প্রধান রমানাথ রায়ের সাফাই, 'কংক্রিটের সেতু নির্মাণে প্রয়োজনীয় অর্থ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেই।' তবে বিষয়টি জেলা পরিষদ এবং চ্যাংরাবান্ধা উন্নয়ন পর্ষদের নজরে আনা হবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

সাঁকোটি হলদিবাড়ি ব্লকের পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৯ নম্বর বাজেজমা গ্রামের প্রবেশপথে বুড়িতিস্তা নদীর উপর। এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে কংক্রিটের সেতু তৈরির দাবি তোলা হলেও টনক নড়েনি প্রশাসনের। ওই রাস্তা দিয়ে স্কুল ও কলেজের পড়ুয়া থেকে শুরু করে স্থানীয়রা যাতায়াত করেন। শুখা মরশুমে নদীতে জল কম থাকায় যাতায়াতের সমস্যা হয় না। ভোগান্তি হয় বর্ষায় নদীতে জল বাড়লে।

নড়বড়ে সাঁকো দিয়ে পারাপারে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটে। তার ওপর প্রতিবছর বর্ষায় ভেসে যায় সাঁকোটি। এলাকার পড়ুয়াদের কথায়, বর্ষায় সাঁকো ভেসে গেলে স্কুল, টিউশন যাওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এলাকার বাসিন্দা দেবচরণ রায় বলেন, 'যাতায়াতের সমস্যা থাকায় এই এলাকা আর্থিক এবং সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়েছে।'

১৯ নম্বর বাজেজমা গ্রাম ছাড়াও ১৭ নম্বর জঙ্গলবস, বেলতলি ইত্যাদি এলাকার প্রায় ৩ হাজার বাসিন্দা প্রতিদিন ওই পথে যাতায়াত করেন। এলাকার প্রবীণ বাসিন্দা মন্টু রায় বলেন, 'গ্রামের পূর্ব এবং পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে বুড়িতিস্তা নদীর ২টি শাখা গিয়েছে। কোনওটিতে সেতু না থাকায় গ্রামে যানবাহন ঢুকতে পারে না। জীবদ্দশায় নদীতে সেতু দেখার সৌভাগ্য হবে কি না, বুঝতে পারছি না।'

বাস্তুহারা কমিটির সভা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ জুন : সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের প্ল্যাটিনাম জুবিলি উদযাপন এবছর অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষ্যে রবিবার চ্যাংরাবান্ধায় মেখলিগঞ্জ মহকুমা বাস্তুহারা উৎসব কমিটির সভা হয়। চ্যাংরাবান্ধা নতুন বাস টার্মিনাসে আয়োজিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা বাস্তুহারা কমিটির সম্পাদক তথা সম্মিলিত কেন্দ্রীয় বাস্তুহারা পরিষদের রাজ্য কমিটির সদস্য মহানন্দ সাহা। মেখলিগঞ্জ মহকুমা উৎসব কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন বিপিন শীল। এদিনের সভার পর সদস্যরা মিছিল করে চ্যাংরাবান্ধা বাজারে যান। সেখানে পথসভায় বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন ও ফেডারেশনগুলির ডাকে ৯ জুলাই দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের বিষয়ে আলোচনা হয়।

সম্মেলন

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : রবিবার ধলপল-২ অঞ্চল কৃষক সমিতির সারা ভারত কৃষকসভার ২০তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ছাটরামপুর রাভাপাড়া প্রাইমারি স্কুলে। ২৭ জনের নতুন কমিটি গঠিত হয়। কমিটির সভাপতি হিসেবে রঞ্জিত দাস, সম্পাদক হজরত আলির নাম ঘোষণা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন কৃষকসভা জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য পুণ্যেশ্বর অধিকারী, কৃষকসভা জেলা কমিটির সদস্য সলেমন মিয়াঁ, শ্রমিক নেতা অসীম সাহা প্রমুখ।

ওলটাল ট্রাক

গোপালপুর, ২৯ জুন : রবিবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মাথাভাঙ্গা শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কের মাঝিরবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে যায় মাথাভাঙ্গা থেকে জামালদহগামী একটি ট্রাক। তবে দুর্ঘটনায় কেউ আহত হননি। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ এসে ট্রাকটিকে উদ্ধারের চেষ্টা করে।

হাতি সতর্কতা

পুণ্ডিবাড়ি, ২৯ জুন : রবিবার সকালে পাতলাখাওয়া বনাঞ্চলে হাতি প্রবেশ করে। এরপর বন দপ্তরের উদ্যোগে পাতলাখাওয়া গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় মাইকযোগে সচেতন করা হয়। গ্রামের বাসিন্দাদের বনাঞ্চলের ভিতরে প্রবেশ করতে নিষেধ করা হয়। এছাড়াও রাতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাড়ির বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দেওয়া হয়।

স্বাস্থ্য পরীক্ষা

পুণ্ডিবাড়ি, ২৯ জুন : রবিবার কোচবিহার স্বামী বিবেকানন্দ সেবা ট্রাস্টের উদ্যোগে পাতলাখাওয়া গ্রামের শুকধনেরকুঠি এলাকায় একটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির হয়। সেখানে ৪৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ডাঃ সুব্রত দে, সেবা প্রমুখ রামমোহন রায় প্রমুখ।

নগ্ন অবস্থায় দুই বধূর সঙ্গে অভব্যতা তরুণের

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৯ জুন : অন্যান্য দিনের মতোই প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন দুই বধূ। কিন্তু রবিবার যে তাঁদের দুর্বিসহ ঘটনার সম্মুখীন হতে হবে তা ভাবতে পারেননি আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের উত্তর মেজবিলের ওই দুই মহিলা। রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময় হঠাৎ গ্রামেরই এক পরিচিত ৩২ বছরের তরুণ নগ্ন অবস্থায় দুই বধূর পিছনে ধাওয়া করে। দুই বধূর মধ্যে একজন ৮ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। সামনে এসে সেই অন্তঃসত্ত্বা বধূকে জাপটে ধরে তরুণ। বেশ কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি চলে। দুই বধূই মাটিতে পড়ে গিয়ে চোট পান। তখনই তরুণ পালিয়ে যায়। ঘটনার কিছুক্ষণ পর তরুণকে বাড়িতে দেখতে পান স্থানীয়রা। তারপর সেখান থেকে ধরে এনে তাকে উত্তমমধ্যম দেয় গ্রামবাসীরা। এমনকী তরুণকে বেঁধে রাখা হয়। তবে খবর পেয়ে সোনাপুর ফাঁড়ির পুলিশ এসে তরুণকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ওসি অমিত শর্মা বলেন, 'তরুণকে উদ্ধার করা হয়েছে, তদন্তও শুরু হয়েছে। এছাড়া আমরা বধূর পরিবারকে লিখিত অভিযোগ জানাতে বলেছি।' তবে অভিযুক্ত তরুণের দাবি, 'আমি কিছুই করিনি।'

এদিকে জখম অন্তঃসত্ত্বা বধূ এখন ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মেজবিল এলাকায় এই ঘটনা নিয়ে রবিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের মতে, অবিবাহিত ওই তরুণ ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে। আবার কারও মতে, ওই তরুণের মানসিক সমস্যা রয়েছে। তবে আগে সে কখনও এমন কাজ করেনি। তাই এদিন ঘটনার কথা শুনে প্রথমে সবাই অবাক হয়ে যান। এক বধূর কথায়, 'প্রথমে ছেলেটির গায়ে পোশাক ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ পর যখন সে আমাদের পিছন দিক থেকে দৌড়ে আসছিল, তখন দেখি ছেলেটি নগ্ন। আমরা অবাক হয়ে যাই।'

অভিযোগ, ধস্তাধস্তির সময় অন্তঃসত্ত্বা বধূকে জাপটে ধরে তরুণ। তারপর মহিলারা পড়ে যেতেই ছেলেটি সেখান থেকে চম্পট দেয়। প্রথমে এলাকায় অনেক খুঁজেও ছেলেটিকে না পাওয়ায় স্থানীয়রা তার বাড়িতেই চলে যান। ছেলে যে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে তা তরুণের মা মানতেই চাইছিলেন না। তবে ছেলেটির আগের জামা, প্যান্ট ও জুতো রাস্তার ধারেই পড়েছিল। তখনই তাকে ধরে গ্রামের পাকড়িতলা মোড়ে নিয়ে আসা হয়। তরুণের পরিবারের অভিযোগ, বাড়ি থেকে মারতে মারতে পাকড়িতলায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গাছে দড়ি দিয়ে বেঁধেও মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় সাময়িকভাবে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কেন ওই তরুণ এমন কাজ করল সেই উত্তর মেলেনি।

অন্যদিকে অন্তঃসত্ত্বা বধূর এক দাদার কথায়, 'আমার বোনের যদি এখন কিছু একটা হয়ে যায় তাহলে সেই দায় কে নেবে। এই ছেলেটিকে ছোট থেকেই চিনি। কেন এরকম করল জানি না। তাই ওকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে।' অন্তঃসত্ত্বাকে ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রেখেছেন চিকিৎসকরা। তরুণের মা অবশ্য বলেছেন, 'আমার ছেলেকে ফাঁসানো হচ্ছে। ছেলের পাশাপাশি আমাকেও মারধর করা হয়।' আবার ছেলেটি জানিয়েছে, তাকে বাড়ি থেকে মারধর করে নিয়ে আসা হয়। গাছে বেঁধে রাখে। তবে তাঁর কথাবার্তায় অসংলগ্নতা ধরা পড়েছে।

কান্তেশ্বর গড়ে জমি দখল

যথেচ্ছ দোকান নির্মাণ, প্রতিবাদ করলেই হুমকি

মনোজ বর্মন

শীতলকুচি, ২৯ জুন : ঐতিহাসিক কান্তেশ্বর গড়ের জমি দখল করে দোকান তৈরির অভিযোগ উঠল ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য সর্বেশ্বরের জয়দুয়ার গ্রামে। শীতলকুচি ব্লকে কান্তেশ্বর গড়ের উপর দিয়ে রাস্তা সংলগ্ন জমি দখলের হিড়িক লেগেছে। ইতিমধ্যে একাধিক দোকান তৈরি হয়েছে। অনেকে খুঁটি পুঁতে জায়গা দখল করে রেখেছেন।

শীতলকুচির বিডিও সোফিয়া আব্বাস অবশ্য বলেন, 'লিখিত অভিযোগ পাইনি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন বললেন, 'কান্তেশ্বর গড়ের জমি দখল করতে দেওয়া যাবে না। যারা এ ধরনের কাজ করছে, তারা দোষী। প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এই সড়কের উপর খুঠামারা নদীর বারুণীর ঘাটে তৈরি হচ্ছে সেতু। সেতুটি নির্মিত হলে রাস্তার গুরুত্ব বাড়বে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, পুরোপুরি বেআইনিভাবে জমি দখল চলছে। এক বাসিন্দার বক্তব্য, স্থানীয় মাতব্বররা জমি দখলে মদত দিচ্ছেন। এলাকার বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না কেউ।

মধ্য সর্বেশ্বর গ্রামে কান্তেশ্বর গড়ে জমি দখল করে দোকান তৈরি হয়েছে।

কথিত আছে, উত্তর-পূর্ব ভারতের খেন রাজারা শত্রুর হাত থেকে প্রজাদের সুরক্ষিত রাখতে রাজ্যের চারদিকে প্রায় ৪০ মিটার উঁচু সীমানা প্রাচীর তৈরি করেছিলেন। প্রাচীর ঘেরা সেই জায়গাটি কান্তেশ্বর গড় নামে পরিচিত। এই গড় দেখতে উত্তর-পূর্ব ভারতের নানা এলাকা থেকে প্রতি বছর প্রচুর পর্যটক আসেন। বর্ষায় গড়ের মাটিও ধসে যাচ্ছে। তাছাড়া স্থানীয় বাসিন্দারা কোথাও গড়ের মাটি কাটছেন, কোথাও চুরি যাচ্ছে গড়ের মূল্যবান গাছ।

ক্ষোভ

- ঐতিহাসিক কান্তেশ্বর গড়ের জমি দখল করে দোকান তৈরির অভিযোগ উঠল ছোট শালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য সর্বেশ্বরের জয়দুয়ার গ্রামে
- শীতলকুচি ব্লকে কান্তেশ্বর গড়ের উপর দিয়ে রাস্তা সংলগ্ন জমি দখলের হিড়িক লেগেছে
- ইতিমধ্যে একাধিক দোকান তৈরি হয়েছে
- অনেকে খুঁটি পুঁতে জায়গা দখল করে রেখেছেন

সাইকেল নিয়ে নদী পারাপার। কোচবিহারের ফাঁসিরঘাটে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

দিনহাটা, ২৯ জুন : বিয়েবাড়ির প্যান্ডেলের বাঁশ খুলতে গিয়ে ১১ হাজার ভোল্টের তারের স্পর্শে মৃত্যু হল এক শ্রমিকের। ঘটনাটি ঘটেছে গোসানিমারি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় নাটাবাড়ি গ্রামের মল্লিরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকায়। মৃত শ্রমিকের নাম মকসেদুল মিয়াঁ (৩০)। বাড়ি বড়নাচিনা বাঁশতলায়।

স্থানীয়রা জানিয়েছেন, বড় নাটাবাড়ির আশরাফুল আলমের বাড়িতে শনিবার বিয়ের অনুষ্ঠান ছিল। সেই উপলক্ষ্যে প্যান্ডেল করা হয়। বিয়ের অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে রবিবার প্যান্ডেলের বাঁশ খুলতে ওঠেন মকসেদুল। অসতর্কতার কারণে তারে লেগে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন ওই তরুণ। অন্য শ্রমিকরা মিলে গোসানিমারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পরই এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

লোকাল ট্রেনের দাবিতে সরব কোচবিহার দিনহাটা রেলযাত্রী সমিতি।

লোকাল ট্রেনের জন্য দাবিপত্র

দিনহাটা, ২৯ জুন : রবিবার কোচবিহার-দিনহাটা রেল যাত্রী মঞ্চের তরফে দিনহাটা স্টেশন মাস্টারের মাধ্যমে আলিপুরদুয়ার ডিআরএম-কে একটি দাবিপত্র দেওয়া হয়। মঞ্চের মূল দাবি, বামনহাট-শিলিগুড়ি মেইন লাইনের লোকাল ট্রেনটিকে পুনরায় চালু করা, বর্তমানে চালু থাকা লোকাল ট্রেনটিকে সঠিক সময়ে চালানো, আরও বেশ কিছু নতুন লোকাল ট্রেন এই লাইনে চালু করা এবং বামনহাট-শিলিগুড়ি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসটিকে লোকাল ট্রেন হিসেবে চালানো- মূলত এই দাবিগুলিই এদিন দাবিপত্রে তুলে ধরা হয়। দাবিপূরণের জন্য সংগঠনের তরফ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়। দাবিপূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে।

সংগঠনের আহ্বায়ক রাজা ঘোষ বলেন, 'এর আগে বহুবার মেইন লাইন দিয়ে লোকাল ট্রেন চালুর জন্য দাবিতে আন্দোলন করা সত্ত্বেও রেল বোর্ড কর্ণপাত করেনি। তাই আমরা একটা ডেডলাইন দিতে বাধ্য হলাম।' অধ্যাপক মহাদেব বর্মন, জয়গোপাল ভৌমিক, চয়ন সরকার, মোশারফ হোসেন, সুশান্ত সূত্রধর সহ মঞ্চের অন্য নেতারা এদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন।

ফালাকাটায় দু'দিনে প্রায় ৫০ লক্ষ হাপিস

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৯ জুন : ইনভেস্টমেন্টের নামে প্রতারণাচক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে ফালাকাটায়। প্রথমে অল্প বিনিয়োগ, বিরাট রিটার্নের লোভ দেখানো। ব্যাস, তাতেই কাজ হয়ে যায় প্রতারকদের। এই টোপে পড়েই ইতিমধ্যে শহরের বেশ কয়েকজন সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ টাকা খুইয়েছেন। শহরেরই এক ব্যক্তি প্রায় ৪৪ লক্ষ টাকা খুইয়ে এখন পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন। রোজ এমন ঘটনা ঘটেই চলছে। তবুও বিনিয়োগের ওপর মোটা অঙ্কের টাকা ফেরতের লোভে 'পনজি স্কিম'-এ ঝুঁকে পড়ছেন অনেকেই। সংখ্যাটা বেশি প্রবীণ নাগরিকদের মধ্যে। অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংককর্মী থেকে সরকারি চাকরিজীবী, তালিকায় নিত্যনতুন সংযোজন। আর এতেই ঘুম উড়েছে পুলিশের।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'ইনভেস্টের নামে বিভিন্ন সময় প্রতারণাচক্র সক্রিয় থাকে। মাত্র কয়েকদিনেই এমন ৫ থেকে ৭টি অভিযোগ আমরা পেয়েছি। লাগাতার সচেতন করছি। তারপরেও অনেকেই লোভে লক্ষ লক্ষ টাকা বিনিয়োগ করে সর্বস্বান্ত হচ্ছেন। আমরা তদন্তও শুরু করেছি।'

ফালাকাটার নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী বলেন, 'সাপ্তাহিক রিটার্নের টোপ দিয়ে আমার থেকে প্রথমে ১১ লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। আমিও কিছুদিন সামান্য টাকা রিটার্ন পাই। পরে লোভে পরে আরও প্রায় ৩০ লক্ষ টাকার উপরে ইনভেস্ট করি। কিন্তু তারপর থেকে সব ধরনের যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। বুঝতে পারি প্রতারণাচক্রের খপ্পরে পড়েছি। শেষে তাই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি।'

জটেশ্বরের কমল সরকার নামে এক ব্যক্তির কথায়, 'মোবাইলের মাধ্যমে লিংক পাঠিয়ে অনলাইন গেম খেলে আমি প্রায় ১ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা খুইয়েছিলাম। প্রতারণাচক্রের ফাঁদে পড়েছি বুঝতে পেরে পুলিশের দ্বারস্থ হই। পরে পুলিশের সহযোগিতাতেই আমি টাকা ফিরে পেয়েছি।'

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, অনলাইন প্রতারণা সংক্রান্ত অভিযোগ নেওয়ার জন্য থানায় একটি স্পেশাল সেল খোলা হয়েছে। একজন এসআই-কে সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, এখন রোজ অন্তত দুটি করে অনলাইনের মাধ্যমে প্রতারণা হওয়ার অভিযোগ জমা পড়ছে। এঁদের মধ্যে ৬০ শতাংশই অবসরপ্রাপ্ত কর্মী। ফালাকাটা থানার এক পুলিশকর্মীর কথায়, 'যাঁরা অভিযোগ জমা করছেন তাঁদের বেশিরভাগই অবসরপ্রাপ্ত। তাঁদের হাতে সঞ্চিত লক্ষ লক্ষ টাকা থাকে, ওই টাকার কিছু অংশ মোবাইল অ্যাপ নির্ভর বিভিন্ন স্কিমে তাঁরা খাটাতে চান। প্রতারণাচক্রও বিষয়টি বুঝতে পেরে তাঁদের টোপ দেয়। এমনকি অনেক সময় নানা হুমকিও দেয়।'

ফালাকাটায় মূলত অনলাইন অ্যাপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্কিমে বিনিয়োগের কথা বলে ফোন আসে। এমনকি চোখধাঁধানো আয়ের টোপও দেওয়া হয়। প্রলোভনে পা দিতেই শুরু হয় প্রথম প্রথম মুনাফা ঢোকা। তাতে লোভ আরও বেড়ে যায়। এরপরেই শুরু হয় প্রতারকদের ফন্দি। আবার 'ব্যাংক থেকে বলছি' বলেও ফোন আসে।

RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
Centre For Distance and Online Education
Rabindra Bhawan, EE- 9 & 10, Sector – II, Salt Lake City, Kolkata - 700091
Phone : (033) 2358 4014 /4016/ 4018, E-Mail : director.cdoe@rbu.ac.in, Website : www.rbucdoe.ac.in
Admission Notice No. : RBU/CDOE/ADV/2025/0621 Date :16.06.2025

NOTICE FOR ADMISSION 2025-26

The University invites online application to the PG Programmes (**UGC-DEB Approved Academic Programmes, Vide F. No. 21-81/2020 (DEB-III), dated 05.08.2021 and Vide F. No. 22-14/2022 (DEB-III), dated 14.11.2022) of Semester with CBCS mode** for session 2025-26, on first-come-first-serve basis (seats are limited) in the subjects of **Bengali, English, Sanskrit, Education, History, Political Science, Geography, Environmental Studies, Master of Social Work, Vocal Music and Rabindra Sangeet**, offered in ODL mode at Rabindra Bharati University, through the following Learner Support Centres recognized by the Rabindra Bharati University, Centre For Distance and Online Education, Salt Lake, Kolkata -700091 from **01.07.2025 to 05.09.2025**

LEARNER SUPPORT CENTRE (LSC) NAME WITH CODE

RBU, CDOE Main Campus (99), Raiganj Surendranath Mahavidyalaya (01), Dhruba Chand Halder College (02), Tamralipta Mahavidyalaya (04), Sukanta Mahavidyalaya (06), Vidyanagar College (07), Sundarbon Hazi Desarat College (08), Bankura Zila Saradamani Mahila Mahavidyapith (10), Balurghat Mahila Mahavidyalaya (11), Sitalkuchi College (13), Barasat College (14), Sripat Singh College (16), Samsi College (19), Pathar Pratima Mahavidyalaya (21), Ananda Chandra College of Commerce (22), Gangarampur College (23), Vijaygarh Jyotish Ray College (26), Raidighi College (29), Abhedananda Mahavidyalaya (35), Mathabhanga College (36), Deshbandhu College for Girls (38), Bidhan Chandra College, Rishra (39), Behala College (40), Dinabandhu Mahavidyalaya (41), Serampore Girls College (42), Vivekananda College, Madhyamgram (43), Gour Mahavidyalaya (46), Munshi Premchand Mahavidyalaya (47), Rajganj College (48), Falakata College (49), Vivekananda College, Alipurduar (50), Maharaja Srischandra College (52), Raja Peary Mohan College (54), Mrinalini Datta Mahavidyapith (55), Egra Sarada Shashi Bhusan College (56), Acharya Prafulla Chandra College (57), Chaipat Saheed Pradyot Bhattacharya Mahavidyalaya (58), Magrahat College (59),Ramsaday College (60), Dr. B. R. Ambedkar Satabarshiki Mahavidyalaya (61), Kotshila Mahavidyalaya (62), Hiralal Bhakat College (63), Panskura Banamali College(64), Basirhat College (65), Sree Chaitanya Mahavidyalaya (66), Gobardanga Hindu College (67), Amdanga Jugal Kishore Mahavidyalaya (68), Seth Anandram Jaipuria College (69), Shyampur Siddheswari Mahavidyalaya (70), Gangadharpur Mahavidyamandir (71), Barabazar Bikram Tudu Memorial College (72), Bejoy Narayan Mahavidyalaya (73)
for details, please visit the website at **www.rbucdoe.ac.in** Director, RBU, CDOE

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

একাকী।। বৈকুণ্ঠপুর ফরেস্টে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।

সোলার পাম্প বিকলে জলকষ্ট স্টেশনপাড়ায়

ভরসা শহরের টাইমকল নয়তো কেনা জল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৯ জুন : একদিকে প্রচণ্ড গরম, আরেকদিকে জলকষ্টে নাজেহাল দিনহাটা ভিলেজ-১'এর স্টেশনপাড়া এলাকার বাসিন্দারা। অভিযোগ, গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে যে কয়েকটি সোলার পাম্প লাগানো হয়েছিল, সেগুলির অধিকাংশই বর্তমানে বিকল। এর ফলে বাসিন্দাদের জল পেতে ভরসা শহরের টাইমকল নয়তো কেনা ড্রামের জল। এ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সমস্যার কথা স্বীকার করে দিনহাটা ভিলেজ-১'এর প্রধান রুমা খাসনবিশ বলেন, 'বিকল পাম্পগুলি ঠিক করার জন্য ইতিমধ্যে অর্থবরাদ্দ হয়ে গিয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই সেগুলি ঠিক হয়ে যাবে।'

দিনহাটা ভিলেজ-১'এর স্টেশনপাড়া এলাকায় ঢুকতেই মূল রাস্তা থেকে নেমে যাওয়া এক পাকা রাস্তার ধারে গিয়ে দেখা গেল, সোলার পাম্পের কলগুলি ভাঙা। শুকনো কলপাড় দেখে বোঝাই যাচ্ছে বেশ কয়েকমাস ওই কলগুলি দিয়ে জল পড়ে না। এরপর একটু এগোতেই দেখা গেল, কয়েকজন বাসিন্দা সাইকেলের ক্যারিয়ারে ব্যাগে জলের বোতল ভরে নিয়ে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করতেই হাঁফ ছেড়ে একজন জানালেন ক্ষোভের কথা। অভিযোগ, প্রায় ছয় মাসেরও বেশি সময় থেকে সোলার পাম্প খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। অথচ পঞ্চায়েত প্রধানের ভ্রূক্ষেপ নেই।

দিনহাটা ভিলেজ-১'স্টেশনপাড়ায় সোলার পাম্পের অকেজো কল।

> লাগানোর কয়েকমাস পরেই প্রকল্প খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই গরমে এমনিতেই জল বেশি প্রয়োজন, তার ওপর জলের কল নষ্ট থাকায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছি সকলে। জল না আসায় কলগুলিও কে বা কারা ভেঙে দিয়েছে। প্রশাসনের উচিত এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা।
>
> - ইমানুর হোসেন, স্থানীয় বাসিন্দা

ফলে শহর থেকে জল টেনে এনে খেতে হচ্ছে।

এক বাসিন্দা অনিল বর্মন বলেন, অনেকদিন থেকেই তো জল নেই কলগুলিতে। অগত্যা জল কিনে খেতে হচ্ছে। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক।

আরেক বাসিন্দা ইমানুর হোসেনের কথায়, 'লাগানোর কয়েকমাস পরেই প্রকল্প খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে। এই গরমে এমনিতেই জল বেশি প্রয়োজন, তার ওপর জলের কল নষ্ট থাকায় ব্যাপক সমস্যায় পড়েছি সকলে। জল না আসায় কলগুলিও কে বা কারা ভেঙে দিয়েছে। প্রশাসনের উচিত এবিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করা।'

যদিও বিকল হওয়া সোলার পাম্পের একেবারে পাশেই থাকা পঞ্চায়েত সদস্য এবিষয়ে কিছু বলতে নারাজ। তবে গত ছয় মাসেরও বেশি সময় থেকে যে বিকল হয়ে পড়ে রয়েছে সোলারচালিত কয়েকটি পাম্প তা তিনি অকপটে মেনে নিয়েছেন।

দোলংয়ে আটক এক

পাম্পসেট বসিয়ে মাটি, বালি চুরি

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা ও ফুলবাড়ি, ২৯ জুন : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দোলং চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় অভিনব কায়দায় চুরি চলছে। পাম্পসেট বসিয়ে পাইপ দিয়ে চলছে মাটি, বালি চুরি। এই ঘটনায় ঘোকসাডাঙ্গায় পুলিশি অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করা হয়েছে।

রবিবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের দোলং চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় পাম্পসেট বসিয়ে পাইপ দিয়ে দোলং নদী থেকে মাটি, বালি চুরি করার অভিযোগ সামনে আসে।

এদিন ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে দোলং চা বাগান এলাকা থেকে একটি পাম্পসেট সহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ উদ্ধার করে। কিছু মানুষ মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি, ঘোকসাডাঙ্গা, লতাপাতা, রুইডাঙ্গা, উনিশবিশা, বড় শৌলমারি সহ বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় আর্থমুভারের সাহায্যে মাটি তুলে নিয়ে অবৈধভাবে বিক্রি করছেন।

অনেকে রাজস্ব না দিয়েই মাটি খুঁড়ে কোথাও পুকুর খনন করছেন, আবার কোথাও ভরাটের কাজ করছেন। দোলং নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি, বালি চুরির দায়ে গোবিন্দ বর্মনকে আটক করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নদী থেকে পাইপ দিয়ে মাটি, বালি চুরি করছিল।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, পুলিশ প্রশাসন ও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের একাংশের যোগসাজশে মাটি, বালি চুরির কাজ চলছে।

দোলং চা বাগান এলাকায় চলছে মাটি চুরি।

কীভাবে কাজ

- অনেকে রাজস্ব না দিয়েই মাটি খুঁড়ে কোথাও পুকুর খনন করছেন, আবার কোথাও ভরাটের কাজ করছেন
- দোলং নদী থেকে অবৈধভাবে মাটি, বালি চুরির দায়ে গোবিন্দ বর্মনকে আটক করা হয়েছে
- তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, সে নদী থেকে পাইপ দিয়ে মাটি, বালি চুরি করছিল

এব্যাপারে মাথাভাঙ্গার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেশ হালদারের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন, 'অভিযান চালিয়ে ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশ পাইপ সহ বেশ কিছু যন্ত্রাংশ আটক করেছে। এর পিছনে আর কারা জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এলাকাবাসীর দাবি, প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিক।

থানা ঘেরাও

কোচবিহার ও হলদিবাড়ি, ২৯ জুন : কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে রবিবার কোতোয়ালি থানা ঘেরাও করল বিজেপি। পাশাপাশি, দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে গ্রেপ্তারের প্রতিবাদও জানানো হয়। মিছিলে অংশ নেন দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন, দুই বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে ও সুকুমার রায় প্রমুখ। অন্যদিকে, কংগ্রেসের জেলা ছাত্র পরিষদও আইন কলেজের ছাত্রীকে ধর্ষণের প্রতিবাদে রাজীব ভবন থেকে কোতোয়ালি থানা পর্যন্ত একটি মিছিল করে। জমা দেওয়া হয় স্মারকলিপি।

অন্যদিকে, হলদিবাড়িতে বিজেপি যুব মোর্চার তরফে কসবা কাণ্ডের প্রতিবাদে মিছিল করা হল। রবিবার রাতে রেলগেট সংলগ্ন বিজেপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের হয়।

সরকারি বই পায়নি সব পড়ুয়া

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৯ জুন : চলতি শিক্ষাবর্ষে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্কুলগুলিতে ক্লাস শুরু হয়ে গিয়েছে প্রায় তিন মাস হতে চলল। অথচ জেলার এমন প্রচুর স্কুল রয়েছে, যেখানে সকল ছাত্রছাত্রী এখনও বই পায়নি। এর মধ্যে মূলত রয়েছে পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রী। ক্লাস শুরুর তিন মাস পরেও বই না পাওয়ায় যথেষ্ট সমস্যায় পড়েছে তারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে শুরু করে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ, শিক্ষা দপ্তর সকলেই কার্যত উদাসীন।

কোচবিহার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) সমরচন্দ্র মণ্ডল বলেন, 'যেখানে একাদশ ও দ্বাদশের বইয়ের ঘাটতি রয়েছে, সেটা আমরা শিক্ষা দপ্তরে চেয়ে পাঠিয়েছি। তবে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণি বই পায়নি এমন খবর আমাদের কাছে নেই বা আমাদেরকে কেউ জানায়নি।' পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কোচবিহার জেলা কনভেনার সঞ্জয় সরকার বলেন, 'আমরা বইয়ের ঘাটতি নিয়ে বোর্ডের সঙ্গে কথা বলেছি।' সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলি এ বিষয়ে অভিযোগ করলে তাঁরা শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানান উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের কোচবিহার জেলা কনভেনার তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য।

কোচবিহার জেলায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক মিলিয়ে সরকারি ও সরকার পোষিত মোট ২৫০টি স্কুল রয়েছে। এর মধ্যে ৪১টি মাধ্যমিক ও ২০৯টি উচ্চমাধ্যমিক। এছাড়া সরকার পোষিত ২৩টি মাদ্রাসা রয়েছে। সবমিলিয়ে স্কুলগুলিতে দুই লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী রয়েছে। চকচকা হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষক দেবদূত দেবনাথ বলেন, 'আমাদের স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকে ৬০ জন পড়ুয়া রয়েছে। এর মধ্যে মাত্র ৩০ জন বই পেয়েছে। বাকিরা পায়নি। এতে ওরা খুবই সমস্যায় পড়েছে। স্কুলে এসে তারা প্রতিদিনই জিজ্ঞাসা করে কবে বই আসবে।' উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শুচিস্মিতা চক্রবর্তী জানান, তাঁদের স্কুলে একাদশ শ্রেণির ১৫ জন ছাত্রী এখনও বই পায়নি। একইভাবে, দেওয়ানবস উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির ২০ জন বই পায়নি। কাটামারি হাইস্কুলের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণিতে ৩০ জনের মতো বই পায়নি।'

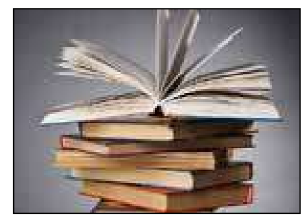

> এতদিন পরেও সকল ছাত্রছাত্রী বই না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পঠনপাঠনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে যদি বাংলার শিক্ষা পোর্টালে থাকা নামের তুলনায় স্কুলগুলিকে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বই বেশি দেয়, তাহলে আর এই সমস্যা থাকে না।
>
> -সঞ্জয় সরকার, *সাধারণ সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতি*

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুবিধার কথা মাথায় রেখে সরকারের তরফে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত প্রতিটি শ্রেণিতেই বিনামূল্যে বাংলা, ইংরেজি সহ বিভিন্ন পাঠ্যবই দেওয়া হয়। এর মধ্যে নীচু ক্লাসগুলিতে প্রায় সব বই দেওয়া হয়। এই অবস্থায় বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী এখনও বই না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সমস্যায় পড়েছে পড়ুয়ারা।

ক্লাস শুরু হওয়ার এতদিন পরেও ছাত্রছাত্রীরা সকলে বই না পাওয়ার বিষয়টি সামনে আসতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষাবর্ষের শুরুতেই রাজ্য সরকার যে উদ্দেশ্যে ছাত্রছাত্রীদের বই দেয়, সেই উদ্দেশ্য কিছুটা হলেও ব্যাহত হচ্ছে। কাদের ভুলে বা উদাসীনতায় এমনটা হচ্ছে, তা নিয়ে শিক্ষামহলে ইতিমধ্যেই জোর গুঞ্জন শুরু হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'এতদিন পরেও সকল ছাত্রছাত্রী বই না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই পঠনপাঠনে সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে যদি বাংলার শিক্ষা পোর্টালে থাকা নামের তুলনায় স্কুলগুলিকে ৫ থেকে ১০ শতাংশ বই বেশি দেয়, তাহলে আর এই সমস্যা থাকে না।'

বন্ধ রেডক্রস চালুর দাবি মেখলিগঞ্জে

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জুন : বছর দেড়েক ধরে বন্ধ পড়ে থাকা রেডক্রস অফিস চালুর দাবি উঠল মেখলিগঞ্জে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডে মদনমোহনবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় অবস্থিত এই অফিসে সংস্থার নিজস্ব অ্যাম্বুল্যান্সটি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত না হওয়ায় বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বন্ধ রয়েছে সমাজসেবার বিভিন্ন কাজ। সমস্যার অন্যতম কারণ, রেডক্রসের এই মেখলিগঞ্জ শাখা চালানোর মতো অধিকর্তা বর্তমানে নেই।

মেখলিগঞ্জ রেডক্রস প্রতিষ্ঠার সঠিক সন-তারিখ পাওয়া না গেলেও জানা যায়, এর সূচনা ঘটে সুকুমার সেনের হাত ধরে। ১৯৭৭ সালে মেখলিগঞ্জ রেডক্রসের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব নেন মলিনামোহন সরকার। প্রথম দিকে একটি ছোট ঘর থেকেই মেখলিগঞ্জ রেডক্রসের বিভিন্ন সামাজিক কাজ পরিচালিত হত। শিলিগুড়ি থেকে ডাক্তার এনে মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মেডিকেল ক্যাম্প করা হত। সে সময় মেখলিগঞ্জে রেডক্রসের তরফে বিনামূল্যে চোখ পরীক্ষা, চোখ অপারেশন ও চশমা বিতরণ করা হত। এছাড়া রেডক্রসের তরফে ব্লিচিং পাউডার, মিল্ক পাউডার, গরিবদের বস্ত্র বিতরণ করা হত। বছরের বিশেষ দিনগুলিতে হাসপাতালে ফলমূল বিতরণ করা হত।

একটা সময় মেখলিগঞ্জ রেডক্রসের দায়িত্বভার আসে রাঘবেন্দ্র চক্রবর্তীর ওপর। পরবর্তীতে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেন বরেন্দ্রনাথ ঘোষ। দীর্ঘকাল সাফল্যের সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেন তিনি। তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রায় বছর সাতেক বন্ধ থাকে মেখলিগঞ্জ রেডক্রসের সমস্ত কর্মসূচি।

পরবর্তী সময়ে ডাঃ হীরকজ্যোতি অধিকারীকে সম্পাদক করে আবারও পথ চলা শুরু করে মেখলিগঞ্জ রেডক্রস। একাধিক কর্মসূচি গৃহীত হয়। কিন্তু আবারও ছন্দপতন। হীরকজ্যোতির অকাল প্রয়াণে ফের বন্ধ হয়ে যায় সমস্ত কর্মসূচি। ফলে পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন মানুষ। তাই দাবি উঠছে মেখলিগঞ্জে রেডক্রসকে পুনরুজ্জীবিত করার।

বন্ধ মেখলিগঞ্জ রেডক্রস কার্যালয়।

শহরের বাসিন্দা সাইদুল মহম্মদ বলেন, 'হলদিবাড়ি রেডক্রসকে বিধায়ক ইউএসজি মেশিন দিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই সেই অর্থও মঞ্জুর হয়েছে বলে শোনা যাচ্ছে। মেখলিগঞ্জে রেডক্রস চালু হলে আমরাও সেইসব সুবিধা পাব। তাই মেখলিগঞ্জের মানুষের স্বার্থে দ্রুত রেডক্রস চালুর দাবি জানাই।' আরেক বাসিন্দা বিপ্লব মহম্মদের কথায়, 'হলদিবাড়ির মতো মেখলিগঞ্জেও রেডক্রসকে সচল করে তুললে মানুষ প্রচুর সুবিধা পাবে। উপযুক্ত কাউকে সম্পাদক পদে বসিয়ে রেডক্রস শুরু করার দাবি জানাই।'

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারীকে এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'মেখলিগঞ্জে রেডক্রস নিয়ে উৎসাহের অভাব রয়েছে। চেষ্টা করব যাতে দ্রুত অফিসটি চালু করা যায়।' মেখলিগঞ্জের মহকুমা শাসক অতনুকুমার মণ্ডল জানান, তিনি বিষয়টি অবশ্যই দেখবেন।

টুকরো খবর

কমিটি অধরা

হলদিবাড়ি, ২৯ জুন : রবিবার হলদিবাড়ি মহরম কমিটির তরফে একটি সভার আয়োজন করা হয়। হুজুরের মাজার শরিফ প্রাঙ্গণে ওই সভা হয়। সভা থেকে নতুন কমিটি গঠনের কথা ছিল। কিন্তু লাঠি খেলার দলের দলপতি ও মহরম কমিটির অধিকাংশ সদস্যের অনুপস্থিতিতে নতুন পূর্ণ কমিটি গঠন সম্ভব হয়নি। তবে সামসের আলি ও রতি রহমানকে যুগ্ম কনভেনার করা হয়েছে।

কাজের সূচনা

দেওয়ানহাট, ২৯ জুন : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দে রবিবার কোচবিহার-১ ব্লকের দেওয়ানহাট ও জিরানপুরে দুটি কাজের সূচনা হয়। দেওয়ানহাট সবজি বাজারে ৭০ লক্ষ টাকায় ৩০০ মিটার পেভার্স ব্লকের রাস্তা ও ১০০ মিটার নিকাশিনালা তৈরি হবে। অপরদিকে, জিরানপুরের কদমতলা থেকে এক কিমি পেভার্স ব্লকের রাস্তা তৈরিতে ১.১৯ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে।

আটক

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : তুফানগঞ্জের মধ্যবালাভূত সীমান্তে দিয়ে গোরু পাচারের চেষ্টায় বিএসএফের হাতে আটক হল এক ব্যক্তি। ধৃত মফিজুল হকের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে তিনটি গোরু এবং ধারালো অস্ত্র। এর আগেও মফিজুলের বিরুদ্ধে একাধিকবার গোরু পাচারের অভিযোগ পেয়েছিল বিএসএফ। তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে মফিজুলকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের সভা

হলদিবাড়ি, ২৯ জুন : রবিবার হলদিবাড়ি ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে শহরের দলীয় কার্যালয়ে একটি সভা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী, তৃণমূল ব্লক সভাপতি গোপাল রায় প্রমুখ। ২১ জুলাই কলকাতার সভা সফল করতে এই সভার আয়োজন।

শোভাযাত্রা

কোচবিহার, ২৯ জুন : পুজোর এখনও মাস তিনেক বাকি। এদিকে রবিবার মহিষবাথানের জাগরণী সংঘের পুজোর ৭৫ বর্ষ উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা শহরতলির বিভিন্ন অংশ পরিক্রমা করল। অপরদিকে, শহরের ভেনাস স্কোয়ার ক্লাবের ৬০তম বর্ষ উপলক্ষ্যে পুজোর থিম সং প্রকাশিত হল।

জঞ্জাল সাফাই

নিশিগঞ্জ, ২৯ জুন : রবিবার স্বেচ্ছাশ্রমে শ্মশানের জঞ্জাল সাফাই করেন কোচবিহার-১ ব্লকের পেটভাতা দুর্গেশচন্দ্র স্মৃতি সংঘ ও পাঠাগারের সদস্যরা।

রাস্তা যেন হাল দেওয়া জমি

তাপস মালাকার

নিশিগঞ্জ, ২৯ জুন : মাথাভাঙ্গা-২ বিডিও অফিস থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে থাকা আমতলা-ভোজনেরছড়া বেহাল রাস্তাটি গ্রামবাসীদের মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হাল দেওয়া জমির থেকেও খারাপ অবস্থা সেই রাস্তার। গ্রামবাসীর দাবি, পঞ্চায়েত অফিস থেকে রাজনৈতিক দলের স্থানীয় দাপুটে নেতা, সকলের নজরে এনেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

প্রায় ৩০০ মিটার রাস্তাটির অর্ধেক পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের, বাকি অংশ নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের। নিশিগঞ্জ-মাথাভাঙ্গা রাজ্য সড়কের মাঝে ছোট একটি বাসস্টপ আমতলা। আমতলা তেপথি থেকে রাজ আমলের একটি পাকা রাস্তা মানসাই নদীর উপর পঞ্চানন সেতুর দিকে গিয়েছে। সেই রাস্তা থেকে দক্ষিণ দিকে অপর একটি মাটির রাস্তা দোলং নদীর সাঁকো পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই মাটির রাস্তাটি দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে বেহাল। স্থানীয়দের অভিযোগ, বর্ষায় এই রাস্তা দিয়ে জমির কাজের জন্য ট্র্যাক্টর, কম্বাইন হার্ভেস্টার চলায় রাস্তাটি আরও খারাপ হয়েছে। একহাঁটু জলকাদা পেরিয়ে স্থানীয়দের যাতায়াত করতে হয়।

আমতলা থেকে ভোজনেরছড়া গ্রামে যাওয়ার বেহাল রাস্তা।

পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের আমতলা এলাকার সদস্য অণিমা মোদক জানান, সমস্যাটি তিনি প্রধানকে জানিয়েছেন। অপর অংশের নিশিগঞ্জ-১ গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রজনীকান্ত বড়ুয়া জানান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতিকে বেহাল রাস্তার ছবি সহ সমস্যার বিষয়টি জানিয়েছেন। জনপ্রতিনিধিরা তো উপরমহলে সমস্যা জানিয়ে দায় সেরেছেন। কিন্তু দুর্ভোগে পড়া স্থানীয় বাসিন্দারা অবশ্য আশ্বাসে বিশ্বাসী নন। বেহাল রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে ভবেশ দাস বলেন, 'সমস্যায় পড়তে হয় আমাদের। গ্রামের ভিতরে এখন

মাথাভাঙ্গা-২

ঘুরপথে যেতে হয়।' অপর বাসিন্দা বিভা দাস বলেন, 'একটু বৃষ্টি হলে রাস্তায় জলকাদা জমে যায়। সব জায়গায় কংক্রিটের রাস্তা হলেও আমাদের এই রাস্তার সংস্কার হয় না।' দ্রুত সমস্যা সমাধানের দাবি তুলেছেন তাঁরা।

মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবলু বর্মন বলেন, 'রাস্তার সমস্যাটি আমাদের নজরে এসেছে। দ্রুত সংস্কারকাজ শুরু করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

ছোট্ট তারা

আকিরুল আলি তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের খাসবস স্পেশাল ক্যাডার প্রাইমারি স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির ছাত্র। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধুলোয় সুনাম অর্জন করেছে এই খুদে।

ফাঁস লাগানো দেহ উদ্ধার

সিতাই, ২৯ জুন : সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের গুঞ্জরীর চওড়া এলাকায় এক তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম চন্দ্রকান্ত বর্মন (৩৩)। পরিবার সূত্রে জানানো হয়েছে, বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে তিনি গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন। পরবর্তীতে পরিবারের লোকজন বাড়িতে এসে তাঁকে ফাঁস লাগানো অবস্থায় দেখতে পান। সিতাই থানার পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবারের লোকের দাবি, মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন ওই ব্যক্তি।

বৃক্ষরোপণ

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জুন : মেখলিগঞ্জ ব্লকের নিজতরফ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার জয়হরি এপি স্কুলে বিজেপি যুব মোর্চা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি করে। কিছুদিন আগে স্থানীয় তৃণমূল পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় বেআইনিভাবে স্কুলের গাছ কাটানো হয়। তারই প্রতিবাদে এদিনের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি।

শবদাহের স্থায়ী কাঠামোর দাবি হাজরাহাটে

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৯ জুন : নদীর পাড়ে দীর্ঘদিন ধরে শবদাহ করা হয়। বিষয়টি একদিকে যেমন দৃষ্টিকটু, পরিবেশ দূষণকারীও বটে। তাই এলাকার মানুষ চেয়েছিলেন নদীর পাড়ে শবদাহের জন্য পাকা শেড বা স্থায়ী কাঠামো তৈরি করা হোক। দাবির বিষয়টি একাধিকবার স্থানীয় প্রশাসনের নজরেও আনা হয়েছিল। কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে সেখানে একবার শেড তৈরির তৎপরতাও দেখানো হয়েছিল। কিন্তু ওই পর্যন্তই। আজও পাকা শেডের দাবি পূরণ না হওয়ায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আমবাড়ির ঘটনা। যদিও মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসান বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন।

আমবাড়ি পিকনিক স্পট সংলগ্ন সুটুঙ্গা নদীর পাড়ে দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নীচে শবদাহ করা হয়। পার্শ্ববর্তী পাঁচ-ছয়টি বুথের লোকজন নদীর পাড়ে শবদাহের পাশাপাশি পারলৌকিক নিয়ম-আচার সম্পন্ন করেন। কিন্তু সেখানে দাহকার্যের স্থায়ী কাঠামো না থাকায় শ্মশানযাত্রীদের সমস্যায় পড়তে হয়। ঝড়-বৃষ্টির দিনগুলিতে ভোগান্তি আরও চরমে ওঠে।

স্থানীয় বাবলু দে-র বক্তব্য, শ্মশানের স্থায়ী কাঠামো না থাকায় দেহ পোড়াতে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। ছাউনি না থাকায় মৃতের আত্মীয়স্বজনদের জলে ভিজতে হয়। ঝড়-বৃষ্টিতে অর্ধদগ্ধ দেহ ফেলে শ্মশানযাত্রীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে। নারায়ণ দাস, সুমন দে-র মতো স্থানীয়দের একাংশের দাবি, সুটুঙ্গা নদীর পাড়ে স্থায়ী কাঠামো কিংবা শেড তৈরি হলে বিরাট সংখ্যক মানুষ উপকৃত হবেন। দাবি পূরণে প্রশাসনের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এই স্থানে শ্মশানের স্থায়ী কাঠামো তৈরির দাবি। আমবাড়িতে।

> শ্মশানের স্থায়ী কাঠামো না থাকায় দেহ পোড়াতে কী যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। ছাউনি না থাকায় মৃতের আত্মীয়স্বজনদের জলে ভিজতে হয়। ঝড়-বৃষ্টিতে অর্ধদগ্ধ দেহ ফেলে শ্মশানযাত্রীদের পালিয়ে যাওয়ার ঘটনাও একাধিকবার ঘটেছে।
>
> - বাবলু দে, *স্থানীয় বাসিন্দা*

কয়েক বছর আগে আমবাড়িতে শবদাহের স্থায়ী কাঠামো তৈরির জন্য জেলা পরিষদের উদ্যোগে একবার এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছিল। পরিকাঠামো তৈরির মাপজোখও হয়েছিল। তবে এরপর আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। গোটা ঘটনায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়। এনিয়ে হাজরাহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হাসিম আলির প্রতিক্রিয়া, 'পর্যাপ্ত ফান্ডের অভাবে গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে পাকা কাঠামো তৈরি সম্ভব নয়। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ নিলে ভালো হয়। বিষয়টি তাদের গোচরে আনা হচ্ছে।'

সাফল্য

জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন নামক প্রচারাভিযানের জন্য বিশ্বের অন্যতম বড় রাজনৈতিক কমিউনিকেশন পুরস্কার পোলারিস অ্যাওয়ার্ডসে রুপো জিতল আইপ্যাক।

পথে বাংলাপক্ষ

ডব্লিউবিসিএসে বাংলা বাধ্যতামূলকের সিদ্ধান্ত বাতিল করে হিন্দি, উর্দু চালুর বিরুদ্ধে পথে নামল বাংলাপক্ষ। কলকাতায় মিছিলে অংশ নিলেন শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

ছুটি দাবি

সোমবার হুল দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্যজুড়ে ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। এই ছুটিকে সার্বিক ছুটি ঘোষণার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

ট্রেনে ঝাঁপ

রবিবার দুপুরে ডানকুনির রেলস্টেশনে ওভারব্রিজ থেকে ট্রেনের ওপর ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। খবর পেয়ে এসে পৌঁছোয় পুলিশ ও জিআরপি। ঘটনার তদন্ত চলছে।

কালো মেঘে ছেয়েছে আকাশ।। রবিবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

মনোজিতের মোবাইলে প্রচুর ছবি, তথ্যের হদিস

নির্যাতিতা কোথায়, প্রশ্ন কমিশনের

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ জুন : কসবা গণধর্ষণ কাণ্ডে রবিবার সকাল থেকে আসরে নামে জাতীয় মহিলা কমিশন। এদিন নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের দেখা পেল না তারা। পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার দাবি করেন, তাঁদের সঙ্গে দেখা করানো হবে না বলেই পুলিশ তাঁদের কাছে দাবি করেছে, নির্যাতিতার খবর তারা জানে না। আবার এদিনই সিটের সদস্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার (দক্ষিণ শহরতলি) প্রদীপকুমার ঘোষালের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সিট গঠন করা হয়েছিল। তদন্ত জোরদার করতে নতুন চারজনকে সিটে যুক্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি এদিন নির্যাতিতা তরুণী ও অভিযুক্ত তিনজনের ডিএনএ-র নমুনাও সংগ্রহ করেছে পুলিশ। তদন্তে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্র ও নির্যাতিতার জামাকাপড়, অন্তর্বাসও সংগ্রহ করা হয়েছে। সেগুলি ফরেন্সিকে পাঠানো হবে। মনোজিতের মোবাইল থেকেও নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছে পুলিশ। ওইদিন কারা ছিলেন কলেজে সেই তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। এদিন নির্যাতিতার বাবা-মার গোপন জবানবন্দি নিতে চেয়ে আদালতে আবেদনও জানিয়েছে পুলিশ।

শনিবার রাতেই নির্যাতিতাকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হয়। নির্যাতিতার সঙ্গে কথাও বলেন রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন লীনা গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন সকালে প্রথমে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা পৌঁছোন কসবা থানায়। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে তদন্তের বিষয়ে কথা বলেন তাঁরা। তারপর তাঁরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করতে চেয়ে ল' কলেজে পৌঁছোন। কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ভিতরে প্রবেশ করতেই পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়। ঘটনাস্থলে ভিডিও করতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ। সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন অর্চনা মজুমদার। শেষ পর্যন্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তাঁরা। তবে নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের দেখা পেল না কমিশন।

ল' কলেজে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা। রবিবার।

> নির্যাতিতাকে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না বলেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নির্যাতিতার কথা যেন মানুষের কাছে না পৌঁছোয়, সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে।
>
> **অর্চনা মজুমদার,** সদস্য জাতীয় মহিলা কমিশন

অর্চনা মজুমদার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে জানান, 'গতকাল রাতে ডিসি (দক্ষিণ শহরতলি) বিদিশা কলিতার সঙ্গে গিয়ে ঘটনার পুনর্নির্মাণ হয়েছে, তারপর তিনি বলছেন রাত ১২টার পর নির্যাতিতাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এখন জানেন না কোথায় আছেন? এখন আবার বিকেলে ডিএনএ টেস্ট করাতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাহলে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না বলেই লুকিয়ে রাখা হয়েছে। নির্যাতিতার কথা যেন মানুষের কাছে না পৌঁছোয়, সেটাই চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রশাসনই সব রাস্তা বন্ধ করে দিচ্ছে। গতকালও নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে কথা হয়েছে। তাঁরা ভয়ে রয়েছেন। বাড়িতে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

তদন্তকারীরা মনে করছেন, সিসিটিভি ফুটেজ ও ফরেন্সিক রিপোর্টের প্রমাণ ঘটনার ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ করতে পারে। এদিন ধৃত প্রমিত মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে হাওড়ার চ্যাটার্জিহাটের বাড়িতে যায় পুলিশ। তাঁর বাবা-মায়ের সঙ্গে কথা বলে। ওই দিনে তাঁর পরনের জামাকাপড় বাজেয়াপ্ত করা হয়। তাঁর বাড়িতে তল্লাশিও চালানো হয়। বেশ কিছু নথিও উদ্ধার করা হয়। সূত্রের খবর, মনোজিতের ফোন থেকে ইতিমধ্যেই নতুন তথ্য হাতে এসেছে তদন্তকারীদের। জানা গিয়েছে, মনোজিতের ফোনে কলেজের সিসিটিভি অ্যাক্সেস করা যেত। যতগুলি সিসিটিভি ছিল তার ফুটেজ নিজের মোবাইল থেকে দেখতে পেতেন অভিযুক্ত। কলেজের সিসি ক্যামেরাগুলির সরাসরি অ্যাক্সেস ছিল অভিযুক্ত মনোজিৎ সহ তিন অস্থায়ী কর্মীর মোবাইলে। পরে বাকিদের ফোন থেকে চিঠি দিয়ে অ্যাক্সেস ডিলিট করতে বলেছিলেন কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল। ওই ফুটেজ নিয়েও ব্ল্যাকমেল করা হত বলে অভিযোগ। এই ঘটনা জানতে চেয়ে সিসিটিভি এজেন্সিকে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। এছাড়া কলেজের গার্ডরুমের ভিতরে বেঞ্চ জোড়া করে অভিযুক্ত বিছানা তৈরি করে তাতে হলুদ চাদর পেতে নির্যাতিতাকে গণধর্ষণ করেন। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তকারীরা গার্ডরুমের ভিতরে বিছানার চাদরে দাগ দেখতে পেয়েছেন। তা জানতে চাদরের টুকরো বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। তা ফরেন্সিকে পাঠানো হয়েছে। সেই রিপোর্ট তদন্তে গতি আনবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

দিনভর যা হল

- রবিবার সকালে জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা ল' কলেজে পৌঁছোন
- কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ভিতরে প্রবেশ করতেই পুলিশের সঙ্গে বাগবিতণ্ডা শুরু হয়
- ঘটনাস্থলে ভিডিও করতে গেলে বাধা দেয় পুলিশ
- শেষপর্যন্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তাঁরা
- তবে নির্যাতিতা বা তাঁর পরিবারের দেখা পেল না কমিশন

কালো মেঘে ছেয়েছে আকাশ।। রবিবার কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

৩ জুলাই রাজ্য সভাপতি ঘোষণার আশা

কলকাতা, ২৯ জুন : বিজেপির রাজ্য সভাপতির আনুষ্ঠানিক নাম ঘোষণা হতে পারে ৩ জুলাই। নব নির্বাচিত রাজ্য সভাপতির অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য বাইপাসের ধারে একটি তিনতারা হোটেলের কথা ভাবা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শনিবার রাতেই দিল্লিতে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে ডেকে পরবর্তী রাজ্য সভাপতির নামে চূড়ান্ত সিলমোহর দিয়ে ফেলেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

সেই অনুযায়ী ১ জুলাই রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য পরিষদের সদস্য নির্বাচনের ভোটার তালিকা প্রকাশ হবে। ২ জুলাই সভাপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন জমা, পরীক্ষা ও প্রত্যাহারের দিন ধার্য হয়েছে। রাজ্য সভাপতি পদে যদি একটি নামের প্যানেল জমা পড়ে, সেক্ষেত্রে ওইদিনই রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা করে দিতে পারেন স্টেট রিটার্নিং অফিসার প্রাক্তন মন্ত্রী ও সাংসদ রবিশংকর প্রসাদ। তবে রাজ্য সভাপতি পদে একাধিক নামের প্যানেল জমা পড়লে ভোটাভুটির মাধ্যমে ৩ জুলাই নির্বাচন সম্পূর্ণ হবে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা মাথায় রেখে দ্বিতীয় কোনও প্যানেল জমা না পড়ে তার জন্য সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বিজেপি। তবে আর একটি সূত্রের দাবি, প্রতিদ্বন্দ্বিতা না হলেও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা হবে ৩ জুলাই। ২৭ জুন মহারাষ্ট্র, উত্তরাখণ্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সভাপতি নির্বাচন সম্পূর্ণ করতে স্টেট রিটার্নিং অফিসারদের তালিকা প্রকাশ করেছিল কেন্দ্রীয় বিজেপি। এরপরই উত্তরাখণ্ডের নির্বাচন সূচি প্রকাশিত হয়েছে। উত্তরাখণ্ডে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে রবিবারই। ১ জুলাই সেখানে রাজ্য সভাপতির নাম ঘোষণা। উত্তরাখণ্ডের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরই রাজ্যের নির্বাচনের দিনক্ষণ নিয়ে এমনই খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে এখনও সরকারিভাবে পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করেনি কেন্দ্র।

নয়া প্রযুক্তি

কলকাতা, ২৯ জুন : যাত্রী সাথী অ্যাপে নতুন প্রযুক্তি হিসেবে 'হোয়ার ইজ মাই বাস' চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। জুন মাস থেকে পরীক্ষামূলকভাবে ১০টি রুটে এই প্রযুক্তি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও তা মাত্র ২টো রুটে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে। সেই জট কাটাতেই ৩ জুলাই দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে জরুরি বৈঠকের ডাক দিয়েছে পরিবহণ দপ্তর। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিমকেও।

কুণালের উদ্দেশে মীনাক্ষীর ভাষায় বিতর্ক

কলকাতা, ২৯ জুন : তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে কুরুচিকর ভাষায় আক্রমণ করার অভিযোগ উঠল সিপিএম নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর জন্মপরিচয় নিয়ে কথা বলার অভিযোগ উঠেছে। আর এর ফলে অস্বস্তিতে পড়তে হয়েছে সিপিএম-কে। ঘটনাটি নিয়ে ইতিমধ্যেই জলঘোলা হতে শুরু হয়েছে। সমাজমাধ্যমে মীনাক্ষীর ওই বক্তব্যের ভিডিও পোস্ট করে আক্রমণ করেছেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। তবে বিষয়টি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন কুণাল ঘোষ।

কালীগঞ্জে বোমার আঘাতে নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনার প্রতিবাদে সভা করে সিপিএম। সেখানেই কুণাল ঘোষের বিরুদ্ধে অশ্রাব্য ভাষা ব্যবহার করার অভিযোগ উঠেছে। পালটা কুণাল ঘোষ অবশ্য বলেন, 'মীনাক্ষী আমার থেকে অনেক ছোট। ওর কথার জবাব দেওয়ার প্রবৃত্তি আমার নেই। ও যা বলেছে তাতে মনে হচ্ছে খুবই আমাদের কথা। ও এতই উত্তেজিত যে ভাষা সংবরণ করতে পারেনি। ওর কথার জবাব দেওয়ার ইচ্ছে বা রুচি আমার নেই। কেনইবা শেওড়া গাছের শাকচুন্নির জবাব আমি দেব।' ঘটনার ভিডিও পোস্ট করে দেবাংশু ভট্টাচার্য পালটা আক্রমণ করে বলেছেন, 'একই ভাষা ব্যবহার করে পালটা প্রত্যুত্তর দেওয়া শুরু করব আমরা?' কালীগঞ্জের সভায় দাঁড়িয়ে মীনাক্ষী বলেছিলেন, 'একটা রাজনৈতিক দল মুখপাত্র করে ওই ...বাচ্চাকে বসিয়ে রেখেছে। তাঁর ভাষণ শুনব আমরা?' এই ভাষা প্রয়োগের পরেই সিপিএমের নীতি আদর্শের বিষয় নিয়ে কটূক্তি শুরু করেছে শাসকদল।

নবান্ন অভিযান চান শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ জুন : ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের প্রস্তাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার বিকালে কসবার ঘটনার প্রতিবাদে দক্ষিণ কলকাতার গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মশাল মিছিল করেন শুভেন্দু। পরে জনসভা থেকে রাজ্যের নারী ও মহিলাদের সুরক্ষায় ঘুরপথে নবান্ন অভিযানের প্রস্তাব দেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'আমি অভয়ার বাড়িতে যাব। তাঁর বাবা-মায়ের কাছে আমি প্রস্তাব দেব ৯ অগাস্ট নবান্ন অভিযানের ডাক দিন।' যদিও ইতিমধ্যেই মহার্ঘ ভাতার দাবিতে আন্দোলনকারীদের ডাকা ২৮ জুলাই নবান্ন অভিযানের কর্মসূচিকে সমর্থন করে পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন শুভেন্দু।

'২৬-এ বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে জোরদার করতে সাম্প্রতিক কসবা কাণ্ডকে হাতিয়ার করে এগোতে চাইছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যেই এদিন সভা থেকে শুভেন্দু সরকারবিরোধী এই আন্দোলনে দলমত নির্বিশেষে বৃহত্তর নাগরিক সমাজকে পথে নামার আহ্বান জানান। শুভেন্দু বলেন, 'এই চরম নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে জোট বাঁধুন, তৈরি হোন। পতাকা নিয়ে লড়ুন, পতাকা ছাড়া লড়ুন। নাগরিকরা বেরিয়ে আসুন।' ৯ অগাস্টের নবান্ন অভিযানকে '২৬-এ সরকার বিসর্জনের আগে মহড়া হিসেবেই দেখতে চান শুভেন্দু।

অন্য কলেজেও ফুর্তির অভিযোগ

প্রকাশ্যে মনোজিতের কুকীর্তি, মুখ খুললেন অধ্যক্ষা

রিমি শীল

কলকাতা, ২৯ জুন : কসবা কাণ্ডে গণধর্ষণে গ্রেপ্তার হওয়ার পরে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রের নানা কুকীর্তি প্রকাশ্যে এসেছে। শুধু কসবার ল' কলেজ নয়, অন্যত্রও তাঁর দাপট ছিল বলে অভিযোগ সামনে আসছে। এই পরিস্থিতিতে মুখ খুলেছেন কলকাতা গার্লস বিটি কলেজের এক অধ্যক্ষা। অভিযুক্ত ওই কলেজেও ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, কসবা কাণ্ডের আগের দিন সন্ধের পর দলবল ও সঙ্গে একটি মেয়ে নিয়ে এসে কলেজের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন অভিযুক্ত। জানা গিয়েছে, ল' কলেজগুলি থেকে ভর্তির সময় তোলাবাজির কাজ করতেন মনোজিৎ। তাঁর মাথায় এক অদৃশ্য প্রভাবশালীর হাত ছিল। সেই সুবাদেই অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নামমাত্র কাজ করতেন মনোজিৎ। তার আড়ালে চলত তোলাবাজি।

বালিগঞ্জে অবস্থিত কলকাতা গার্লস বিটি কলেজের এক অধ্যক্ষা দাবি করেছেন, ২৪ জুন অর্থাৎ কসবার ঘটনার আগের দিন গার্লস কলেজটিতে দলবল নিয়ে ঢোকার চেষ্টা করেছিলেন মনোজিৎ। তিন মাস আগেও একই ঘটনা ঘটিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ে ছিল। সন্ধের পর জোর করে কলেজে ঢুকতে চেয়েছিলেন মনোজিৎ ওরফে ম্যাঙ্গো। ২৪ জুন কলেজে ঢুকতে চাইলে নিরাপত্তারক্ষী রুখে দাঁড়ানোয় তাঁকে হুমকিও দেওয়া হয়। তাঁর চাকরি খেয়ে নেওয়ার ভয় দেখানো হয়। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষী নিজের অবস্থানে অনড় থাকায় বিশেষ তোড়জোড় করতে পারেনি ম্যাঙ্গো। অধ্যক্ষার অভিযোগ, ওই দিন বারবার পুরোনো বাথরুমটা ব্যবহার করার কথা বলছিলেন তিনি। কিন্তু কলেজ ছাত্রী বাদ দিয়ে বাইরের কেউ ঢুকতে পারবেন না। অভিযুক্ত ও তাঁর শাগরেদদের দাপটের কারণে মেয়েদের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছিল বলে জানান তিনি। ২০২০ সালের আগে বিটি কলেজের ক্যাম্পাসের ভিতরে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ক্যাম্পাস ছিল। ওই ক্যাম্পাসের ভিতরে ভাড়া দিয়ে ল' কলেজের ক্যাম্পাস চলত। এরপর কসবার কেএন সেন রোডে সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ স্থানান্তর হয়। যখন দুটি ক্যাম্পাস এক ছিল তখন মনোজিৎ ও তাঁর অনুগামীদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলেন তাঁরা। এছাড়াও সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রেও দুর্নীতি চালাত মনোজিৎ। কলেজ ছাত্রদের একাংশের অভিযোগ, ল' কলেজে ভর্তির রেট ছিল ২ লক্ষ টাকা করে। কলেজে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়ার পর কাউন্সেলিংয়ের সময় কলকাঠি নাড়ানো হত। তাঁর মাথায় বার কাউন্সিলের উচ্চ কোনও পদাধিকারীর হাত ছিল। তাঁর সুপারিশেই ভর্তি হতে হত। পকেটে টাকা পুরতেন মনোজিৎ বাহিনী। নিজেকে জেঠুর লোক বলে পরিচয় দিতেন অভিযুক্ত। কলেজে সিসিটিভি ফুটেজও নিজের মোবাইলে অ্যাক্সেস করতে পারতেন। তাঁর মোবাইলে বিভিন্ন আপত্তিকর ছবিও ছিল বলে জানা গিয়েছে।

রাজ্য পুলিশেই ভরসা পরিবারের

কলকাতা, ২৯ জুন : আরজি কর কাণ্ডে সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অভয়ার পরিবার। এমনকি পুনরায় তদন্তের আর্জি জানিয়ে বিচার ব্যবস্থার দোরগোড়াতেই ফিরতে হয়েছে তাঁদের। তাঁদের মেয়েও সরকারি প্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ ও খুনের শিকার হয়েছিলেন। এবার কসবা কাণ্ডে নির্যাতিতার পরিবারও সিবিআই তদন্ত চাইছে না বলে দাবি করল। কলকাতা পুলিশের তদন্তেই ভরসা রাখছে তারা। রবিবার নির্যাতিতার পরিবার দাবি করে, তারা সিবিআই তদন্ত চাইছে না। পুলিশের তদন্তের ওপর আস্থা রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের ওপর ভরসা রয়েছে বলেও জানায় নির্যাতিতার পরিবার। তারা চায় রাজ্য পুলিশই এই ঘটনার তদন্ত করুক। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, সিবিআই তদন্ত নিয়ে কি তাহলে আস্থা রাখা যাচ্ছে না। পুলিশি তদন্তই তাই ভরসা হয়ে উঠছে?

কসবা কাণ্ডের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই অভিযুক্ত তিনজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরের দিনই নিরাপত্তারক্ষীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। তড়িঘড়ি সিট গঠন করা হয়। ঘটনার তদন্ত নিয়ে আটঘাট বেঁধে নেমেছে পুলিশ প্রশাসন। ফলে পুলিশি তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন রাখার কোনও অবকাশই দেওয়া হয়নি। তাই নির্যাতিতার পরিবার কী চাইছে তাই নিয়ে প্রশ্ন ছিল। সিবিআই নাকি পুলিশি তদন্তে তাদের ভরসা সেটাই ছিল প্রশ্নের বিষয়। এদিন নির্যাতিতার পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, পুলিশের তদন্তের প্রতি তাদের পূর্ণ আস্থা রয়েছে। দোষীদের তারা সর্বোচ্চ শাস্তি চাইছে। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। সেই প্রসঙ্গে নির্যাতিতার এক আত্মীয় জানান, মহিলা কমিশন দেখা করতে এলে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তবে সংবাদমাধ্যমকে যেন নিয়ে না আসে। ঘটনার পর তাঁরা কোনও ধরনের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন কি না সেই প্রসঙ্গে তাঁর পরিবারের তরফে জানানো হয়, কেউ কোনও হুমকি দেয়নি। প্রশাসনের ওপর আস্থা রয়েছে। এমনকি মেডিকেল পরীক্ষাও ঠিকঠাক হয়েছে বলে জানান তাঁরা। তবে বিধায়ক মদন মিত্রের মন্তব্য প্রসঙ্গে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি তাঁরা। দোষীদের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি করা হয়েছে।

শনিবার সিবিআই তদন্তের বদলে পুলিশের তদন্তের বিষয়ে সহমত পোষণ করেছিলেন বিজেপি নেত্রী অগ্নিমিত্রা পল। সেই কারণে রাজ্য বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সেই বক্তব্য থেকে দূরত্ব তৈরি করেছে। একইরকমভাবে নির্যাতিতার পরিবারও পুলিশে ভরসা রেখেছে।

সম্পাদক পদে সৃজন

কলকাতা, ২৯ জুন : সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে স্থান পেলেন বাঙালি মুখ সৃজন ভট্টাচার্য। কেরলে এসএফআইয়ের তিনদিনের সর্বভারতীয় সম্মেলন শেষ হয়েছে রবিবার। এদিনই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন সৃজন। সর্বভারতীয় সভাপতি পদে স্থান পেয়েছেন কেরলের আদর্শ এম সাজি। এর আগেও এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদে দু'বারই বাঙালি মুখ হিসেবে ছিলেন ময়ূখ বিশ্বাস। তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্সি প্রাক্তনী। এবার ছাত্র সংগঠন থেকে সরতে হল তাঁকে। তাঁর বদলে নতুন দায়িত্ব পেলেন সৃজন।

গণ আন্দোলনের পক্ষে ধর্মেন্দ্র

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ জুন : আরজি কর থেকে কসবার আইন কলেজের ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনায় রাজ্যজুড়ে বুধবার গণ আন্দোলনের পক্ষে সওয়াল করলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। রবিবার পানিহাটিতে দলীয় এক কর্মসূচিতে এই মন্তব্য করেন প্রধান। রাজ্যের সরকারকে নির্মম, নির্দয়, অত্যাচারী সরকার বলে তীব্র সমালোচনা করে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'এই সরকার যাবেই। এই সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত না করা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে।'

সম্প্রতি পহলগাম কাণ্ডে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে রাজ্য সরকারকে 'নির্মম' সরকার বলে সমালোচনা করেছিলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তারপর নেতাজি ইন্ডোরে দলীয় কর্মসূচিতে এসে মোদির সুরে সুর মিলিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারকে নির্মম সরকার বলে তোপ দেগেছিলেন অমিত শা। এবার কসবা কাণ্ডে রাজ্যে এসে একইভাবে রাজ্য সরকারের সমালোচনায় সরব হলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। এদিন সকালে পানিহাটিতে রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে মোদির 'মন কি বাত' শোনেন ধর্মেন্দ্র। পরে কসবার ঘটনা উল্লেখ করে বলেন, 'শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভেঙে পড়েছে। রাজ্যে গুন্ডারাজ চলছে। মহিলারা সুরক্ষিত নয়। প্রশাসন কুম্ভকর্ণের মতো ঘুমোচ্ছে। সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে এই ঘুম ভাঙাতে হবে এবং এই সরকারকে বিদায় করতে হবে।' সিবিআই তদন্তের দাবির বিষয়ে ধর্মেন্দ্র বলেন, 'সিবিআই নয়, জনতাই এই সরকারের তদন্ত করবে। তবেই বাংলায় শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে।'

রাজপথে নাগরিক সমাজ

কলকাতা, ২৯ জুন : শিক্ষাঙ্গনে ছাত্রীকে গণধর্ষণের প্রতিবাদে ফের মুখরিত হল রাজপথ। দিকে দিকে প্রতিবাদ দেখান বিরোধীরা। পথে নামলেন আরজি কর আন্দোলনের রাতদখলকারীরাও। রবিবার গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাট পর্যন্ত মশাল মিছিল করে বিজেপি। ২ জুলাই কসবা অভিযানের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু। খিদিরপুরে বিক্ষোভ দেখায় কংগ্রেস। কসবা থানার সামনে নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে চলে বিক্ষোভ।

এদিন কসবা ল' কলেজের সামনে বিক্ষোভ দেখায় নারী ঐক্যমঞ্চ। সল্টলেকে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপির যুব মোর্চা। গোলপার্ক থেকে গড়িয়াহাটে বিজেপির মশাল মিছিল 'কন্যা সুরক্ষা যাত্রা'য় অংশ নেন শুভেন্দু অধিকারী। গড়িয়াহাট মোড় থেকে হাজরা মোড় পর্যন্ত মশাল মিছিলে নামে নাগরিক সমাজ। তাতে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস, অভয়ামঞ্চ সহ একাধিক সংগঠন বিচারের দাবিতে পা মেলায়।

নেতাদের মুখ বন্ধ করতে নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৯ জুন : হঠাৎ করে ওঠা বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে দলের অন্দরের অস্থিরতায় কিছুটা বিচলিত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সামনেই ২১ জুলাই দলের গুরুত্বপূর্ণ শহিদ সমাবেশ। সমাবেশ সফল করতে দলের সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের কোমর বেঁধে নামার নির্দেশ দেওয়ার পরও দলের অন্দরে দু-একটি ইস্যুতে অস্থিরতা বাড়তেই বিচলিত বোধ করছেন তিনি। অবিলম্বে এসব যাতে বন্ধ হয়, তার জন্য দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর সঙ্গে রবিবার দীর্ঘক্ষণ তাঁর কথাও হয়েছে। কেন বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও দলের সাংসদ, বিধায়ক ও নেতারা বিতর্কিত মন্তব্য করে পারস্পরিক দ্বন্দ্বে জড়াচ্ছেন, এতেই ক্ষুব্ধ তিনি। আবার এই ব্যাপারে বিতর্কিত ইস্যুতে তাঁরা যাতে মুখ না খোলেন, সেজন্য সুব্রত বক্সীকে রাজ্য ও জেলা স্তরে কড়া সতর্কবার্তা পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

এমনিতেই এদিন তৃণমূল সূত্রের খবর, ৭ জুলাই মহরমের পর মুখ্যমন্ত্রীর দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে বসার কথা। কিন্তু তার আগেই দলের অন্দরে হঠাৎ করে ওঠা অস্থিরতা নেত্রীকে ভাবাচ্ছে। এমনিতেই ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে দলের সর্বস্তরের সাংগঠনিক রদবদল প্রায় সেরে ফেলেছেন তিনি। বাকিটুকুও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই সেরে ফেলবেন তিনি।

দলের সাংগঠনিক রদবদলের পর মন্ত্রীসভারও ছোটখাটো রদবদল করার কথাও ভেবেছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিভিন্ন ইস্যু ওঠায় তাঁর এই পদক্ষেপ বাধা পাচ্ছে। যদিও আগামী সপ্তাহে সেই রদবদল হওয়ার একটা প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। রদবদল হলে এটাই হবে মুখ্যমন্ত্রীর বিধানসভা ভোটের আগে মন্ত্রীসভার শেষ রদবদল। বিধানসভা ভোটের আগে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর মন্ত্রীসভায় নতুন দু-তিনজন নতুন মুখকে সুযোগ করে দিতে পারেন।

বক্সীর সঙ্গে বৈঠক উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

এমনিতেই প্রয়াত মন্ত্রী সাধন পান্ডে ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরে ওই মুহূর্তে কোনও মন্ত্রী নেই। অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দপ্তর অন্য মন্ত্রীর হাতে রয়েছে। শুধু এই বিষয়টি নয়, বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্ব বেশ কয়েকজন মন্ত্রীর হাতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে দেওয়া রয়েছে। ভোটের আগে এই ধরনের কয়েকটি দপ্তরে নতুন মন্ত্রী নিতে পারেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ শিল্প বাণিজ্য দপ্তর এই মুহূর্তে নারী ও শিশুকল্যাণমন্ত্রী শশী পাঁজার হাতে অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহলের খবর, শশী পাঁজার হাতে থাকা শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর তাঁর হাত থেকে নিয়ে অন্য কাউকে দায়িত্ব দিতে পারেন তিনি। কারণ, আগামী বিধানসভা ভোটে সরকারের শিল্পায়ন ইস্যু অন্যতম প্রধান ইস্যু বলেই গুরুত্বপূর্ণ এই দপ্তর স্বাধীনভাবে অন্য কারও হাতে তুলে দিতে চান তিনি। নবান্নের খবর, কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীর দপ্তর অদলবদলেরও সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সবটাই পুরোপুরি নির্ভর করছে মুখ্যমন্ত্রীর ওপর। এই নিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে শলাপরামর্শ শুরু করেছেন তিনি অনেকদিনই।

মাছ ধরার প্রস্তুতি। রবিবার নদিয়ার হুগলি নদীতে। - পিটিআই

■ ৪৬ বর্ষ ■ ৪৩ সংখ্যা, সোমবার, ১৫ আষাঢ় ১৪৩২

কঠিন চ্যালেঞ্জ

২০২৪-এর ৯ অগাস্ট আর ২০২৫-এর ২৫ জুন। ব্যবধান সাড়ে দশ মাসের। প্রথমটিতে ঘটনাস্থল ছিল আরজি কর মেডিকেল কলেজ। পরের ঘটনাস্থল দক্ষিণ কলকাতার একটি আইন কলেজ। গত বছর মেডিকেল কলেজের চারতলার একটি হলঘরে গভীর রাতে চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছিল। এবার আইনের ছাত্রীকে কলেজেরই নিরাপত্তারক্ষীর রুমে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হয়েছে।

ধর্ষণের ভিডিও করেন অভিযুক্তরা। অভিযুক্ত তিনজনই তৃণমূল কর্মী। মূল পান্ডা মনোজিৎ ওই কলেজের প্রাক্তনী, কিন্তু এখন কলেজের অস্থায়ী শিক্ষাকর্মী। বাকি দুজন ছাত্র। এই তিনজন ছাড়া কলেজের এক নিরাপত্তারক্ষীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গণধর্ষণের ঘটনা গত ২৫ জুনের। জানাজানি হল ২৭ তারিখ রথযাত্রার দিন। অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধনের দিন টিভির চ্যানেলে চ্যানেলে কত প্রচার। ২৭ জুন রথযাত্রার দিনে টিভিতে দিনভর একটাই খবর, দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজে গণধর্ষণ।

অধিকাংশ টিভি চ্যানেলে দিঘার রথযাত্রা সেদিন ভালোভাবে সম্প্রচারই হয়নি। উলটে তৃণমূল কংগ্রেসের শশী পাঁজা, ফিরহাদ হাকিম, কুণাল ঘোষরা সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকলেন রাজ্য সরকার এই ঘটনায় কত দ্রুত পদক্ষেপ করেছে, ঢোল পিটিয়ে তা প্রচার করতে। ততক্ষণে সকলেই জেনে গিয়েছেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফিরহাদ হাকিম, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, মালা রায়দের সঙ্গে ছবিতে দেখা গিয়েছে মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ ওরফে ম্যাঙ্গোকে।

ঘটনার কথা শোনামাত্র দিঘা থেকে কলকাতা পুলিশের কমিশনার মনোজ ভার্মাকে ফোন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এক বছর হতে চলল, অথচ এখনও আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার রেশ কাটেনি। সেই মামলায় সাজা ঘোষণা হলেও তাতে নির্যাতিতার বাবা-মা খুশি নন। তাঁরা মনে করেন, তাঁদের মেয়েকে ধর্ষণ ও খুন একজনের কাজ নয়। আরও অনেকে জড়িত। কিন্তু মাত্র একজনের সাজা হল।

সেইজন্য তাঁরা হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণে সিবিআই তদন্ত চেয়ে মামলা করেছেন। সেই মামলা বিচারাধীন থাকাকালীনই দক্ষিণ কলকাতার আইন কলেজের ছাত্রীকে গণধর্ষণের ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটে গেল। রাজ্যে একের পর এক নারী নির্যাতনের ঘটনায় বেশ বিপাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। বিশেষ করে খাস কলকাতায় সাড়ে দশ মাসের ব্যবধানে দুটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্ষণ এবং তাতে তৃণমূল-যোগের অভিযোগ ওঠায় বিরোধীরা সরকারকে কোণঠাসা করতে মরিয়া।

অথচ দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নিয়ে উন্মাদনা, সৈকত শহরে পর্যটনের সম্ভাবনা, রথযাত্রায় লক্ষাধিক মানুষের ভিড়- সবই ছিল মুখ্যমন্ত্রীর কাছে খুশির বিষয়। কালীগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর বড় জয়ও ছিল খুশির খবর। যদিও বিজয় মিছিলের সময় বোমার আঘাতে নাবালিকার মৃত্যু শাসকদলকে চাপে ফেলেছে। তাহলেও এক বছরে ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনের সবক'টিতেই ঘাসফুলের জয়ে মুখ্যমন্ত্রী কিছুটা স্বস্তিতে ছিলেন।

কিন্তু এর মধ্যে কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবন থেকে সামান্য দূরত্বে আইন কলেজে এমন হাড়হিম করা ঘটনা তৃণমূলের ভাবমূর্তিকে কালিমালিপ্ত করেছে। বিরোধীরা আন্দোলনে নেমেছে। ফের রাতদখল কর্মসূচির ভাবনাচিন্তা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী ভালোই বুঝতে পারছেন, দলীয় কর্মী ও নেতাদের একাংশের ওপর দলের অনুশাসন, নিয়ন্ত্রণ নেই। শৃঙ্খলাও নেই। ক'দিন আগে বোলপুর থানার আইসিকে ফোনে অনুব্রত মণ্ডলের অশ্লীল গালিগালাজ তার বড় প্রমাণ।

আর দশ মাসের মধ্যে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, স্বাস্থ্যসাথীর মতো সামাজিক প্রকল্পের ওপর ভর করে একুশের বিধানসভা, চব্বিশের লোকসভা, ১১ বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন তৃণমূল উতরে গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু রাজ্যজুড়ে নারী নির্যাতনে তৃণমূল কর্মীদের যোগ মহিলা ভোটব্যাংকে ধস নামাতে পারে বলে আশঙ্কা আছে। তৃণমূল সম্পর্কে উৎসাহ হারাচ্ছেন শহরের অনেক বাসিন্দা। সময় থাকতে তাই আপাতত দলের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে প্রধান চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

আমরা যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ি, তখন স্থান-কাল-পাত্র, নাম-রূপ- কিছুই থাকে না, কিন্তু আমরা থাকি। ঘুমের মধ্যেও কিন্তু আমরা থাকি। সেই অবস্থায় আমরা একাকার হই। একাকার রূপটাই কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ। অহংকার যখন সরে যাবে, তুমি একই দেখবে-শুধু ভগবানকে দেখবে, আর কিছুই দেখবে না। শুধু তিনি, তাঁরই প্রকাশ। সমুদ্র, ঢেউ, ফেনা, বুদ্বুদ-সবকিছুই জল। একটা জলকেই নানারূপে দেখাচ্ছে। কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গায় জল ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তেমনি আমাদের স্বপ্নটাও জ্ঞান। সুষুপ্তি-ওটাও জ্ঞান। জাগ্রত-ওটাও জ্ঞান। তার মানে ভগবান। সবই ঈশ্বর। এই তিনটি অবস্থাতেই তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাঁরই স্বরূপ, তাঁরই আকার। নিরাকারই যেন আকারিত। তিনিই এইরূপে প্রকাশিত। **-ভগবান**

হাতে থাকা পরমাণু অস্ত্রই রুখবে যুদ্ধ

আমরা পরমাণু অস্ত্রের বিরোধী হলেও বাস্তব হল, এটি কোনও দেশের হাতে থাকলে তাকে আক্রমণ করা সহজ নয়।

ডঃ দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য

আমেরিকার হানার পর ইরানের একটি পরমাণুকেন্দ্র। স্যাটেলাইট থেকে তোলা ছবি।

আমেরিকা ও ইজরায়েল বারবারই বলছে, ইরানের হাতে পারমাণবিক অস্ত্র থাকা মধ্যপ্রাচ্যের জন্য বিপজ্জনক।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এ কথা বলছে কারা? দুই বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকা অংশ নিয়েছে, হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা ফেলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে, নিজেরা আজকেও কয়েকশো পারমাণবিক অস্ত্র মজুত করে বসে রয়েছে। সেই আমেরিকাই আজ মানবতার কথা বলছে, অন্য দেশের পারমাণবিক শক্তি অর্জন করার প্রয়াসকে মানবতার জন্য বিপজ্জনক বলছে। গত ১০০ বছরে বিশ্বের যত যুদ্ধ, অন্য দেশের সরকারের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ এসেছে আর বলপূর্বক কোনও দেশে ক্ষমতা পরিবর্তনের ঘটনা ঘটেছে- প্রায় সব ক্ষেত্রেই নেপথ্যে কোনও না কোনওভাবে যুক্ত থেকেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আরেকটি দেশ ইজরায়েল, গত কয়েক দশকে প্যালেস্তাইন (গাজা ও পশ্চিম তীর), লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, মিশর, জর্ডন ও ইরানের ভূখণ্ডে মিসাইল ও বোমা হামলা চালিয়েছে। এবং এসব হামলায় লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন।

বিশেষ করে গাজার দিকে তাকালেই ভয়াবহ ছবিটা পরিষ্কার হয়। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ৫০ থেকে ৭০ হাজার প্যালেস্তাইনের বাসিন্দা মারা গিয়েছেন, যাঁদের মধ্যে ৫৯% নারী, শিশু ও প্রবীণ। দ্য ল্যানসেটের এক বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, মৃতদের মধ্যে ৮০ শতাংশ অসামরিক। অর্থাৎ শুধু নারী ও শিশুর সংখ্যা প্রচুর। ত্রাণের লাইনে দাঁড়ানো মানুষদের ওপর গুলি চালানো হয়েছে- যেমন আল-রাসিদ স্ট্রিটে ১১৮ জন নিহত, ৭৬০ জন আহত। হাসপাতাল, স্কুল কিছুই ইজরায়েলের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি।

একই ইজরায়েল আবার ইরানে নির্দিষ্ট বিজ্ঞানী বা সেনা অফিসারদের ঘুমন্ত অবস্থায় বাড়ির নির্দিষ্ট বেডরুমের মধ্যে বোমা ছুড়ে হত্যা করেছে। অর্থাৎ তারা জানে কোথায় কাকে মারতে হবে এবং খুব নিখুঁতভাবে নির্দিষ্ট জায়গায় আঘাত করার প্রযুক্তিও ওদের হাতে মজুত রয়েছে। তা-ও কিন্তু গাজায় সাধারণ মানুষের উপরে নির্বিচারে বোমা ফেলে হত্যাযজ্ঞ চালাতে পিছপা হয়নি। এর পেছনে যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ও জাতিগত নিধনের মানসিকতা কাজ করে, তা বুঝতে রকেট সায়েন্স লাগে না।

'সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান' না ভূরাজনৈতিক আগ্রাসন?

যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা জোট অতীতে বহুবার মিথ্যা তথ্যের ভিত্তিতে যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। ২০০৩ (ইরাক) : যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য দাবি করে, ইরাক গোপনে পরমাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করছে। যুদ্ধ শুরু হয়, সাদ্দাম হোসেনকে হত্যা করা হয়, প্রায় দুই লক্ষ মানুষ মারা পড়ে। পরে সিআইএ ও রাষ্ট্রসংঘের অনুসন্ধানে দেখা যায়, ইরাকে কোনও পরমাণু ও রাসায়নিক অস্ত্র ছিল না। ২০১১ (লিবিয়া) : দাবি করা হয়, গাদ্দাফি পরমাণু কর্মসূচি চালাচ্ছেন। অথচ ২০০৩ সালেই গাদ্দাফি সবকিছু আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণের আওতায় এনেছিলেন। তবুও ন্যাটো জোট বিমান হামলা চালিয়ে গাদ্দাফিকে হত্যা করে। ২০১৩ (সিরিয়া) : বাশার আল-আসাদ গোপনে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করছেন এমন অভিযোগে সিরিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু হয়। কোনও পরমাণু অস্ত্রের প্রমাণ মেলেনি। এমনকি পাকিস্তান, আফগানিস্তানের সন্ত্রাসবাদী সমস্যাও সম্পূর্ণভাবে আমেরিকার তৈরি। আজকে এই তথ্যও কারও অজানা নয়।

ইরানের বর্তমান পরিস্থিতির পেছনে ইতিহাস

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বর্তমানে ইরানের শাসক ধর্মীয় মৌলবাদে দুষ্ট। ওদেশেও মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রচুর ঘটেছে। কিন্তু ইরানে ধর্মীয় মৌলবাদ ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বাস্তবতা থাকলেও, তার শিকড় অনেকটাই পশ্চিমী দেশগুলোর লোভ আর রাজনীতিরই ফলাফল। ১৯৫১ : মোহাম্মদ মোসাদ্দেক গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হন। সেই সময় উনি খুবই গণতান্ত্রিক ও জনপ্রিয় নেতাই ছিলেন। সেই সময় ইরানের তেলের খনিগুলোর মালিকানা সম্পূর্ণ রূপেই কিছু বড় বেসরকারি সংস্থার হাতে ছিল। ইরানের মানুষের স্বার্থে উনি ইরানের তেলের জাতীয়করণ করেন। এতে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থে আঘাত লাগে। ১৯৫৩ : সিআইএ ও এমআই৬ একযোগে 'অপারেশন অ্যাজাক্স' পরিচালনা করে মোসাদ্দেককে উৎখাত করে, পাশ্চাত্যপন্থী শাহ মোহাম্মদ রেজা পাহলভিকে বসানো হয়। এরপর শাহর দমনপীড়ন বাড়তে থাকে। নির্বিচারে সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হয়, আর দেশীয় সম্পদ তেলের নিয়ন্ত্রণ আমেরিকার হাতে থাকে। ফলে সেই পরিস্থিতিতে ১৯৭৯ সালে ইরানে হাইইসলামি বিপ্লব ঘটে- আয়াতুল্লা খামেনেইয়ের নেতৃত্বে একটি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র কায়েম হয়, যেখানে ধর্মীয় নেতারা শেষ সিদ্ধান্ত নেন। অর্থাৎ, যে ধর্মীয় কট্টর শাসনের জন্ম পশ্চিমা শক্তির সাম্রাজ্যবাদী লালসার কারণে হয়েছে, আজ তারাই আবার সেই শাসন ব্যবস্থাকে দমন করে ইরানের উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব কায়েম করতে চাইছে।

পরমাণু অস্ত্র ও আন্তর্জাতিক দ্বৈতনীতি

আমরা সবাই পরমাণু অস্ত্রের বিরোধী হলেও কিন্তু বাস্তব হল, কোনও দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকলে তাকে আক্রমণ করা এত সহজ নয়। ভারত-পাকিস্তান কিংবা ভারত-চিন : এখানে হিংসা বা দ্বন্দ্ব থাকলেও বিগত ৪০ বছরে একবারও পূর্ণ যুদ্ধ হয়নি, কারণ দুই পক্ষের হাতেই পারমাণবিক শক্তি আছে। ইউক্রেন : সোভিয়েত আমলে পারমাণবিক অস্ত্র ছিল, ১৯৯০-এর দশকে পশ্চিমাদের কথায় সেগুলো পরিত্যাগ করে। কিন্তু আজ তারা একতরফাভাবে রাশিয়ার আগ্রাসনের শিকার। ভারতের পারমাণবিক শক্তি অর্জনে ইন্দিরা গান্ধি ও পরবর্তীকালে বাজপেয়ীর সাহসী সিদ্ধান্ত দেশকে দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিয়েছে। ভুলে গেলে চলবে না যে, সেই সময়েও ভারতকে পশ্চিমী দেশগুলোর রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে পড়তে হয়েছিল, অনেক রক্তচক্ষু উপেক্ষা করতে হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে ইরানকে ইরাক বা লিবিয়ার মতো ধ্বংস করা আর সহজ নয়। কারণ, ইরানের নিজস্ব অস্ত্রভাণ্ডারও যে অনেক শক্তি রাখে সেটা প্রমাণিত। চিন ও রাশিয়া এখন সরাসরি ইরানের পাশে দাঁড়িয়েছে। ইউরোপীয় দেশগুলো আর আগের মতো চোখ বুজে আমেরিকার পাশে থাকবে না। ডোনাল্ড ট্রাম্প সাম্প্রতিকভাবে যুদ্ধবিরতি ঘোষণার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন, আমেরিকাও এই যুদ্ধ চালিয়ে যেতে আগ্রহী নয়। অর্থনৈতিকভাবেও আমেরিকা বা ইউরোপ এখন আরেকটি বড় যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পরিস্থিতিতে নেই। সম্ভবত ইজরায়েল এখনও চাইবে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে, কিন্তু রাশিয়া-চিন-উত্তর কোরিয়া মিলে ইরানের পাশে দাঁড়ানোয় আর আমেরিকা, ইউরোপের শক্তিধর দেশের সাহায্য ছাড়াই দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া ইজরায়েলের পক্ষে খুব একটা সহজ হবে না।

বরং আজকে দাঁড়িয়ে এটাও বলা যায় যে, ইরানের উপরে আক্রমণ চালিয়ে ইরানকে আলোচনার টেবিলে নিয়ে এসে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি থেকে বিরত করার সুযোগ আমেরিকা নষ্ট করল। আমার মনে হয়, এই যুদ্ধের অগ্রগতি আর পরিণাম, পরমাণু অস্ত্র তৈরির দিকেই ইরানকে এক কদম এগিয়ে দিল। এই ব্যাপারে চিন বা রাশিয়ার সাহায্য পেলেও আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের নতুন পারমাণবিক শক্তি হিসেবে ইরান শিগগিরই আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে।

শেষকথা

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকার যতই আপত্তি থাক না কেন বিগত কয়েক দশকেও একবারও উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে আমেরিকার কোনও যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, কারণ উত্তর কোরিয়ার হাতে পারমাণবিক অস্ত্র রয়েছে। তাই এটা বলাই যায় যে, মধ্যপ্রাচ্যে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখতে, বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যে তেল সংক্রান্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত যুদ্ধের পরিস্থিতির তৈরি হওয়ার অবসান ঘটাতে এই অঞ্চলের কোনও একটি দেশের একচেটিয়া পারমাণবিক আধিপত্য থাকা ভয়ানক। বিশেষত সেই দেশটি যদি ইজরায়েল হয় যাদের দীর্ঘকালীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন আর যুদ্ধের ইতিহাস আছে তাহলে সেই একাধিপত্য পুরো অঞ্চলের পক্ষেই বিপজ্জনক। কেবল ইজরায়েলের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা, আর অন্যদের নিষিদ্ধ করার দাবি নিছক রাজনৈতিক ভণ্ডামি। ইজরায়েল যদি পারমাণবিক শক্তিধর দেশ হতে পারে, তাহলে অন্যান্য বড় রাষ্ট্রও পারে। যেভাবে একচেটিয়া রাজনৈতিক দাদাগিরির অবসান ঘটাতে আমেরিকান পারমাণবিক বৈজ্ঞানিকরা 'বিশ্বাসঘাতকতা' করে পরমাণু অস্ত্র তৈরি সংক্রান্ত তথ্য রাশিয়ার হাতে তুলে দিয়েছিল, সেই কারণেই ইরান সহ মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক শক্তিশালী দেশের হাতে পরমাণু অস্ত্র থাকা মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে রাজনৈতিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনবে বলে আমার বিশ্বাস।

(লেখক গবেষক। ইংল্যান্ড নিবাসী।)

আজ

১৯১৭

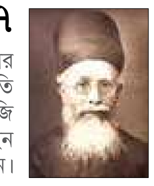

জাতীয় কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি দাদাভাই নৌরজি প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৫৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন বিখ্যাত নাট্যব্যক্তিত্ব শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

আলোচিত

আমি নারীবিদ্বেষী শুধু মহুয়া মৈত্রের ক্ষেত্রে। উনি আমাকে নারীবিদ্বেষী বলছেন, অথচ একজনের বিয়ে ভাঙিয়ে আপনি আবার একটা বিয়ে করলেন। নিজের স্বার্থের জন্য এক নারীর বুকে আঘাত করলেন। তাহলে আমি নারীবিদ্বেষী হলে আপনি কী? আমি তাঁকে ঘৃণা করি।

- কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

তেজস্বী যাদব রবিবার তখন পাটনা গান্ধি ময়দানে মঞ্চে ভাষণ দিচ্ছিলেন। সেই সময়ই বিপত্তি ঘটল। র‍্যালির নজরদারিতে মোতায়েন করা একটি ড্রোন খোদ তেজস্বীকে লক্ষ্য করেই ছুটে গেল। কোনওমতে মাথা নীচু করে তেজস্বী বিপদ এড়ালেন।

ভাইরাল/২

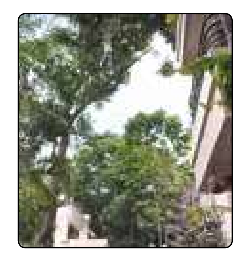

বেঙ্গালুরুতে পুলিশ কমিশনারের অফিসের কাছে ৭০ ফুট লম্বা গাছে কাঁঠাল চুরি করতে উঠেছিল এক ব্যক্তি। নিরাপত্তারক্ষী দেখতে পাওয়ায় সে আরও ওপরে উঠতে থাকে। কিন্তু পা পিছলে গেলে ডাল ধরে ঝুলে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয়রা ত্রিপল নিয়ে আসার আগেই নীচে পড়ে যায়। প্রাণে বাঁচে চোরটি। ভর্তি হাসপাতালে।

জনমন

জনমত

থ্রেট কালচারকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার সময় এসেছে

সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজের ইউনিয়ন রুমে ঘটে যাওয়া গণধর্ষণের মতো ন্যক্কারজনক ঘটনা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বরং এটি বর্তমান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছড়িয়ে পড়া 'থ্রেট কালচার'- এরই একটি নির্মম ও জঘন্য বহিঃপ্রকাশ।

শিক্ষার পবিত্র প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেখানে ছাত্র সংগঠনগুলির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের স্বার্থরক্ষা, সেখানে এখন কিছু ইউনিয়নের সদস্য দিনের আলোয় ক্যাম্পাসে ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে ইভটিজিং, হুমকি এমনকি যৌন নিপীড়নের মতো অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। এই অপকর্মের পেছনে রয়েছে প্রশাসনিক ছত্রছায়া ও রাজনৈতিক অভিভাবকত্ব।

মনোজিতের মতো তথাকথিত অস্থায়ী কর্মীরা, যাঁরা শাসকদলের প্রাক্তন ছাত্র নেতা রূপে গভর্নিং বডির নির্দেশে কাজ করেন, তাঁরা এই ভয়ংকর পরিবেশ তৈরির সহায়ক শক্তি। এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'থ্রেট কালচার' কীভাবে আমাদের শিক্ষাঙ্গনকে কলুষিত করছে।

মানুষ ভাবছেন বিচার হবে, কিন্তু আমরা জানি আমরা এখনও আরজি কর মেডিকেল কলেজের বিচার পাইনি, কসবা কাণ্ডেও বিচারপ্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত। কিছুদিন মিছিল হবে, স্লোগান উঠবে, তারপরে সব ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যাবে।

প্রশ্ন হল, এই থ্রেট কালচারের শেষ কোথায়? এক শিক্ষক প্রতিবাদ করলেই তাঁর বাড়ি ফেরার পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। কলেজের গেটের ভেতরে বসে থাকা কিছু 'ছন্নছাড়া' ছেলের অকথ্য ভাষা থেকে কবে মুক্তি পাবে কোনও এক মেয়ে?

এই ভয়াবহতা থামাতে হলে শুধু দোষীদের শাস্তি নয়, থ্রেট কালচারকেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। শিক্ষাঙ্গনকে ফিরিয়ে দিতে হবে তার সম্মান, নিরাপত্তা এবং স্বাধীনতা। আজ প্রতিবাদ শুধু একটি ঘটনার বিরুদ্ধে নয়- একটি গোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে হওয়া দরকার।

রাসেল সরকার
হলদিবাড়ি, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

গুরুত্ব ভুলে রিল আজকাল শুধুই বিনোদন

রাশিয়ার অ্যাজিট ট্রেনের বার্তা থেকে আজকের মোবাইলের বিনোদন, রিল বহুদিন ধরেই আমাদের জীবনে জড়িয়ে।

অভ্রদীপ ঘটক

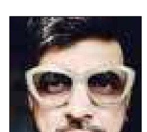

সময়টা ১৯১৮-১৯২০ সাল। অ্যাজিট ট্রেন ছিল রাশিয়ার এক ধরনের ভ্রাম্যমাণ প্রচারমাধ্যম। সেই সময় রাশিয়ার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল ও বরফ ঢাকা দুর্গম অঞ্চলে ঠিকমতো নানা বার্তা পাঠাতে সমস্যা হত। বিপ্লবের বার্তা সেখানে ঠিকমতো পৌঁছে দিতেই এই ট্রেন চালু হয়। অভিনবত্ব বলতে, এটি ছিল একটি 'সিনেমাওয়ালা ট্রেন'। তাতে চলচ্চিত্র প্রোজেক্টর ও মোবাইল সিনেমা হল আর তৎক্ষণাৎ হ্যান্ডবিল ও খবরের কাগজ ছাপার ব্যবস্থা ছিল।

অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হয় যা কয়েক বছর ধরে চলে। রাশিয়ার পূর্ব সীমান্ত ট্রেন লাইন দিয়ে যুক্ত থাকায় সেই যোগাযোগ ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে লেনিন এই অভিনব প্রচারের উদ্যোগ নেন। রেড আর্মি সেসময় চেক রিপাবলিকের সঙ্গে লড়াই করে তাদের কাজান প্রদেশ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে চলেছে। সেনাবাহিনীকে এবং একইসঙ্গে জনগণকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে এই ফিল্ম রিল প্রদর্শিত হত। এই ট্রেনই ছিল ইতিহাসের প্রথম মোবাইল রিল এবং চলচ্চিত্র পরিবেশনা ব্যবস্থা। আজকাল দেশে অহরহ 'প্রপাগান্ডা ফিল্ম' তৈরি ও প্রদর্শন চলছে। দেশভক্তি দেখিয়ে জনগণকে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। এই প্রবণতা কিন্তু সর্বত্র সব জাতি, সব রাজনৈতিক দলেরই প্রধান অস্ত্র। বরাবরের। এটা ছিল, আছে, থাকবে। আবার সেই অ্যাজিট ট্রেনের বিষয়ে ফেরা যাক। এদ্দুয়ার্ত তিস ছিলেন এই ট্রেনের নিউজ রিল চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান। ক্যামেরায় কিছু দৃশ্য তোলা হত, কিছু কিছু ফিল্ম ফুটেজ তোলা থাকত। সেগুলো কেটে, জুড়ে ছোট্ট ছোট্ট ছবি তৈরি হত।

এই সেই ছোট্ট ছোট্ট সংবাদচিত্র, যাকে সংক্ষেপে বলা হত 'রিল'। এই রিলই হল আমাদের আজকালকার প্রচলিত রিল সংস্কৃতির আদিপুরুষ। বেশ কিছুদিন চলেছিল এই রিল প্রদর্শন। এই অভিনব প্রচার পদ্ধতি বিশ্বের তাবড় বুদ্ধিজীবীদের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। চলচ্চিত্র যে এক অত্যন্ত শক্তিশালী মাধ্যম এবং তার ব্যবহার শুধু বিনোদনমূলকই নয় তা কতটা ভয়ংকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা আমরা কিছুদিন পরই, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিটলারের প্রপাগান্ডা ফিল্মগুলি দেখে কিছুটা উপলব্ধি করতে পারি। সেই বিপ্লব দীর্ঘজীবী হয় ঠিকই কিন্তু পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবে এই অভিনব সিনেমা প্রচার পদ্ধতিটি ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু কালের ফেরে প্রায় ১০০ বছর পর আবার এই 'রিল' সময়েরই দাবিতে, মোবাইল টেকনলজির মাধ্যমে ফের মাথাচাড়া দেয়। মালতী বৌদির মাছের ঝোলের কড়াই থেকে। এই ট্রেন্ড ফলো করেই বৌদি দিব্যি ভিউ কামিয়ে সদ্য কেনা জিপ নিয়ে নানা জায়গা ঘুরে আসেন। এটাও একধরনের 'বিপ্লব'। মানবজাতি অবশ্য এসব ইতিহাসে সেভাবে নজর না দিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে শ্রাদ্ধবাড়ির ছানার ডালনা কিংবা প্রি-ওয়েডিং শুটিংয়ে বরের হাঁটু মুড়ে, গোলাপ নিয়ে বৌকে প্রপোজের রিল বানিয়ে যায়। ১০০ বছরের ফিল্ম ইতিহাস হেঁচকি তুলতে তুলতে নিরুদ্দেশ যাত্রায় মিলিয়ে যায়।

(লেখক জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। পেশায় চলচ্চিত্র নির্মাতা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪১৭৯

১		২	★	৩	★	★	★
	★	৪			★	৫	৬
৭			★		★	★	
★	★	★	★	৮			
৯			১০	★	★	★	★
	★	★		★	১১		১২
১৩		★	১৪			★	
★	★	★		★	১৫		

পাশাপাশি : ১। ছয় বেহারা যা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ৪। জমির সীমানার নালা ৫। স্ত্রী প্রজাতির শেয়াল ৭। কোনও দ্বিধা নেই, সরাসরি ৮। ইনভেস্টিগেশন বা তদন্ত ৯। জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ১১। প্রতিবেশী রাজ্য অসমের নদী ১৩। আচমকা জ্ঞান হারিয়ে ফেলা ১৪। কুঁজো বা বক্রপৃষ্ঠ ১৫। চালাক, মতলববাজ।

উপর-নীচ : ১। এই ফলে আঠা নিয়ে গান আছে ২। অর্থব্যয়ের ব্যাপারে যার কার্পণ্য রয়েছে ৩। মূল্যবান রত্ন, অন্য নাম পান্না ৬। যিনি ছবি আঁকেন ৯। সুন্নি মুসলিমদের আইনের বিদ্যালয় ১০। মাটিতে ছক কেটে ঘুঁটি নিয়ে খেলা ১১। হিন্দি সিনেমা বা চারকোনা মিষ্টি ১২। বিনা কারণে বিবাদে জড়িয়ে পড়া।

সমাধান ■ ৪১৭৮

পাশাপাশি : ১। নবোদ্যম ৩। উনুন ৫। নয়ানজুলি ৭। মকুব ৯। খামতি ১১। বটঠাকুর ১৪। কয়েদি ১৫। সমাহার।

উপর-নীচ : ১। নরোত্তম ২। মলিন ৩। উজান ৪। নকলি ৬। জুলুম ৮। কুক্কুট ১০। তিরস্কার ১১। বলক ১২। ঠানদি ১৩। রইস।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ধর্ষণের জন্য নেট, মদ দায়ী পুলিশকর্তা

ভোপাল, ২৯ জুন : দেশজুড়ে ধর্ষণ বাড়ছে। শিশু, কিশোরী, তরুণী এমনকি বৃদ্ধারাও রেহাই পাচ্ছেন না। ২০১২ সালে দিল্লি গণধর্ষণকাণ্ডের কড়া আইন হলেও ধর্ষণ কমেনি, বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে খোদ আইনের ছাত্রী সরকারি আইন কলেজে গণধর্ষিতা হয়েছেন। কিন্তু কেন এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে? উঠেছে পুলিশের ভূমিকাও। তারা কী করছে?

উজ্জয়িনীতে পুলিশের ডিভিশনাল রিভিউ বৈঠকে বিষয়টি ওঠার পর একাধিক প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় মধ্যপ্রদেশ রাজ্যপুলিশের অধিকর্তা (ডিজিপি) কৈলাস মাকওয়ানাকে। তবে নিজেদের আড়াল করে ডিজিপি জানিয়েছেন, পুলিশ একা ধর্ষণের ঘটনা বন্ধ করতে পারবে না। তিনি ধর্ষণ আকছার হওয়ার জন্য ইন্টারনেট, মোবাইল ও মদকে দায়ী করেছেন। তাঁর কথা, 'ধর্ষণের মোকাবিলা করা পুলিশের একার পক্ষে করা সম্ভব নয়। আগে ছোটরা শিক্ষক ও মা-বাবার কথা শুনত। তাদের মধ্যে লজ্জা বোধ ছিল। এখন সেসবের বালাই নেই।' তাঁর বক্তব্য, অশ্লীল ছবি তরুণ মনে প্রভাব ফেলে মনকে বিকৃত করছে। উসকে দিচ্ছে ধর্ষণের ঘটনা। ২০২০ সালে মধ্যপ্রদেশে ধর্ষণের ঘটনা হয় ৬,১৩৪টি। ২০২৪-এ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,২৯৪। চার বছরে ধর্ষণ বৃদ্ধির হার ১৯ শতাংশ। এই তথ্য মধ্যপ্রদেশ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের। তবে দেশে ধর্ষণ বাড়ার জন্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও মধ্যপ্রদেশের ডিজিপি পুলিশের কর্তারা নিজেদেরকে দায় করতে নারাজ। অন্তত তাঁর মন্তব্যে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

বিয়ের আগেই নিখোঁজ তরুণী

নিউ ইয়র্ক, ২৯ জুন : বিয়ের জন্য আমেরিকায় এসে নিখোঁজ ভারতীয় তরুণী। ২০ জুন ভারত থেকে নিউ জার্সি এসেছিলেন সিমরান (২৪)। স্থানীয় সিসিটিভি ফুটেজে বুধবার নিউ জার্সির রাস্তায় তাঁকে শেষবার খোশমেজাজে ঘুরতে দেখা গিয়েছে। পরনে ছিল ধূসর রঙের সোয়েটপ্যান্ট, সাদা টিশার্ট, কালো জুতো, কানে হিরের দুল। বারবার ফোন ঘাঁটছিলেন তিনি। প্রাথমিক অনুমান, তিনি কারোর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এরপর আর খোঁজ মেলেনি।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, সম্বন্ধ করে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সিমরানের। কিন্তু আমেরিকায় তাঁর কোনও আত্মীয়ের খোঁজ মেলেনি। ভারতেও কোনও আত্মীয়ের সন্ধান পাননি তদন্তকারী আধিকারিকরা। ইংরেজিতেও কথা বলতে পারেন না সিমরান। পুলিশের সন্দেহ, আদৌ তিনি বিয়ের জন্য আমেরিকায় গিয়েছিলেন নাকি অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। সিমরানের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

আগ্রহী ওয়াইসি

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : বিহারে আসন্ন বিধানসভা ভোটে আরজেডি, কংগ্রেস, বামেদের মহাজোটে শামিল হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করলেন এআইমিম প্রধান আসাদউদ্দিন ওয়াইসি। রবিবার তিনি বলেন, 'আমরা চাই না বিহারে বিজেপি বা এনডিএ ফিরে আসুক। এনডিএ যাতে সেখানে ক্ষমতা দখল করতে না পারে, সেটা এবার দেখার দায়িত্ব মহাজোটের। আমাদের রাজ্য সভাপতি আখতারুল ইমন ইতিমধ্যেই মহাজোটের কিছু নেতার সঙ্গে কথা বলেছেন।' তবে শেষপর্যন্ত এআইমিমের জন্য যদি মহাজোটে দরজা বন্ধ থাকে তাহলে তাঁরা একা লড়বেন বলেও জানিয়েছেন ওয়াইসি।

বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি... বর্ষায় স্বস্তি দিল্লিবাসীর। কর্তব্যপথে রবিবার।

'মন কি বাত'-এও অস্ত্র জরুরি অবস্থা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : বিজেপির শয়নে স্বপনে এখন শুধুই পাঁচ দশক আগের জরুরি অবস্থার ভূত। দেশজুড়ে 'সংবিধান হত্যা দিবস' পালনের পর এবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মন কি বাত অনুষ্ঠানেও উঠে এল জরুরি অবস্থার প্রসঙ্গ। রবিবার আকাশবাণীতে সম্প্রচারিত এই অনুষ্ঠানে মোদি বলেন, 'যাঁরা জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁরা শুধু সংবিধানকে হত্যা করেননি, বিচার ব্যবস্থাকেও হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন।' নেহরু-গান্ধি পরিবার ও কংগ্রেসকে বিঁধে মোদি বলেন, 'তৎকালীন কংগ্রেস সরকার দেশের সাধারণ মানুষের ওপর চরম অত্যাচার করেছিল। তবে জনসাধারণের শক্তিতে বড়সড়ো সমস্যাও মোকাবিলা করা সম্ভব। তিনি বলেন, 'যাঁরা জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে সাহসিকতার সঙ্গে লড়াই করেছিলেন আমাদের অবশ্যই তাঁদের স্মরণ করতে হবে। এই লড়াই আমাদের সংবিধান রক্ষার ক্ষেত্রে আরও সজাগ থাকার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করবে।' এদিন দেশের দুই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মোরারজি দেশাই এবং অটলবিহারী বাজপেয়ীর জরুরি অবস্থার সময়ের অডিও বার্তাও শোনান মোদি। তাতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মোরারজি-বাজপেয়ীরা যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তা শোনানো হয়। মোদি বলেন, 'জর্জ ফার্নান্ডেজকে লোহার শিকলে বাঁধা হয়েছিল। মিসা আইনে যাঁকে খুশি গ্রেপ্তার করা হত। পড়ুয়াদের হেনস্তা করা হয়েছিল। মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে

> যাঁরা জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁরা শুধু সংবিধানকে হত্যা করেননি, বিচার ব্যবস্থাকেও হাতের পুতুলে পরিণত করেছিলেন।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**

নেওয়া হয়েছিল। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাঁদের সঙ্গে অমানবিক অত্যাচার করা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত জয় হয়েছিল মানুষেরই। জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এবং যাঁরা জরুরি অবস্থা জারি করেছিলেন তাঁরা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।' ইতিমধ্যেই ১১ বছর ধরে দেশে অলিখিত জরুরি অবস্থা চলছে বলেও বিরোধীরা তোপ দেগেছে। তবে সেই অভিযোগকে যে পাত্তা দিচ্ছে না সেটা এদিন মন কি বাত অনুষ্ঠানে মোদির ভাষণে স্পষ্ট।

বিমান দুর্ঘটনায় অন্তর্ঘাতের চর্চা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : আহমেদাবাদে এয়ার ইন্ডিয়ার ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনার নেপথ্যে অন্তর্ঘাতের আশঙ্কা একেবারে উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন্দ্রীয় সরকার। এয়ারক্র্যাফ্ট অ্যাক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন ব্যুরো (এএআইবি)

> বিমান দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এএআইবি সমস্ত সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখছে। তার মধ্যে অন্তর্ঘাতের বিষয়টিও রয়েছে।
>
> **মুরলীধর মোহল**

বর্তমানে ওই দুর্ঘটনার তদন্ত করছে। ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত এআই১৭১ বিমানে ব্ল্যাক বক্স থেকে তথ্য উদ্ধারের কাজ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী মুরলীধর মোহল জানিয়েছেন, এএআইবি এই দুর্ঘটনার সমস্ত কারণ তদন্ত করে দেখছে। কোনও প্রকার অন্তর্ঘাত হয়েছিল কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বক্তব্য, 'এই বিমান দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এএআইবি সমস্ত সম্ভাব্য কারণ খতিয়ে দেখছে। তার মধ্যে অন্তর্ঘাতের বিষয়টিও রয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। একাধিক তদন্তকারী সংস্থা এই বিষয়ে কাজ করছে।'

উদ্ধার হওয়া ব্ল্যাক বক্সটি প্রথমে আমেরিকায় নিয়ে যাওয়ার কথা শোনা গিয়েছিল। যদিও মোহল সেই জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'এআই১৭১-এর ব্ল্যাক বক্স এএআইবির হেপাজতে রয়েছে। সেটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণের জন্য দেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া হবে না।' ১২ জুন আহমেদাবাদ বিমানবন্দর থেকে টেক অফ করার পরই মেঘানিনগরে ভেঙে পড়ে অভিশপ্ত বিমানটি। একজন বাদে বিমানের ২৪১ জন যাত্রী ও পাইলট দুর্ঘটনায় মারা যান। পাইলট মে ডে কল করেও শেষরক্ষা করতে পারেননি। মন্ত্রীর মতে, 'এই দুর্ঘটনা একটি বিরল ঘটনা। একসঙ্গে বিমানের দুটি ইঞ্জিন কখনও বন্ধ হয় না। ইঞ্জিনে গোলযোগের কারণে, নাকি জ্বালানির সমস্যার কারণে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছিল সেটা আমরা তদন্ত রিপোর্ট আসলে জানতে পারব।' এদিকে রবিবার সকালে পুনে থেকে হায়দরাবাদগামী ইন্ডিগোর একটি বিমান বিজয়ওয়াড়ায় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, এয়ার ট্রাফিকের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হিন্দু মহিলাকে ধর্ষণ, আটক ৫

ঢাকা, ২৯ জুন : ডঃ মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন নতুন বাংলাদেশ হিন্দু সংখ্যালঘুদের জন্য ক্রমশ বধ্যভূমিতে পরিণত হচ্ছে। হিন্দু সন্ন্যাসী গ্রেপ্তার, মন্দির, উপাসনাক্ষেত্র, বাড়িঘর ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা আগেই ঘটেছে পদ্মাপারে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল হিন্দু গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনা। মূল অভিযুক্ত বিএনপি-র স্থানীয় এক নেতা। মোট ৫ জনকে এই ঘটনায় পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে কুমিল্লার মুরাদনগর উপজেলার রামচন্দ্রপুর পাচকিত্তা গ্রামে। ২১ বছর বয়সি ওই নির্যাতিতার স্বামী দুবাইয়ে কর্মরত। হরি সেবা উৎসবে যোগ দিতে সন্তানদের সঙ্গে বাপেরবাড়িতে এসেছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ মূল অভিযুক্ত ফজর আলি (৩৮) নির্যাতিতাকে দরজা খুলতে বলে। কিন্তু তিনি তা না করায় ফজর আলি দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে এবং তাঁর ওপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। নির্যাতিতার চিৎকারে স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তকে পাকড়াও করে মারধর করেন। কিন্তু শেষমেশ এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয় অভিযুক্ত। শুক্রবার মুরাদনগর থানায় মামলা করেন নির্যাতিতা। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার ভোরে ঢাকার সৈয়দাবাদ এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধর্ষণের ভিডিও সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগে আরও চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

একজন হিন্দু মহিলাকে বাড়ির দরজা ভেঙে ধর্ষণের ঘটনায় শোরগোল ছড়িয়েছে গোটা বাংলাদেশে। ইউনূস জমানায় হিন্দু সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শেখ হাসিনা পরবর্তী বাংলাদেশে একের পর এক সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে। সিপিবি, গণতান্ত্রিক অধিকার কমিটি সহ একাধিক রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের পাশাপাশি বিশিষ্ট বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিনও মুরাদনগরের ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। সম্প্রতি ঢাকার খিলখেতে একটি দুর্গা মন্দির বুলডোজার দিয়ে ভেঙে দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। তাতে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল ভারত।

ভারতের নয়া বিধিনিষেধের জের

বাংলাদেশে খাদের কিনারে পাট রপ্তানি

ঢাকা, ২৯ জুন : বাংলাদেশ থেকে স্থলপথে ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানিতে বিধিনিষেধ জারি করেছে ভারত। এর ফলে কাঁচা পাট, পাটের রোল, পাটের সুতো, একাধিক ভাঁজে বোনা কাপড়, শণের সুতো, পাটের একক সুতো ও লিনেন কাপড় মুম্বইয়ের নবসেবা বন্দর বাদে অন্য কোনও পথে ভারতে রপ্তানি করতে পারবে না বাংলাদেশ। এই নিয়ে গত কয়েক মাসে ৩ দফায় বাংলাদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে বিধিনিষেধ জারি করল কেন্দ্র।

মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের তরফে ভারতের নিষেধাজ্ঞাকে বরাবর লঘু করে দেখানোর চেষ্টা হলেও বাংলাদেশের শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। বিশেষ করে পাট এবং পাটজাত দ্রব্যের ওপর ভারতের সর্বশেষ রপ্তানি নিয়ে খোলাখুলি উদ্বেগ জানিয়েছেন বাংলাদেশের রপ্তানিকারীরা। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের অধীনস্থ ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ ফরেন ট্রেড (ডিজিএফটি)-র হিসাব অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪-এ বিধিনিষেধের আওতায় থাকা বাংলাদেশি পণ্যগুলির এদেশে রপ্তানির পরিমাণ ছিল প্রায় ১৫ কোটি ডলার। যার ৯৯ শতাংশই হয়েছে বিভিন্ন স্থলবন্দর মারফত। বাংলাদেশ সরকারের তথ্য বলছে, তুরস্কের পর ভারতই বাংলাদেশি পাট ও পাটজাত দ্রব্যের সবচেয়ে বড় বাজার। সেখানকার রপ্তানিযোগ্য পাটের ২৩ শতাংশই আসে ভারতে। বিধিনিষেধের জেরে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশের ১১৭টি সংস্থা। এর ফলে তাঁদের পাট শিল্পে যে ব্যাপক প্রভাব পড়বে তা কার্যত স্বীকার করে নিয়েছেন বাংলাদেশ জুট স্পিনার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজেএসএ) সভাপতি তাপস প্রামাণিক।

তিনি বলেন, 'রাজনৈতিক কারণে ভারত এধরনের সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। এর ফলে সেখানে বাংলাদেশের কাঁচা পাট, পাটের সুতো, পাটজাত পণ্য সহ ৯ ধরনের পণ্য রপ্তানি বাধাগ্রস্ত হবে। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিজেএসএ ৩০ জুন বৈঠক করবে।' এ ব্যাপারে ইউনূস সরকারকে ভারতের সঙ্গে আলোচনায় বসার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের অর্থনীতিবিদ মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'ভারত অনেক দিন ধরে বাংলাদেশকে শুল্কমুক্ত রপ্তানির সুবিধা দিয়েছে। যে কারণে দেশটিতে বাংলাদেশের রপ্তানি প্রায় দুই বিলিয়ন ডলারের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। চলতি সংকট কারও পক্ষেই ভালো নয়। বাংলাদেশ ভারতের ওপর বহু পণ্যের জন্য নির্ভরশীল।'

হিমাচল, উত্তরাখণ্ডে একটানা বৃষ্টি চলছে। রবিবার কুলুর বিয়াস নদী ফুলেফেঁপে উঠেছে। মেঘভাঙা তুমুল বৃষ্টিতে উত্তরকাশীর দুটি জায়গায় নেমেছে ধস। যার জেরে ভেসে গিয়েছেন অনেকে। রবিবার সিলাইবন্দে বারকোট-যমুনোত্রী রোডে একটি নির্মীয়মাণ হোটেলে দুই শ্রমিকের দেহ মিলেছে। নিখোঁজ সাতজন। পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে ওঠায় চারধাম যাত্রা সোমবার পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়েছে। নিখোঁজদের উদ্ধারে নেমেছে পুলিশের সঙ্গে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ। জরুরি ভিত্তিতে চলছে উদ্ধারের কাজ। বন্ধ হয়ে গিয়েছে একাধিক সড়কপথ।

ইউক্রেনে ব্যাপক ক্ষেপণাস্ত্র হামলা রুশের

কিভ, ২৯ জুন : রাশিয়ার বিমান হামলায় ফের রক্তাক্ত ইউক্রেন। শনিবার রাতভর হামলায় ৫০০-রও বেশি ড্রোন ও ৬০টি ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়েছে রুশ সেনা। হামলায় ভেঙে পড়ে ইউক্রেনের একটি এফ-১৬ যুদ্ধবিমান। নিহত হয়েছেন পাইলট। এই নিয়ে তিনবার এফ-১৬ যুদ্ধবিমান ধ্বস্ত হল ইউক্রেনের। প্রায় তিন বছর ধরে রাশিয়া ও ইউক্রেনের মধ্যে যুদ্ধ চললেও গতকালের হামলাকে 'বৃহত্তম' হামলা বলে অভিহিত করা হয়েছে।

ইউক্রেনের বিমানবাহিনীর যোগাযোগ বিভাগের প্রধান ইউরি ইহনাত জানিয়েছেন, 'সবচেয়ে বড় বিমান হামলা হয়েছে।' ইউক্রেনের একাধিক শহরে আকাশপথে হামলা চালিয়েছে মস্কো।

ভয়ংকর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে লভিভ, পোলতাভা, মাইকোলাইভ, নিপ্রোপেত্রোভস্ক, চার্কসিতে। নিহত পাইলট সম্পর্কে ইহনাতের বক্তব্য, ওই পাইলট তাঁর যুদ্ধবিমানে থাকা সমস্ত অস্ত্র ব্যবহার করে সাতটি হামলা প্রতিহত করেছেন। শেষেরটি ঠেকাতে গিয়ে তাঁর বিমান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। বিমানটি যাতে বসতি এলাকায় না পড়ে, সেজন্য তিনি জনবসতিশূন্য জায়গায় বিমানটি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সফলও হন। বিমানটি ভেঙে পড়ে। কিন্তু পাইলট নিজেকে আর বিমান থেকে বের করে আনতে পারেননি।

ইউক্রেন বায়ুসেনার বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ২৪৯টি রুশ বিমান তারা গুলি করে নামিয়েছে। ইলেক্ট্রনিক জ্যামিংয়ের মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে ২২৬টি।

ছেলের শ্রাদ্ধের দিন মায়ের মৃত্যু

জয়পুর, ২৯ জুন : বায়ুসেনার প্রাক্তন পাইলট ক্যাপ্টেন রাজবীর সিং চৌহানের মা বিজয়লক্ষ্মী চৌহান ছেলের শ্রাদ্ধের দিন মারা গেলেন। ছেলের মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হতে থাকে। ছেলের শ্রাদ্ধের দিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে রাজস্থানের জয়পুরে শাস্ত্রীনগরের বাড়িতেই মারা গিয়েছেন। ওই দিনই ১৩ দিনে পড়েছে রাজবীরের মৃত্যু। কেদারনাথ থেকে গুপ্তকাশী যাওয়ার পথে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় রাজবীরের। খারাপ আবহাওয়ায় দৃশ্যমানতা চলে যাওয়ায় তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে পারেননি প্রয়াত ক্যাপ্টেন। পুত্রশোক মাকে বেশিদিন সহ্য করতে হল না।

রাজনৈতিক বাধাতেই ধ্বংস ভারতীয় যুদ্ধবিমান

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : অপারেশন সিঁদুর চলাকালীন ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ধ্বংস হওয়া নিয়ে বিতর্কে ইতি পড়ার আপাতত কোনও লক্ষণ নেই। চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) অনিল চৌহানের পর এবার ওই বিতর্কের আগুনে ঘৃতাহুতি দিয়েছেন ইন্দোনেশিয়ায় নিযুক্ত ভারতের ডিফেন্স অ্যাটাশে নৌসেনার ক্যাপ্টেন শিব কুমার। ১০ জুন ইন্দোনেশিয়ার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিনারে তিনি দাবি করেন, রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাধার কারণেই কিছু ভারতীয় যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল। তবে কতগুলি যুদ্ধবিমান ধ্বংস হয়েছিল সেই সংখ্যাটা অবশ্য তিনি জানাননি।

ক্যাপ্টেন শিব কুমার বলেন, 'ভারতের কিছু যুদ্ধবিমান হারিয়েছিল ঠিকই। কিন্তু সেটা হয়েছিল রাজনৈতিক বাধার কারণে। তারা চায়নি পাকিস্তানের সামরিক প্রতিষ্ঠান বা তাদের এয়ার ডিফেন্সগুলিতে আক্রমণ করা হোক।' সেনাকর্তার এহেন বক্তব্যকে হাতিয়ার করে স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেস। মোদি সরকার দেশকে বিভ্রান্ত করছে বলেও তোপ

অপারেশন সিঁদুর নিয়ে বিস্ফোরক সেনাকর্তা

দাগা হয়েছে। কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'প্রথমে সিঙ্গাপুরে সিডিএস কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করেন। তারপর ইন্দোনেশিয়ায় একজন শীর্ষ সেনাকর্তা মুখ খুলেছেন। তাহলে প্রধানমন্ত্রী সর্বদলীয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করছেন না এবং বিরোধীদের সবকিছু সম্পর্কে অবহিত করছেন না? কেন সংসদের বিশেষ অধিবেশনের দাবি খারিজ করে দেওয়া হল?' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর দেশের কাছে কোন সত্য গোপন করছেন তাও জানতে চেয়েছে কংগ্রেস।

ঘটনা হল, অপারেশন সিঁদুরের পর যখন রাফাল যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কথা সর্বপ্রথম সামনে আসে তখন সেনাকর্তারা তো বটেই কেন্দ্রীয় সরকারও বিষয়টিকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরে গত মাসে সিডিএস অনিল চৌহান প্রথমবার পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে ভারতীয় বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান ধ্বংসের কথা স্বীকার করে নেন। যদিও কতগুলি বিমান ধ্বংস হয়েছিল সেই সংখ্যাটা তিনি জানাতে চাননি। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'বিমান ধ্বংস হওয়াটা নয়, জরুরি হল কেন সেগুলি ধ্বংস হল।' তিনি যে কারণের কথাটি বলেননি সেটাই ডিফেন্স অ্যাটাশের বক্তব্যে উঠে আসায় বিতর্কের পারদ তুঙ্গে উঠেছে।

ট্রাম্পের কর ছাঁটাই বিল পাশ তোপ মাস্কের

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন : ঘণ্টাকয়েকের অচলাবস্থার পর শেষপর্যন্ত মার্কিন কংগ্রেসের উচ্চকক্ষের ছাড়পত্র পেল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর এবং ব্যয় ছাঁটাই বিল। শনিবার সেনেটে বিলটি ৫১-৪৯ ভোটে পাশ হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ এই বিল পাশকে 'দুর্দান্ত জয়' বলে দাবি করেছেন ট্রাম্প। তবে ৩ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে বিতর্কের পর রিপাবলিকানদের গরিষ্ঠতা থাকা সেনেটে যেভাবে 'ফোটোফিনিশ'-এ বিলটি পাশ হয়েছে, তা ট্রাম্প সরকারের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি করেছে। বিল পাশের পর মার্কিন প্রেসিডেন্টকে কার্যত ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন তাঁর পুরোনো বন্ধু এলন মাস্ক। ট্রাম্পের 'ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল' প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে মাস্ক লিখেছেন, 'এটা একটা ধ্বংসাত্মক বিল। মানুষ পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেই এরকম কোনও বিল পাশ করাতে পারে।'

টেসলা ও স্পেসএক্স কর্তা আরও লিখেছেন, 'এই বিল আমেরিকার শিল্প কাঠামোকে ধ্বংস করে দেবে। রিপাবলিকান পার্টি রাজনৈতিকভাবে আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাগলরাই এরকম বিল তৈরি করতে পারে। এর ফলে আমেরিকার দেনা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে।' আমেরিকা ক্রমশ দেউলিয়া

> এটা একটা ধ্বংসাত্মক বিল। মানুষ পুরোপুরি পাগল হয়ে গেলেই এরকম কোনও বিল পাশ করাতে পারে।
>
> **এলন মাস্ক**

হওয়ার দিকে এগোচ্ছে বলে দাবি করেছেন মাস্ক। দিনকয়েক আগে এই বিল নিয়ে মতবিরোধের জেরেই ট্রাম্প সরকারের উপদেষ্টা পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মাস্ক। সেই সময় তিনি দাবি করেছিলেন, ট্রাম্পের কর ছাঁটাই বিলের কারণে আমেরিকার বাজেট ঘাটতি আড়াই ট্রিলিয়ন ডলারের গণ্ডি টপকে যাবে। ডেমোক্র্যাটিক পার্টিও বিলটির তীব্র বিরোধিতা করছে।

এদিন সেনেটে দীর্ঘ বিতর্কের পর বিল নিয়ে যখন ভোটাভুটি শুরু হয় তখনও রিপাবলিকান শিবিরের ধারণা ছিল ফল 'টাই' হবে। অর্থাৎ, বিলের পক্ষে এবং বিপক্ষে সমসংখ্যক ভোট পড়বে। কারণ রিপাবলিকান পার্টির ৩ জন সদস্য বিলটির বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। বর্তমানে সেনেটে রিপাবলিকান সদস্যের সংখ্যা ৫৩। ডেমোক্র্যাট সদস্য রয়েছেন ৪৫ জন। নির্দল সদস্যের সংখ্যা ২। ৩ রিপাবলিকান সদস্য বিলের বিপক্ষে ভোট দিলে বিরোধী ভোটের সংখ্যা হবে ৫০। পক্ষেও পড়বে সমসংখ্যক ভোট। সেক্ষেত্রে নির্ণায়ক ভোট দেওয়ার কথা ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের। পরিস্থিতি আঁচ করে ভান্স নিজেও ভোটাভুটির সময় সভায় হাজির ছিলেন। তবে শেষপর্যন্ত শাসক শিবিরের ৩ বিদ্রোহী সদস্যের মধ্যে একজন সিদ্ধান্ত বদলে বিলের পক্ষে ভোট দেন। ফলে মাত্র ২ ভোটের ব্যবধানে বিলটি পাশ হয়ে যায়।

রক্ষা তেজস্বীর

পাটনা, ২৯ জুন : বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের সুরক্ষায় ফের ত্রুটি ধরা পড়ল। রবিবার পাটনার গান্ধি ময়দানে 'ওয়াকফ বাঁচাও, সংবিধান বাঁচাও' সমাবেশে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন লালু-পুত্র। বক্তৃতা চলাকালীন আচমকা একটি ড্রোন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তেজস্বীর দিকে ধেয়ে আসে। ভাষণ থামিয়ে কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নেন তিনি। পোডিয়ামে ধাক্কা খেয়ে ড্রোনটিও মাটিতে পড়ে যায়। কীভাবে এমনটা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সম্প্রতি হাজিপুর-মুজফফরনগর হাইওয়েতে তেজস্বীর কনভয়ে একটি ট্রাক ঢুকে গিয়েছিল। তাতে কিছু পুলিশকর্মী আহত হয়েছিলেন।

নিশানা মুনিরের

করাচি, ২৯ জুন : অপারেশন সিঁদুরের পরও শিক্ষা নিতে নারাজ পাকিস্তান। পাক সেনার ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ভারত যদি ফের বিনা প্ররোচনায় সামরিক আগ্রাসন চালায়, তাহলে তার কড়া জবাব দেবে ইসলামাবাদ। পহলগাম হামলার আগে কাশ্মীরকে পাকিস্তানের শিরা বলে উসকানি দিয়েছিলেন মুনির। শনিবার সেই অবস্থান জোরালো করে তিনি ফের বলেছেন, 'রাষ্ট্রসংঘের প্রস্তাব মেনে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পক্ষপাতী। কাশ্মীর আমাদের গলার শিরা ছিল। আগামী দিনেও থাকবে।'

শনিবার করাচির পাকিস্তান নাভাল অ্যাকাডেমির এক অনুষ্ঠানে মুনির বলেন, 'পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়া উপমহাদেশে আঞ্চলিক স্থিতাবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী। ভারতের লাগাতার উসকানি সত্ত্বেও পাকিস্তান সংযম দেখিয়েছে। আঞ্চলিক শান্তির প্রতি তার দায়বদ্ধতা প্রমাণ করেছে।' ফিল্ড মার্শালের অভিযোগ, ভারত ইচ্ছাকৃতভাবে এই অঞ্চলে উত্তেজনা তৈরি করতে চাইছে। কারণ পাকিস্তান সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উপড়ে ফেলার কাজ প্রায় সেরে ফেলেছে। হিন্দুদের থেকে মুসলিমরা আলাদা বলে নতুন করে দ্বিজাতি তত্ত্বে শান দিয়েছিলেন মুনির। সেই উসকানির পরেই ২২ এপ্রিল পহলগামে নিরপরাধ পর্যটকদের ওপর হামলা চালিয়েছিল পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা।

সমস্যা যখন অগ্ন্যাশয়ে

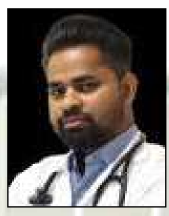

পেটে যদি হঠাৎ করে প্রচণ্ড ব্যথা হয়, পেনকিলার খেয়েও না কমে, তাহলে সেটা অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিসের লক্ষণ হতে পারে। প্রধানত মদ্যপান ও পিত্তথলিতে পাথর এই অবস্থার জন্য দায়ী। তবে যত তাড়াতাড়ি রোগটি ধরা পড়বে তত দ্রুত সেরে ওঠা যায়। লিখেছেন নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজি ও হেপাটোলজি কনসালট্যান্ট

ডাঃ তন্ময় মাজী

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস

অগ্ন্যাশয়ে হঠাৎ জ্বালা বা ফুলে যাওয়াই হল অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস। অগ্ন্যাশয় একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, যা পাকস্থলির পেছনে থাকে। এটি বিভিন্ন এনজাইম নিঃসরণ করে হজমে সাহায্য করে। এছাড়া ইনসুলিন উৎপাদন করে আমাদের রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করে।

কারণ

সবথেকে পরিচিত কারণ পিত্তথলিতে পাথর এবং অতিরিক্ত মদ্যপান। এছাড়া নির্দিষ্ট কিছু ওষুধের ব্যবহার, রক্তে উচ্চ মাত্রার ফ্যাট (ট্রাইগ্লিসারিড), ইনফেকশন, পেটে আঘাত বা জিনগত কারণ।

লক্ষণ

যদি হঠাৎ করে পেটের ওপরের দিকে তীব্র ব্যথা ওঠে, যা প্রায়ই পিছনের দিকে ছড়িয়ে পড়ে (মনে হবে জীবনের সবচাইতে খারাপ ব্যথা), সঙ্গে বমি বমি ভাব বা বমি, জ্বর, পেট ফুলে যাওয়া প্রভৃতি।

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস মানেই কি গুরুতর

বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হালকা সমস্যা হয় এবং যথাযথ চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু গুরুতর ক্ষেত্রে প্রাণসংশয়ের জটিলতা দেখা দিতে পারে এবং সেক্ষেত্রে মাল্টি-অর্গান ফেলিওর, ইনফেকশন, সেপসিস এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

রোগনির্ণয়

রোগীর শারীরিক অবস্থা বিচার করার পাশাপাশি শারীরিক কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা, রক্তপরীক্ষা এবং আল্ট্রাসাউন্ড বা সিটিস্ক্যান করা হয়।

চিকিৎসা

সাধারণত চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার প্রয়োজন হয়। এছাড়া অগ্ন্যাশয়কে বিশ্রাম দিতে উপোস করা উচিত। সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ আইভি ফ্লুইড দেওয়া, যাতে ডিহাইড্রেশন প্রতিরোধ করা যায়। ফলে মাল্টি-অর্গান ফেলিওরের ঝুঁকি কমে। সেইসঙ্গে ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করা এবং ভেতরে কোনও সমস্যা থাকলে তার চিকিৎসা করা। যেমন, পিত্তথলিতে পাথর থাকলে তা সরিয়ে ফেলা উচিত।

জটিলতা

এক্ষেত্রে সমস্যাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় : প্রাথমিক জটিলতা এবং বিলম্বিত জটিলতা।

প্রাথমিক জটিলতা (রোগের একেবারে শুরুর দিকে, প্রথম সপ্তাহ) : মাল্টি-অর্গান ফেলিওর, ইনফেকশন এবং সেপসিস।

বিলম্বিত জটিলতা : ইনফেকশন, পেটের মধ্যে অস্বাভাবিক তরল জমা হওয়া, অপুষ্টি, হজমে ব্যাঘাত এবং ডায়াবিটিস মেলিটাস হতে পারে।

যদি অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস বারেবারে হয়, তাহলে তা ক্রনিক প্যানক্রিয়াটিসের কারণ হতে পারে। এতে অগ্ন্যাশয়ের পুরোপুরি ক্ষতি হয়।

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন কতটা

প্রাথমিক পর্যায়ে অস্ত্রোপচারের কোনও ভূমিকা নেই। তবে পরবর্তীতে পেটে অস্বাভাবিক তরল জমলে তা বের করতে অস্ত্রোপচার সাহায্য করতে পারে। যদিও এখনকার দিনে অনেক এন্ডোস্কোপিক প্রক্রিয়া রয়েছে যা অস্ত্রোপচার ছাড়াই পেটে জমে থাকা তরল বের করতে পারে।

পুরোপুরি সেরে ওঠা যায়

অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটিস থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠা সম্ভব। তেমন জটিলতা না হলে একসপ্তাহের মধ্যেই সেরে ওঠা যায়। গুরুতর ক্ষেত্রে কয়েক মাস থেকে বছরখানেক সময় লাগতে পারে।

কখন চিকিৎসকের কাছে যাবেন

যদি হঠাৎ পেটে তীব্র ব্যথা হয়, বিশেষ করে খাবার খাওয়া বা জল খাওয়ার পরে এবং পেনকিলার নেওয়ার পরেও সেই ব্যথা না কমলে সত্বর চিকিৎসকের কাছে যাওয়া উচিত। মনে রাখবেন, দ্রুত রোগনির্ণয় ও চিকিৎসা জটিলতা প্রতিরোধ করতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

- অতিরিক্ত মদ্যপান এড়িয়ে চলা
- স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখা
- লো-ফ্যাটযুক্ত খাবার খাওয়া
- কোলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা
- পিত্তথলিতে পাথর থাকলে চিকিৎসা করা

অগ্ন্যাশয় ভালো রাখতে অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামাটরি, লো-ফ্যাট এবং পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার খাবেন। খাদ্যতালিকায় রাখবেন –

- ফল ও সবজি
- গোটা শস্য জাতীয় খাবার, যেমন ব্রাউন রাইস, ওটস, বার্লি, আটা
- মাছ, মুরগির মাংস, ডিম, বিনস
- স্বাস্থ্যকর ফ্যাট যেমন, অলিভ অয়েল, বাদাম এবং বীজ
- লো-ফ্যাটযুক্ত দুধের খাবার

যা এড়িয়ে চলবেন

- ভাজা ও চর্বিযুক্ত খাবার, যেমন চিপস, ভাজা মাংস, মাখন
- রেডমিট ও প্রক্রিয়াজাত মাংস
- মিষ্টি জাতীয় খাবার ও পানীয় যেমন- সোডা, মিষ্টি, পেস্ট্রি
- মদ ও ধূমপান
- উচ্চ সোডিয়ামযুক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার যেমন, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, রেডিমেড মিল

মুখ শুকিয়ে আসে কেন

বারেবারে মুখগহ্বর শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা অনেকেরই রয়েছে। এক্ষেত্রে অনেকেই ধরে নেন তাঁদের বোধহয় ডায়াবিটিস হয়েছে। যদি শুধুমাত্র ডায়াবিটিসের কারণেই মুখ-জিভ শুকিয়ে আসে না। অন্যান্য কারণও রয়েছে।

আমাদের মুখগহ্বরে স্যালিভারি গ্ল্যান্ড বা লালাগ্রন্থি থাকে, যেগুলির কাজ লালা তৈরি করা। এই লালা মুখগহ্বরকে সতেজ রাখে, খাবার চিবোতে সাহায্য করে। কোনও কারণে এই লালা পর্যাপ্ত পরিমাণে তৈরি না হলে মুখ শুকিয়ে যায়। এ কারণে অনেকে বিশেষ করে খাবার চিবোতে বা গিলতে কষ্ট হলে বারবার জল খেতে চান। কারও বা ঠোঁট কিংবা জিভ ফেটে যায়। কারও কারও দাঁত নষ্ট হয়ে যায়। মুখের স্বাদ পরিবর্তন হয়ে যায়।

ডায়াবিটিস অন্যতম কারণ, একমাত্র নয়

ডায়াবিটিস হলে এরকম মুখ শুকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা খুব দেখা যায়। কারণ, রক্তে গ্লুকোজ বাড়লে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে জলশূন্যতা হয়, মুখ বা জিভ তার মধ্যে অন্যতম। এছাড়া ডায়াবিটিসে স্নায়ুজনিত কিছু পরিবর্তনেও এটি হয়।

একাধিক কারণ

১ শরীরে যে কোনও কারণে জলশূন্যতা হলে মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। যাঁদের জল কম খাওয়ার অভ্যাস তাঁদের এরকম হতে পারে। গরম আবহাওয়ায় শরীর থেকে ঘামের মাধ্যমে অনেক জল বেরিয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। অন্য যে কোনও কারণে অতিরিক্ত ঘাম হলেও মুখ শুকিয়ে যেতে পারে।

২ ফুড পয়জনিং বা ভাইরাসজনিত সংক্রমণ বা ডায়ারিয়া কিংবা বমি হলে জলশূন্যতা থেকে মুখ শুকিয়ে যায়।

৩ কিছু বাতরোগ রয়েছে, যাতে নির্দিষ্টভাবে লালাগ্রন্থি আক্রান্ত হয়। সেক্ষেত্রে লালাগ্রন্থি পর্যাপ্ত লালা তৈরি করতে পারে না এবং মুখ শুকিয়ে আসে।

৪ কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মুখ শুকোতে পারে। এর মধ্যে অন্যতম অ্যান্টিহিস্টামিন বা অ্যালার্জির ওষুধ। কিছু ওষুধ শরীর থেকে জল বের করে দেয়, সেসব ব্যবহারের সময় এরকম সমস্যা হতে পারে।

৫ কিছু স্নায়ুরোগে যেমন, পারকিনসন্স ডিজিজ বা স্ট্রোক হলে মুখ শুকিয়ে যেতে পারে। লালাগ্রন্থিতে সরবরাহকারী স্নায়ুতে কোনও আঘাত বা সমস্যা হলেও এমনটা হতে পারে।

৬ যাঁরা চা, কফির মতো ডাইইউরেটিকস বেশি বেশি খান, তাঁদের ঘনঘন প্রস্রাব হয়। তাঁদের অনেক সময় জলশূন্যতা হয়ে মুখ শুকোতে পারে।

৭ যাঁরা মুখ হাঁ করে ঘুমোন, যেমন নাক বন্ধ বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার রোগী, তাঁদের রাতে মুখ শুকিয়ে আসে।

মুখ শুকিয়ে যাওয়া মুখের জন্য স্বাস্থ্যকর নয়, এতে মুখের ভেতর, মাড়িতে বা দাঁতে বিভিন্ন রকমের সমস্যা হতে পারে। তাই মুখ শুকোনোর সমস্যা বোধ করলে, দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

গোড়ালি ব্যথায় কী করবেন

গোড়ালি ব্যথার সবচেয়ে সাধারণ কারণ মচকে যাওয়া বা গোড়ালির চারপাশের লিগামেন্টগুলো ছিঁড়ে যাওয়া। এছাড়া প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস, ক্যালকেনিয়াম স্পার, গেঁটে বাত, বারসাইটিস, টারসাল টানেল সিনড্রোম, অ্যাকিলিস টেন্ডিনাইটিস, হাড়ভাঙা প্রভৃতি কারণে গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে।

কাদের হয়

স্থূলতার কারণে গোড়ালিতে বেশি চাপ পড়লে, দীর্ঘদিন ধরে শক্ত সোলের জুতো ব্যবহার করলে, দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে কাজ করলে গোড়ালিতে ব্যথা হতে পারে। তুলনামূলকভাবে মহিলাদের গোড়ালি ব্যথা বেশি হয়, বিশেষ করে গর্ভাবস্থায়। যাদের জন্মগত ফ্ল্যাট ফুট, তাদেরও গোড়ালি ব্যথা হতে পারে।

প্রতিরোধের উপায়

উঁচু ও শক্ত সোলের জুতো না পরাই ভালো। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ ও অতিরিক্ত অসম জায়গায় চলাচল করা যাবে না। প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় সামুদ্রিক মাছ, শাকসবজি ও ফলমূল রাখুন। দেহে ভিটামিন-ডি'র সঠিক মাত্রা

নিশ্চিত করতে হবে। ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, যাতে পায়ে চাপ কম পড়ে।

চিকিৎসা

চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যথানাশক ওষুধ খেতে পারেন। তবে দীর্ঘদিন ধরে ব্যথা থাকলে ফিজিওথেরাপি করালে উপকার পেতে পারেন। এছাড়া ম্যানুয়াল বা ম্যানিপুলেশন থেরাপি, লেসার, আল্ট্রাসাউন্ড, টেপিং ও কিছু ব্যায়াম সহায়তা করতে পারে।

যে ধরনের ব্যায়াম করতে পারেন

- যে কোনও দেয়ালের সামনে দাঁড়ান। একটি পা সামনে, অপর পা পেছনের দিকে সোজা করে রাখুন। সামনের পায়ের হাঁটু ভাঁজ করুন। পেছনের পায়ের হাঁটু ভাঁজ না করে একদম সোজা রাখুন। দুই হাত দিয়ে দেয়ালে ভর দিন। এ সময়ে আপনার পেছনের পা ও গোড়ালিতে টান অনুভব করবেন। একই অবস্থানে পেছনের পা সামনে এনে ২০-৩০ সেকেন্ড করুন। এভাবে দুই পায়ে ১০ বার করে দিনে তিনবার করুন।
- একটি টেনিস বল নিয়ে গোড়ালি থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত ১৫-২০ বার রোল করুন দিনে তিনবার।
- হাত দিয়ে পায়ের পাতায় ম্যাসাজ করুন। দিনে তিনবার করুন একই নিয়মে।
- দেয়ালের কাছে দাঁড়িয়ে গোড়ালি তুলে পায়ের আঙুলে ভর করে দাঁড়ান এবং ৩০ সেকেন্ড থাকুন।
- একটি বোতলে জল ভরে ফ্রিজে রাখুন। বরফ জমে গেলে বোতলটি পায়ের নীচে রেখে ৩০ সেকেন্ড ফুট রোল করুন।

অস্তিত্ব আছে, স্বাদ-গন্ধ আর নেই

বাঙালির হেঁশেলে বড়ি কথা

একসময় শীতকালে মা-ঠাকুমারা শিলনোড়ায় মশুর, মটর বা বিউলির ডাল বেঁটে তাতে কালোজিরে দিয়ে তৈরি করতেন বড়ির মিশ্রণ। তারপর সাদা ধবধবে পাতলা ধুতিতে ছোট ছোট বড়িতে সেজে উঠত বাড়ির উঠোন কিংবা ছাদ। তিন থেকে চারদিন লাগত বড়ি শুকোতে। খুব কড়া রোদে বড়ি ভেঙে যায়। মিঠে রোদ্দুরই বড়ির জন্য আদর্শ। বড়ি পাহারা দেওয়াও ছিল একটা পর্ব। পাখিদের দৌরাত্ম্য বা বৃষ্টির হাত থেকে বড়ি বাঁচাতে কাজে লাগানো হত বাড়ির বাচ্চাদের। বড়ির সেই নস্টালজিয়া তুলে ধরলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**

ডালের বড়ি শুকোনো হচ্ছে। কোচবিহার টাকাগাছ এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়।

মধ্যবিত্তের ঘরকন্না

ঠাকুমার কথা মনে পড়ে

নিজে কোনও দিন বড়ি না দিলেও, ঠাকুমার দেওয়া বড়ির কথা এখনও মনে পড়ে কোচবিহারের শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী ভাদুড়ির। স্মৃতির ঝুলি হাতড়ে তিনি বললেন, 'ঠাকুমা কলাই ডালের বড়ি করতেন। আগের দিন ডাল ভিজিয়ে রাখতেন। বড়ি দেওয়া দেখতে কী যে ভালো লাগত, ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ভাইবোনরা অবাক হয়ে দেখতাম। শুধু দেখা নয়, খাওয়ারও আনন্দ ছিল। আজকাল বাজার থেকে কেনা বড়ি খাই। কিন্তু ঠাকুমার হাতের সেই স্বাদ এই বড়িতে কোথায়?'

এখন আর উৎসাহ পাই না

বিয়ের আগে পারিবারিক ব্যবসা সূত্রে বড়ি দেওয়ায় হাতেখড়ি হয়েছিল কামেশ্বরী রোডের গীতা সাহার। তাঁর কথায়, 'মশুর ডালের বড়, ছোট- দু'ধরনের বড়ি দিতাম। ছোট বড়িকে বলতাম ফুলবড়ি। মটর ডালের বড়িও দু'রকম হত। মাষকলাই ডালের বড়িতে কালোজিরে বা হিং দেওয়া হত।' গীতা এখন আর নিজের হাতে বড়ি দেন না। বললেন, 'উৎসাহ পাই না। আগে মা-বোন সবাই মিলে করতাম। বড়ি তৈরি বেশ খাটুনির কাজ। এখন সবাই ব্যস্ত। বাজারের বড়িই খাই।'

সারা বাড়ি গন্ধে ম-ম করত

বড়ির নিজস্ব গন্ধের গল্প শোনালেন কোচবিহারের ভেনাস স্কোয়ারের বেলা দত্ত। তিনি বলেন, 'বড়ি ভাজলে সারা বাড়ি গন্ধে ম-ম করত। আমার স্বামী বড়ি খেতে খুব ভালোবাসেন। বাজারের বড়িতে হাতে তৈরি বড়ির স্বাদ পাই না। বড়ি দেওয়া সহজসাধ্য ছিল না। আগের দিন থেকে প্রস্তুতি শুরু হত। সারারাত ডাল ভিজিয়ে রাখা হত। পরের দিন বড়ি দেওয়ার আগে শুদ্ধ হয়ে প্রথমে ভেজানো ডাল বেঁটে নেওয়া। তারপর ডালটাকে খুব করে হাত দিয়ে ফেটাতে হত। ফেটানো হয়ে গেলে জলের পাত্রে একটু ফেলে দেখতে হত ভেসে ওঠে কি না। ভেসে উঠলে ফেটানো ডাল দিয়ে একটা পাতলা সাদা কাপড়ের উপর ছোট ছোট করে বড়ি দেওয়া হত।'

আবেগ চিরকালীন

বড়ি নিয়ে বাঙালির আবেগ চিরকালীন। শুক্তো হোক বা পাঁচমিশালি সবজির ঘণ্ট, খেতে বসে পাতে বড়ির প্রত্যাশা থাকেই। কিংবা বড়িভাজা দিয়ে সাবাড় হয়ে যায় গরম গরম এক থালা ভাত।

কালের বিবর্তনে, বড়ি দেওয়ার সেই রেওয়াজ এখন আর অধিকাংশ বাড়িতে নেই। বাজারের বড়ির দিকে ঝুঁকেছে আমবাঙালি। আগে বড়ি কিনে খাওয়ার এত চল ছিল না। কোচবিহারের বাজারে এখন সারাবছরই বড়ি সুলভ। বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর বানানো নানা রঙের নানা স্বাদের বড়ি। রাসমেলায় আচারের দোকানেও বড়ি বিক্রি হয়। প্যাকেটজাত হয়ে পাড়ার মোড়ের মুদি দোকানেও বড়ি দৃশ্যমান।

হাতে তৈরি

মেশিনে তৈরি বড়ির চেয়ে আজও অবশ্য হাতে তৈরি বড়ির চাহিদা বেশি। দেশবন্ধু মার্কেটের ব্যবসায়ী শ্যাম কুণ্ডু জানালেন, এক কেজি 'খাঁটি' বড়ির দাম আড়াইশো টাকা। খাঁটি এই অর্থে, ওই বড়িতে ডাল ব্যতীত অন্যকিছু মেশানো থাকে না। আবার দুশো টাকা কেজির বড়িও পাওয়া যায়।

বিপজ্জনক খেয়া পারাপার

তোর্ষা নদীতে ঝুঁকির পারাপার। কোচবিহারের ফাঁসিরঘাটে। রবিবার। ছবি : জয়দেব দাস

মাথাভাঙ্গায় কার্যালয় নেই বিজেপির

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৯ জুন : মাথাভাঙ্গা বিধানসভা কেন্দ্রটি বিজেপির দখলে। লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে ফলের নিরিখে তৃণমূলের থেকে এগিয়ে গেরুয়া শিবির। অথচ শহরে বিজেপির কোনও কার্যালয় নেই। এই কারণে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনায় সমস্যা হচ্ছে। মাস তিনেক হল দলের মাথাভাঙ্গা শহর মণ্ডল সভাপতি পদে বসেছেন প্রকাশ দাস। সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন তিনি।

বিজেপি বিধায়ক সুশীল বর্মন জানান, একসময় শনি মন্দির মোড় সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কার্যালয় ছিল, কিন্তু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নানা অছিলায় বারবার হামলা চালিয়ে সেটি ভেঙে দিয়েছে। অর্থাভাবে নতুন কার্যালয় গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি। তবে নতুন করে কার্যালয় তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।

বিধানসভাকে পাখির চোখ করে মাথাভাঙ্গায় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। কিন্তু এখানে নাগরিক সমস্যা হোক বা অনিয়ম- কোনও ইস্যুতেই বিজেপির তেমন কোনও আন্দোলন কর্মসূচি চোখে পড়ছে না। অথচ লোকসভা ও বিধানসভা ভোটে ফলের নিরিখে মাথাভাঙ্গা পুর এলাকায় তৃণমূলের থেকে এগিয়ে বিজেপি। কিন্তু তারপরও শহরে কেন দলের কোনও কার্যালয় নেই, সেই প্রশ্ন তুলছেন অনেকেই।

এখানেই ছিল বিজেপির কার্যালয়। মাথাভাঙ্গা শহরের শনি মন্দির মোড়ে।

> একসময় শনি মন্দির মোড় সংলগ্ন এলাকায় দলীয় কার্যালয় ছিল, কিন্তু তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নানা অছিলায় বারবার হামলা চালিয়ে সেটি ভেঙে দিয়েছে। তবে নতুন করে কার্যালয় তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে বলে জানান তিনি।
>
> **সুশীল বর্মন**
> *বিজেপি বিধায়ক*

বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য দিলীপ বিশ্বাস বলেছেন, 'শহরে সাংগঠনিক কাজকর্ম পরিচালনার জন্য দলীয় কার্যালয়ের গুরুত্ব রয়েছে। বিষয়টি আমি জেলা সভাপতিকে বলেছি।' তাঁর সংযোজন, 'শহর মণ্ডল কমিটির পক্ষে কার্যালয় তৈরির সমস্ত ব্যয়ভার বহন করা তো সম্ভব নয়। তবে দলের জেলা সভাপতি বিষয়টি দেখবেন বলে জানিয়েছেন।'

মাথাভাঙ্গা শহরের বাসিন্দা তথা বিজেপির লিগ্যাল সেলের কোচবিহার জেলা কনভেনার কৌশিক ভদ্রর বক্তব্য, 'অবশ্যই এ শহরে বিজেপির কার্যালয় থাকা উচিত। জেলা ও মণ্ডল নেতৃত্বকে বিষয়টি দেখতে হবে।' যদিও এবিষয়ে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনকে ফোন করা হলেও তিনি না ধরায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

অন্যদিকে, বিজেপির কার্যালয় ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলছেন, 'তৃণমূল কখনও অন্য দলের কার্যালয় ভাঙার রাজনীতি করে না। বিধানসভা এলাকায় বিজেপির কোনও সংগঠন নেই বলেই তারা তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে।'

টুকরো খবর

হেলেন স্মরণ

কোচবিহার, ২৯ জুন : অ্যাসোসিয়েশন ফর ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপডের পক্ষ থেকে হেলেন কেলারের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হল। ২৭ জুন ছিল হেলেন কেলারের জন্মদিবস। এই উপলক্ষ্যে রবিবার দুপুরে রেল গুমটি লাগোয়া টাউন হাইস্কুলের হলে অনুষ্ঠান হয়। সংগঠনের সম্পাদক বিপদতারণ দাস বলেন, 'হেলেন কেলার আমাদের সবার প্রেরণা।'

সংবর্ধনা

কোচবিহার, ২৯ জুন : পঞ্চাশজন প্রাক্তনীকে সংবর্ধনা দিল জেনকিন্স অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন। প্রত্যেকেই আগে বিভিন্ন কর্মসূচিতে রক্তদান করেছিলেন। রবিবার জেনকিন্স স্কুলের মাঠে তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক প্রিয়তোষ সরকার, প্রাক্তন সাংসদ তথা প্রাক্তনী পার্থপ্রতিম রায় প্রমুখ।

জন্মদিবস

কোচবিহার, ২৯ জুন : রবিবার 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিবস উদযাপন করল শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। ওই সংস্থার তরফে কেশব রোড এলাকায় মনীষীর মূর্তিতে মাল্যদান করা হয়। পথচারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চারাগাছ।

স্মরণসভা

মেখলিগঞ্জ, ২৯ জুন : মেখলিগঞ্জের নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল ক্লাবে রবিবার একটি স্মরণসভা হল। সংগঠনের সদস্য হর্ষিত সিং ১৬ জুন প্রয়াত হন। তাঁর অকাল প্রয়াণের কারণেই ওই স্মরণসভাটি আয়োজিত হয় বলে জানান নর্থবেঙ্গল সায়েন্স অ্যান্ড কালচারাল সোসাইটির কর্ণধার দিব্যায়ণ সরকার।

অনুষ্ঠান

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : তুফানগঞ্জ নিউটাউন বীণাপাণি ক্লাব ও লাইব্রেরি চলতি বছর ৭৫তম বর্ষে পা দিয়েছে। এই উপলক্ষ্যে রবিবার ক্লাব প্রাঙ্গণে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হল। উপস্থিত ছিলেন পুজো কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শুভ্রদীপ সাহা ও বিরাজ সাহা, ক্লাব সম্পাদক বিকাশ কর্মকার।

সরল পিচ্ছিল মার্বেল

মাথাভাঙ্গা, ২৯ জুন : মাথাভাঙ্গা মূল বাজারের সিঁড়ি থেকে রবিবার মার্বেল পাথর তুলে ফেলল মাথাভাঙ্গা পুরসভা। এই বাজারে অবস্থিত মাছ ও মাংসের কমপ্লেক্সে অপরিকল্পিতভাবে মার্বেল বসানোর ফলে দীর্ঘদিন ধরেই দুর্ঘটনা ঘটছে। ফলে মেঝে ও সিঁড়ি থেকে মার্বেল পাথর সরানোর দাবি উঠছিল।

সম্প্রতি মাথাভাঙ্গা পুরসভার চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিকের কাছে এই দাবিতে স্মারকলিপি জমা পড়ে। তার ভিত্তিতেই অবশেষে পুরসভা উদ্যোগ নিয়ে এদিন সিঁড়ি থেকে মার্বেল পাথর তুলে ফেলে। চেয়ারম্যান লক্ষপতি প্রামাণিক বলেন, 'রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির (আরএমসি) সঙ্গে আলোচনা হয়নি। তবে ক্রেতা-বিক্রেতাদের স্মারকলিপির ভিত্তিতে অবস্থা বিবেচনা করে আপাতত বাজার কমপ্লেক্সের সিঁড়ি থেকে মার্বেল তুলে ফেলা হয়েছে।

স্থায়ী সমাধানে কী ধরনের উপকরণ বসানো যায়, যা পিচ্ছিল হবে না, তা নিয়ে পুরসভার ইঞ্জিনিয়াররা ভাবনাচিন্তা করছেন বলে জানিয়েছেন লক্ষপতি। তাঁর সংযোজন, 'মেঝে থেকে মার্বেল তোলা নিয়ে আরএমসি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শীঘ্রই আলোচনা করা হবে।' এদিকে, এই পদক্ষেপে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন বাজারে যাতায়াতকারীরা।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের অর্থে আনুমানিক ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি করা হয়েছিল এই কমপ্লেক্সটি। অভিযোগ, ২০১৮ সালে উদ্বোধনের পর থেকেই সিঁড়ি ও মেঝের পিচ্ছিল মার্বেলে একের পর এক ক্রেতা-বিক্রেতা পড়ে গিয়ে আহত হচ্ছেন। মাথাভাঙ্গা বাজার আরএমসি নিয়ন্ত্রণাধীন। স্থানীয় বাসিন্দা শেখর রায় বলেন, 'কয়েকদিন আগেই মাছ কিনতে এসে পা পিছলে পড়ে গিয়ে কোমরে চোট পেয়েছি।'

জমছে আবর্জনা, বেহাল শৌচালয়ে ক্ষোভ

গৌতম দাস

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেট (কালীবাড়ি) কমিটির অফিসঘরের চারিদিকে আগাছা, আবর্জনা জমছে দীর্ঘদিন থেকে। মাসের পর মাস এভাবেই আবর্জনা জমার ফলে পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। সপ্তাহে মাত্র একদিন সোমবার গোরু কেনাবেচার হাট বসে। একমাত্র ওই দিনই খাজনা (হাটাই) আদায়ের জন্য কয়েক ঘণ্টা অফিস খোলা রাখা হয়। অভিযোগ, সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে অফিস বন্ধ থাকায় খোঁজও রাখা হচ্ছে না রেগুলেটেড মার্কেটের।

আগে ওই বাজারে পূর্ণাঙ্গ অফিস থাকলেও বর্তমানে মূল অফিস কোচবিহারে অবস্থিত। ফলে অভিভাবকহীন হয়ে পড়ছে রেগুলেটেড মার্কেটটি, এমনটাই জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। কাপড় ব্যবসায়ী স্বপ্না দাস বলেন, 'আমরা বেশ কয়েকজন মহিলা এই বাজারে বহু বছর থেকে দোকান করছি। শৌচালয় দীর্ঘ কয়েক বছর থেকে বেহাল। শৌচকর্ম করতে আশপাশের বাড়িতে যেতে হয়।' পাশাপাশি নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার করা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, 'কমিটিকে বলে কোনও সুরাহা হচ্ছে না।' একই বক্তব্য সবজি ব্যবসায়ী সুলেখা দাসেরও।

তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির অফিসের সামনে আবর্জনার স্তূপ।

তুফানগঞ্জ শহরের যানজট কমাতেই শহর থেকে তিন কিলোমিটার উত্তরে তুফানগঞ্জ-ভাটিবাড়ি রাজ্য সড়কের ধারে কালীবাড়ি এলাকায় ১৯৮৮ সালে ৩৬ একর জমির ওপর গড়ে ওঠে এই বাজারটি। কিন্তু নানা সমস্যার কারণে দিন-দিন ক্রেতাশূন্য হতে চলেছে বাজারটি। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নিয়মিত আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়ায় যত্রতত্র জমছে আবর্জনার স্তূপ। 'আবর্জনা পরিষ্কার করার জন্য কোনও সুইপারের ব্যবস্থা নেই', বললেন তুফানগঞ্জ রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির ইনচার্জ নেপালচন্দ্র দে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানানো হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। গোরু বিক্রি করতে এসেছিলেন নাককাটিগাছের সহিদুল মিয়াঁ। তাঁর কথায়, 'অভিভাবকহীন এই বাজারে ঢোকাই মুশকিল। পুরো বাজারটি ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। প্রশাসনের চরম উদাসীনতার ছবি স্পষ্ট। বিশেষ করে শৌচালয় ব্যবহার করা যাচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের বিষয়গুলো দেখা উচিত।'

নিজেদের টাকায় আবর্জনা পরিষ্কার করতে হয় বলে জানিয়েছেন গালামাল ব্যবসায়ী সুখদেব দাস। কালীবাড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সঞ্জিত সূত্রধরের বক্তব্য, 'পুরুষদের তুলনায় মহিলারা সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন। কর্তৃপক্ষকে বারবার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি।'

তৃণমূলের প্রস্তুতি সভা

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : রবিবার তুফানগঞ্জ শহর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হল। এদিন ৭ নম্বর ওয়ার্ডের আবাহন ভবনে সভাটি হয়েছে। সেইসঙ্গে এদিন তৃণমূলের শাখা সংগঠনের নবনিযুক্ত সভাপতিদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। শহর ব্লক সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ধর সহ অন্যরা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

ভ্যাট উপচে রাস্তায় আবর্জনার স্তূপ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৯ জুন : আবর্জনা ফেলার জন্য শহরের বিভিন্ন গলিতে রাস্তার পাশে যে কংক্রিটের ভ্যাটগুলি রয়েছে সেগুলি সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে অভিযোগ হলদিবাড়ি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের। ভ্যাট উপচে আবর্জনা রাস্তায় জমা হয়েছে। ফলে সেখান থেকে এলাকায় দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। পাশাপাশি মশামাছির উপদ্রব বেড়েছে। এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভ্যাটটিতে যাতে আবর্জনা না ফেলা হয় সেই দাবিতে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

১১ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সুব্রত বসুর বাড়ির সামনে একটি কংক্রিটের ভ্যাট রয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে ভ্যাটটির একাংশ ভেঙে যায়। অনেক সময় পথকুকুর সহ অন্যান্য প্রাণী সেই আবর্জনা রাস্তায় টেনে নিয়ে আসে। এই আবর্জনা মাড়িয়ে পথচারীদের যাতায়াত করতে হয়। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার দুলাল বিশ্বাস জানান, বিষয়টি তাঁর নজরে পড়েছে। দ্রুত সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন তিনি।

সমস্যা যেখানে

- ১১ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায় একটি কংক্রিটের ভ্যাট রয়েছে
- বেশ কিছুদিন আগে ভ্যাটটির একাংশ ভেঙে যায়
- অনেক সময় পথকুকুর সহ অন্যান্য প্রাণী সেই আবর্জনা রাস্তায় টেনে নিয়ে আসে
- এই আবর্জনা মাড়িয়ে পথচারীরা যাতায়াত করেন

দেশবন্ধুপাড়ায় এই ভ্যাট থেকে এলাকায় দূষণ ছড়াচ্ছে।

স্থানীয় বাসিন্দা কিরণ দাসের কথায়, 'এই ভ্যাটটি আমাদের সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুর্গন্ধের জন্য এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ওই ভ্যাটটিতে আবর্জনা যাতে না ফেলা হয় তার জন্য স্থানীয় কাউন্সিলারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।' বর্তমানে শহরে সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হয়েছে। বাড়ির আবর্জনা দুই ভাগে ভাগ করে রাখার জন্য দুটি করে বালতি দেওয়া হয়েছে। সাফাইকর্মীরা প্রতিটি বাড়ি থেকে আবর্জনা নিয়ে যান। তাই রাস্তার পাশে ভ্যাটের প্রয়োজন নেই বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

‘মুখ্যমন্ত্রীকে গদিছাড়া করব’

শিলিগুড়িতে মিছিল, অবরোধ চাকরিহারাদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : রাজ্য সরকারের ওপর চাপ বাড়াতে গত এক মাস ধরে কলকাতায় আন্দোলন চালাচ্ছেন চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এবার ফের কর্মসূচির গতিমুখ ছড়িয়ে দিতে চাইছেন তাঁরা। জেলায় জেলায় ঝাঁঝ বাড়ানোর পরিকল্পনা আন্দোলনকারীদের। রবিবার শিলিগুড়িতে চাকরিহারা শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা মিছিলে হাঁটেন। পাশাপাশি দীর্ঘক্ষণ হাসমি চকে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা।

বেঙ্গল মাদ্রাসা এডুকেশন ফোরাম, উই দ্য ফোরাম ফর প্লিডিং জাস্টিস এবং যোগ্য গ্রুপ-সি, গ্রুপ-ডি অধিকার মঞ্চের তরফে এদিনের মিছিলটি হয়। শিলিগুড়ি জংশন থেকে শতাধিক চাকরিহারা পা মিলিয়ে পৌঁছান হাসমি চকে। প্রায় ৪০ মিনিট ধরে সেখানে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ চলে। এর ফলে যানজটের সৃষ্টি হয়। রোদে আটকে পড়া সাধারণ মানুষকে বিস্তর দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে।

এদিনের কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোর পাশাপাশি নদিয়া, বর্ধমান সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে চাকরিহারারা শামিল হয়েছিলেন। তাঁদেরই একজন আলিপুরদুয়ারের সুকান্ত হাইস্কুলের চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা মৌমিতা পাল। তাঁর হুঁশিয়ারি, ‘যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ান।

মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের চাকরি খান, তবে তাঁকে গদি থেকে টেনে নামাব। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এই অঙ্গীকার করছি। রাজ্য সরকার দুর্নীতি করে আমাদের পেটে লাথি মারছে। ভোট দিয়ে আমরা যাঁদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছি, তাঁদের টেনেও নামাতে পারব।’

এর আগে প্রতিটি জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কার্যালয়ে অভিযান করেছেন চাকরিহারারা। বিকাশ ভবনের সামনে টানা অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছেন। সেই আন্দোলন চলাকালীন শিলিগুড়ি থেকেই উত্তরবঙ্গজুড়ে মিছিল ও রাস্তা অবরোধের মাধ্যমে আন্দোলন শুরু করলেন তাঁরা। নতুন করে আর পরীক্ষায় বসতে না চাওয়া এবং রাজ্য যেন দ্রুত যোগ্য-অযোগ্যদের তালিকা প্রকাশ করে, এই দুই দাবিতে অনড় শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের চাকরিচ্যুত শিক্ষক দেবাঞ্জন বিশ্বাস বললেন, ‘রাজ্য সরকারের ওপর আমাদের সম্পূর্ণ আস্থা নেই। অস্থায়ী হিসেবে নয়, ৬০ বছর পর্যন্ত চাকরির নিশ্চয়তা চাইছি। কলকাতার পাশাপাশি জেলায় জেলায় আমাদের আন্দোলন চলছে।’

মালদা থেকে এসেছিলেন আরেক চাকরিচ্যুত শিক্ষক অমিতকুমার দাস। তাঁর কথায় হতাশার সুর, ‘খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সরকার যাতে যোগ্যদের তালিকা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে, সেই দাবি তুলছি। যোগ্যতার সঙ্গে স্কুলে ফিরতে চাই। যোগ্যতার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছি, তাই আর নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।’

হাসমি চকে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন চাকরিহারারা।

> যোগ্য মুখ্যমন্ত্রী হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিক্ষকদের পাশে এসে দাঁড়ান। মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাদের চাকরি খান, তবে তাঁকে গদি থেকে টেনে নামাব। চাকরিহারা শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীরা এই অঙ্গীকার করছি। রাজ্য সরকার দুর্নীতি করে আমাদের পেটে লাথি মারছে। ভোট দিয়ে আমরা যাঁদের ক্ষমতার আসনে বসিয়েছি, তাঁদের টেনেও নামাতে পারব।
>
> **মৌমিতা পাল** চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা, আলিপুরদুয়ার সুকান্ত হাইস্কুল

> খুব খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হচ্ছে। সরকার যাতে যোগ্যদের তালিকা খুব তাড়াতাড়ি প্রকাশ করে, সেই দাবি তুলছি। যোগ্যতার সঙ্গে স্কুলে ফিরতে চাই। যোগ্যতার সঙ্গে পরীক্ষা দিয়েছি, তাই আর নতুন করে পরীক্ষা দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই।
>
> **অমিতকুমার দাস** মালদার চাকরিচ্যুত শিক্ষক

ইজ্জতের ‘দাম’ ৫০ হাজার

ধূপগুড়ি, ২৯ জুন : কসবা ধর্ষণ কাণ্ডের রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে জেলাজুড়ে বিক্ষোভ ও থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে তারা। এদিকে, ধূপগুড়ি ব্লকের একটি নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় সেই বিজেপিরই এক নেতা আবার টাকা দিয়ে মিটমাট করার পরামর্শ দিয়েছেন বলে অভিযোগ। সম্প্রতি একটি ভাইরাল ভিডিওতে বিজেপির পূর্ব মণ্ডল কমিটির সদস্য এবং পেশায় শিক্ষক রঞ্জিত বর্মনকে ঘটনা মিটমাট করার জন্যে টাকার প্রস্তাব দিতে দেখা গিয়েছে। যদিও সেই ভিডিও’র সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। নাবালিকা ধর্ষণের পাশাপাশি এই টাকা দিয়ে মিটমাটের চেষ্টার অভিযোগ নিয়েও এলাকায় তুলকালাম চলছে। যদিও অভিযুক্ত বিজেপি নেতা রঞ্জিত বলেন, ‘মীমাংসা করতে যাইনি। আমরাই নির্যাতিতার পাশে দাঁড়িয়েছি।’

সেই নিগৃহীতার মা অবশ্য মিটমাটের প্রস্তাব মানেননি। তিনি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযুক্ত ধরাও পড়েছে। সেই নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে তারই কাকার বিরুদ্ধে। শনিবার ১১ বছরের সেই নাবালিকা জমি থেকে গবাদিপশু নিয়ে বাড়ি আসছিল। তখন সেই নাবালিকার বাবার খুড়তুতো ভাই তাকে জোর করে বাড়ির পেছনে ফাঁকা জায়গায় নিয়ে যায় ও ধর্ষণের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। চোখে পড়ে যায় নাবালিকার মায়ের। তিনি ছুটে এসে মেয়েকে রক্ষা করেন। ঘটনার পরেই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন নাবালিকার মা। তিনি চোখের সামনে দেখা ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারছেন না। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ অভিযোগ দায়ের হতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, ‘পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। একজন ধরা পড়েছে। আর কেউ পকসো মামলায় মিটমাট করতে চাইলে তার বিরুদ্ধেই পুলিশ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।’

অভিযোগ উঠেছে, ঘটনার পর রঞ্জিত মিটমাট করার জন্যে টাকার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রঞ্জিত বলছেন, ‘দুই হাজার, পাঁচ হাজার নিলে একটা তো মীমাংসা হত। এমনও হতে পারে, ৫০ হাজার টাকা মেয়েটির নামে ফিক্সড করে দিলে বিয়ের সময় কাজে লাগবে।’

এই প্রস্তাব মানতে প্রথম থেকেই নারাজ ছিলেন নাবালিকার মা। মায়ের কথায়, ‘একজন কাকা তার ভাইঝির সঙ্গে এমনটা করতে পারে, তা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।’

একই দাবি করেছেন নাবালিকার জেঠুও। তাঁর কথায়, ‘বাচ্চা মেয়েটি বাড়ির কাজ করছিল। সেই সুযোগে নিজেদেরই আত্মীয় এমন ঘটনা ঘটাবে তা ভাবতে পারছি না।’

অন্যদিকে, এই প্রসঙ্গে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে চাপানউতোরের খেলা।

স্কুলে টাকা ‘চুরির’ শাস্তি বেধড়ক মার

নীহাররঞ্জন ঘোষ ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

মাদারিহাট ও রাঙ্গালিবাজনা, ২৯ জুন : অভিযোগ টাকা চুরির। সেই অভিযোগ নাকি প্রমাণও করে দিয়েছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। টাকা চুরির অভিযোগে তাই তৃতীয় শ্রেণির এক ছাত্রকে গত দু’দিন ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। তার পিঠে, পায়ে, হাতে ও হাতের তালুতে আঘাত রয়েছে। বেধড়ক মারধর করে তিনটি লাঠি ভেঙে ফেলেছেন শিক্ষক। তার দুই হাতের তালুতে এমনভাবে নারকেলের শলার ঝাঁটা দিয়ে মারা হয়েছে যে ক্ষত তৈরি হয়েছে।

ওই নাবালক মাদারিহাট থানার উত্তর শিশুবাড়ির ভগতপাড়ার বাহাদুর ভগত সারদা শিশু মন্দির আবাসিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়া। এমন নির্যাতন সহ্য করতে পারেনি নাবালকটি। বাড়িতে নিয়ে আসার পরই জ্বরে শয্যাশায়ী ওই ছাত্র। তার বাড়ি মাদারিহাটের মুজনাই চা বাগানের বাঙ্গাবাড়ি ডিভিশনের মন্দির লাইনে। রবিবার ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিশুর বাবা মাদারিহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেছেন, ‘আমরা তদন্ত শুরু করেছি। আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

ওই ছাত্রের বাবা কিষানলাল ওরাওঁ দুই বছর আগে ওই বেসরকারি আবাসিক স্কুলে তাঁর ছোট ছেলেকে ভর্তি করেছিলেন। এখন সে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ছে। স্কুলে গরমের ছুটি ঘোষণার পর শুক্রবার বিকালে ছেলেকে আনতে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেন ছেলে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। কী হয়েছে জানতে চাইলে জামা খুলে হাত, পা, কোমর ও পিঠে ক্ষতচিহ্ন দেখায়। বলে, ‘আমাকে হেডস্যর টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে এইভাবে দুইদিন ধরে মেরেছে।’ কিষানলাল বললেন, ‘ছেলের গোপনাঙ্গেও যেভাবে মেরেছে তাতে আমি স্থির থাকতে পারিনি। দেখি শরীরে কালশিটে পড়ে গিয়েছে। দুই হাতের তালুতে অজস্র ফুটো হয়ে আছে। হাত-পা ফুলে গিয়েছে। ও যন্ত্রণায় খেতে পারেনি। আমাকে ফোন করতে চাইলেও করতে দেওয়া হয়নি। যন্ত্রণায় ছেলে বিছানায় পড়ে থাকলেও ওষুধ পর্যন্ত দেয়নি।’

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক ঘোষ এমন ঘটনা ঘটিয়েছেন বলে কিষানলালের অভিযোগ। দীপক কার্যত অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরেই তাঁর পকেট ও যেখানে টাকা রাখেন সেখান থেকে চুরি হচ্ছিল। ওই ছাত্রের প্রতি সন্দেহ হয়। শেষপর্যন্ত প্রমাণ হয়ে যায় সে-ই টাকা চুরি করেছে। সেইজন্য শাসন করেছেন। তবে দীপকের কথায়, ‘শাসন যে এতটা বেশি হয়ে যাবে আমি বুঝতে পারিনি। আর চিকিৎসা করাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ওর বাবা রাজি হননি।’ দীপক ছেলেটির চিকিৎসার খরচ দিতে চেয়েছেন।

কিষানলাল মুজনাই চা বাগানে বিঘা শ্রমিকের কাজ করেন। তাঁর স্ত্রী বাগানের স্থায়ী শ্রমিক। দুই ছেলে, এক মেয়ে। এটি ছেলে ছোট। সেই স্কুলে প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা দিতে হয় থাকা ও খাওয়ার খরচ বাবদ। স্কুলটি ২০১২ সালে স্থাপিত হয়েছে। চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় এখানে। মোট ২৩১ জন ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ছাত্রটি জানিয়েছে, তাকে জামাকাপড় রাখার ঘরে নিয়ে গিয়ে মারধর করেছেন প্রধান শিক্ষক।

এখন কিষানলাল বলছেন, ‘ছেলে যদি টাকা চুরি করেও থাকে, আমাকে খবর দিতে পারত। কিন্তু ৮ বছরের ছেলেকে এভাবে কেউ মারধর করে?’ ওই শিক্ষকের কঠোর সাজার দাবি জানিয়েছেন শিশুটির মা সাবিনা ওরাওঁ-ও।

> আমাকে হেডস্যর টাকা চুরির অপবাদ দিয়ে এইভাবে দুইদিন ধরে মেরেছে।
>
> আক্রান্ত পড়ুয়া

ছেলের খিদে, তিস্তায় ফেললেন মা

প্রথম পাতার পর

সীমার এই কাণ্ড দেখে নদীর পাড়ে উপস্থিত দুই কিশোরী পল্লবী কীর্তনিয়া ও মল্লিকা পাল এবং এক মহিলা বিশুকা পাট্টাদার আঁতকে ওঠেন। তাঁরা কোনওক্রমে নদী থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করেন। তাঁদেরই চিৎকার শুনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। অভিযোগ, সেসময় ফের সীমা ওই কিশোরীদের হাত থেকে বাচ্চাটিকে নিয়ে নদীতে ফেলার চেষ্টা করেন। তখন এলাকার মহিলারা এসে সীমার ওপর চড়াও হন। দেওয়া হয় গণধোলাই। খবর পেয়ে বাড়িতে ছুটে আসেন বিপুল। এরপর ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষ বলেন, ‘ময়নাগুড়ি থানার আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছেন। পরবর্তীতে যাতে কোনও ঘটনা না ঘটে সেব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে।’

বিপুলের বক্তব্য, ‘কয়েকদিন আগে কাজ করে যা টাকা পেয়েছিলাম তা দিয়ে চাল কিনে এনেছিলাম। সেই চাল শেষ হয়ে গিয়েছে। কাজের খোঁজে বাইরে গিয়েছিলাম। পরে শুনি এই ঘটনা ঘটেছে। স্ত্রী কেন এমন কাণ্ড ঘটাতে চাইল, বুঝতে পারছি না।’ খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে আসেন সীমার বাপের বাড়ির লোকেরাও। তাঁরাও স্থানীয়দের ক্ষোভের মুখে পড়েন। হতবাক তাঁরাও।

ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। উদ্ধার করেছে যারা, সেই দুই কিশোরী পল্লবী ও মল্লিকা জানায়, স্নানের জন্য নদীতে গিয়েছিলাম। দেখতে পাই ওই মহিলা বাচ্চাটিকে নদীতে ফেলে চলে যাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরা নদী থেকে বাচ্চাটিকে উদ্ধার করি।

ওই মহিলার এমন কর্মকাণ্ডে হতবাক প্রফুল্ল বিশ্বাস, কাশীনাথ বিশ্বাসদের মতো স্থানীয় বাসিন্দারাও এমন ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

রবিবার প্রচণ্ড বৃষ্টিতে পূর্ব সিংভূমের একটি আবাসিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণ জলে ভরে যায়। ওই বিদ্যালয়ের প্রায় ১৬০ জন পড়ুয়া ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তারা বিদ্যালয়ের ভিতরে আটকে পড়েছিল। পরে পুলিশ গিয়ে তাদের সকলকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। - পিটিআই

বহিষ্কৃত ৫ ছাত্র

বহরমপুর, ২৯ জুন : মুর্শিদাবাদের বহরমপুর কলেজের দ্বিতীয় সিমেস্টারের পড়ুয়াদের র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় পদক্ষেপ করা হল। অ্যান্টি রাগিং কমিটির সুপারিশ মেনে চতুর্থ সিমেস্টারের পাঁচ ছাত্রকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করেছে কলেজ কর্তৃপক্ষ।

কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক শান্তনু ভাদুড়ি রবিবার এই কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘অভিযোগ পাওয়ার পর অভিযোগকারী এবং অভিযুক্তদের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সামনে হাজির করানো হয়েছিল। সোমবার কলেজ খুললে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযুক্ত ছাত্রদের হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হবে।’

জুনিয়ার পড়ুয়াদের অভিযোগ, বহরমপুর ধোপঘাঠির কাছে বহরমপুর কলেজের যে সম্প্রীতি বয়েজ হস্টেল রয়েছে সেখানে সিনিয়াররা জুনিয়ারদের নানাভাবে বিরক্ত করে। সিনিয়ারদের পোশাক ধুয়ে দেওয়া থেকে খাবার এনে দেওয়া, দাদাদের নানা ফাইফরমাশ খাটতে হয় জুনিয়ারদের। আতঙ্কিত জুনিয়াররা দিনকয়েক আগেই ইউজিসি কর্তৃপক্ষকে সরাসরি পুরো বিষয়টি মেল করে জানায়। ইউজিসি গোটা বিষয়টি দ্রুত খতিয়ে দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট দিতে বলে। সেই নির্দেশ পেয়েই নড়েচড়ে বসে কলেজ কর্তৃপক্ষ। এরপর কলেজের গভর্নিং বডির তত্ত্বাবধানে অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির সদস্যরা অভিযুক্ত থেকে অভিযোগকারী পড়ুয়াদের ডেকে পাঠিয়ে তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা বলেন। দু’পক্ষের বক্তব্য শোনার পর চতুর্থ সিমেস্টারের পাঁচ পড়ুয়াকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সুপারিশ অনুযায়ী অভিযুক্ত পাঁচ ছাত্রকে হস্টেল ছেড়ে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক জানিয়েছেন, অভিযুক্ত পড়ুয়াদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে তাদের শুধুমাত্র হস্টেল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষতিগ্রস্ত অংশে ফের ট্রেন চলাচল

মালিগাঁও, ২৯ জুন : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনের জাতিংগা লামপুর-নিউ হাফলং সেকশনে কিলোমিটার ১০৮/৬-৮-এর ক্ষতিগ্রস্ত অংশের মধ্য দিয়ে ট্রেন পরিষেবা ফের চালু করেছে। ২৯ জুন, ২০২৫ থেকে দুপুর ১২.০০টা ও সন্ধ্যা ৬.০০টার মধ্যে সীমিতভাবে ট্রেন চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ৩০ জুন সোমবার থেকে সম্পূর্ণরূপে ট্রেন পরিষেবা পুনরায় চালু হবে।

প্রথম একটি খালি পণ্যবাহী ট্রেন এই সেকশন দিয়ে যায় এবং সকাল ১০.২১টা নিউ হারাঙ্গাজাও থেকে রওনা হয়।

তারপর ১৩১৭৫ শিয়ালদা–শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস কোনও বাধা ছাড়াই ওই অংশ দিয়ে পার হয়ে যায়। এরপর ১৩১৭৪ সাবরুম-শিয়ালদা কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসও তার মূল রুটে নির্বিঘ্নে চলাচল শুরু করে। এছাড়া রঙ্গিয়া থেকে একটি বিশেষ রিলিফ ট্রেন সফলভাবে চলাচল করে যার ফলে আটকে পড়া যাত্রীদের চলাচল সহজতর হয়।

ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে কিলোমিটার ১০৮/৬-৮ এর মধ্যবর্তী সেকশনটি একাধিক ভূমিধসের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতনকুমার শ্রীবাস্তব ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দল ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার এবং ট্র্যাক পুনরুদ্ধারের জন্য দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে বলে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানিয়েছেন।

উপহাসের প্যারেড গ্রাউন্ড

প্রথম পাতার পর

এই ফ্ল্যাশব্যাক সঙ্গী করেই প্রধানমন্ত্রীর সভা। কথায় বলে, ‘স্যাকরার দশ ঘা, আর কামারের এক ঘা’। প্রধানমন্ত্রীর সভা প্যারেড গ্রাউন্ডে সেই ঘা দিয়েছে। এমন ঘা পড়েছে যে, প্যারেড গ্রাউন্ড কোমায় চলে গিয়েছে।

দল বদলাবে, নেতা বদলাবে, নেতারা দল পালটাবেন, কিন্তু প্যারেড গ্রাউন্ডটা থাকবে। আলিপুরদুয়ারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, প্যারেড গ্রাউন্ডকে জেলার মানুষ কী হিসেবে দেখতে চান, সম্পদ, নাকি বিপদ? যদি সম্পদ হিসেবে দেখার ইচ্ছে থাকে তাহলে কিছু পদক্ষেপ করতেই হবে। প্রথমত, প্যারেড গ্রাউন্ডকে পুরোনো অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে হবে, দ্বিতীয়ত, একটা নিয়ম চালু করতে হবে। পুরসভা, প্রশাসন, পুলিশ, জেলা পরিষদ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, রাজনৈতিক দল মিলে তা তৈরি করবে। সেটা সবাইকে মেনে চলতে হবে। তৃতীয়ত, যারা বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক কারণে মাঠ ব্যবহার করবেন তাঁদের টাকা দিয়ে মাঠ ভাড়া নিতে হবে। সেই টাকা মাঠের উন্নয়নেই কাজে লাগাতে হবে। তবে যে কথাটা না বললেই নয়, দূষণ শুধু ইট-বালি-পাথরেই হয় না। গোটা প্যারেড গ্রাউন্ডে সন্ধ্যার সঙ্গে দূষণ আসে নেশার হাত ধরে অশালীনতায়। কে বন্ধ করবে? দায় কে নেবে? সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে, দায়িত্ববান না হলে কিছুই হবার নয়। প্যারেড গ্রাউন্ডটা যদি আলিপুরদুয়ারে না হয়ে কলকাতায় হত তাহলে কি কেউ সাহস দেখাতেন মাঠের সর্বনাশ করার? কলকাতায় পান থেকে চুন খসলে রে-রে পড়ে যায়, গাছ কাটা পড়লে গান হয় পথের ধারে, মাঠ খুঁড়লে মিছিল হয় রাজপথে। প্রশাসন, পুলিশের তৎপরতা বাড়ে, বিধানসভায় আলোচনা হয়। কিন্তু রাজধানী শহর থেকে সাতশো কিলোমিটার দূরের শহরের মাঠের কান্না কলকাতার বাবুদের ঠান্ডা ঘরে পৌঁছায় না, দিল্লি তো বহুদূর।

আসলে উত্তরবঙ্গের সহিষ্ণুতাকে দুর্বলতা ধরে নেওয়া হয়েছে। কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভার পর নেতা-কর্মীদের ঠোঙা কুড়োনোর ছবি পরিবেশ সচেতনতা নিয়ে সাধারণ মনে ভরসা জোগায়, কিন্তু আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের দুর্দশার ছবি আতঙ্ক তৈরি করে না।

(লেখক- প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা)

ভাঙচুর

প্রথম পাতার পর

যদিও এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগসাজশ দেখছেন না তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধর। তাঁর কথায়, ‘কী কারণে ভেঙেছে তা কেউই বলতে পারছে না। সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত শত্রুতার বিষয়টিও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তবে যে বা যারা-ই করুক না কেন, তারা সমাজবিরোধী। পুলিশ তাদের খুঁজে বের করে শাস্তি দিক।’ আর সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের কথায়, ‘তৃণমূলের জমানায় এভাবেই দুষ্কৃতীরা শহরে দাপিয়ে বেড়ায়।’

পুরীতে মৃত তিন

প্রথম পাতার পর

সেই গাড়ির জন্য পথ তৈরি করে দিয়ে ভিড় সরানোর চেষ্টা হয়। তা করতে গিয়ে ভেঙে যায় ব্যারিকেড। পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা ঘটে তখনই।

মৃত বাসন্তী সাউয়ের স্বামী বলেন, ‘গুণ্ডিচা মন্দিরের বাইরে প্রায় ৫০ হাজার ভক্ত জড়ো হয়েছিলেন। হঠাৎ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অনেক পুলিশকর্মী পালিয়ে যান। ২০০-৩০০ জন পড়ে গিয়েছিলেন। আমরা পুলিশের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। কেউ এগিয়ে আসেননি।’ পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রবিবারই পুরীতে পৌঁছান আইনমন্ত্রী পৃথ্বীরাজ হরিচন্দন।

গোটা ঘটনার জন্য ওড়িশা সরকারের দিকে আঙুল তুলেছে বিরোধীরা। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘রথযাত্রার সময় ভিড় ব্যবস্থাপনায় ভয়াবহ ব্যর্থতার মাত্র একদিন পর আজকের পদদলিত হওয়ার ঘটনা সরকারের স্পষ্ট অক্ষমতার উদাহরণ।’

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি পোস্টে লিখেছেন, ‘মৃতদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। প্রার্থনা করি আহতরা যেন দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠেন।’ ভিড় নিয়ন্ত্রণে রাজ্য সরকারের ব্যর্থতার দিকে ইঙ্গিত করেছেন রাহুলও। শুক্রবার নিয়ম মেনে মূল মন্দির থেকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও সুভদ্রাকে নিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরের দিকে রওনা দিয়েছিল ৩টি রথ। কিন্তু ভক্তদের ভিড়ে সেদিন নন্দীঘোষ, তালধ্বজ এবং দর্পদলন নামের রথ ৩টি গুণ্ডিচা মন্দিরে পৌঁছোতেই পারেনি। শনিবার রথগুলি পৌঁছেছিল।

২৬ হেক্টরে গন্ডারের খাবার

কোচবিহার, ২৯ জুন : কোচবিহার পাতলাখাওয়ার বনাঞ্চলের প্রায় ২৬ হেক্টর জমিতে গত কয়েকদিন ধরে ফডার প্ল্যান্টেশনের কাজ শুরু করেছে বন দপ্তর। জঙ্গলকে গন্ডারের থাকার উপযুক্ত করে তোলার জন্যই এই আয়োজন। জঙ্গলে নানা ধরনের ঘাস লাগিয়ে সেখানে গন্ডার থাকার জন্য পর্যাপ্ত তৃণভূমি তৈরি করার প্রক্রিয়া চললেও এখনও সেখানে বন দপ্তর গন্ডার ছাড়েনি। ২০১২ সাল নাগাদ হিতেন বর্মন বনমন্ত্রী থাকাকালীন পাতলাখাওয়া বনাঞ্চলে গন্ডারের আবাসস্থল তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। এরপর একাধিকবার প্ল্যান্টেশন করা এবং বনাঞ্চলের কিছু জায়গায় বৈদ্যুতিক তার বসানোর কাজ হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বন্যপ্রাণীদের সুবিধার্থে প্রন্নডি, ভাট্টা, মালসা সহ বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস লাগানো হচ্ছে। মোট ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ঘাস লাগানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এবিষয়ে বিভাগীয় বনাধিকারিক অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, ‘বন্যপ্রাণীর আবাসস্থলের যাতে আরও উন্নতি করা যায়, তাই সেখানে ২৬ হেক্টর এলাকাজুড়ে ঘাস লাগানো হচ্ছে। গন্ডারের জন্য আমরা প্রতিবছরই কাজ চালাচ্ছি। প্রতিবছরই তৃণভূমির পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে।’

নাবালিকার বিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার কাজি

বহরমপুর, ২৯ জুন : এক শব্দে ব্যতিক্রমী! সীমান্ত ঘেঁষা জেলা মুর্শিদাবাদ। সেখানে নাবালিকার বিবাহ রোধ করতে কড়া হাতে মাঠে নামল প্রশাসন। এগিয়ে এসেছে বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন এবং স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিও। শনিবার মধ্য রাতে মুর্শিদাবাদের লালগোলায় গোপনে এক নাবালিকার বিয়ের আয়োজন করা হয়। সেখানে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় পাত্র, নাবালিকার মা এবং কাজিকে। রবিবার ধৃতদের লালবাগ আদালতে তোলা হলে বিচারক জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। অভিযোগ, অনেকক্ষেত্রে নাবালিকাদের বিয়ে দেওয়ায় গ্রামীণ এলাকায় কাজি এবং পুরোহিতদের অগ্রণী ভূমিকা থাকে। সঠিক বয়সের হিসেবনিকেশ না করেই বিয়ে দিতে এগিয়ে আসেন মোটা টাকার বিনিময়ে। আর এই পরিস্থিতি ঠেকাতে আসরে নেমেছে প্রশাসন।

ভোটের অঙ্কে গুরুত্ব সিএসপিদের

প্রথম পাতার পর

তৃণমূলের জেলা সভাপতি বললেন, ‘সামনে সংঘের নির্বাচন রয়েছে। সেই নির্বাচনে আমরা জিততে চাই। নির্বাচনে জিতে জেলার যে সমস্ত জায়গায় তৃণমূলবিরোধী মনোভাবাপন্ন সিএসপি রয়েছেন, তাঁদের আমরা বদলে দেব।’

এই সিএসপিদের কাজ কী? তৃণমূলই বা তাঁদের এত গুরুত্ব দিতে চাইছে কেন? কোচবিহার জেলার প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে তিনজন করে সিএসপি সদস্য রয়েছেন। তাঁদের কাজ হচ্ছে, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে যে ৪০০ থেকে ৭০০ বা তারও বেশি স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, সেগুলি পরিচালনা করা ও গোষ্ঠীগুলিকে নানাভাবে সহযোগিতা করা। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল সিএসপি ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেলা সভানেত্রী পিংকি বর্মন, ঘুঘুমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিএসপি এহমিনা পারভিনরা জানালেন, তাঁদের কাজ হল মূলত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির সংগঠনে সহায়তা করা। গোষ্ঠীর সদস্যদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। তাঁদের রেজোলিউশন লিখতে সহায়তা করা। এছাড়া ছয় মাস পরপর স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির ৩০ হাজার টাকা করে যে রিভলভিং ফান্ড (আরএফ) পাওয়ার কথা, সেটা যাতে তারা ঠিকভাবে পায় তারও ব্যবস্থা করা। প্রশ্ন হচ্ছে, এই সিএসপিদের এত গুরুত্ব দিতে চাইছে কেন তৃণমূল? বিধানসভা নির্বাচনে তাঁরা কোন কাজে লাগবে? তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, তাঁরা চাইছেন, নির্বাচনে গ্রামের মহিলারা যাতে তৃণমূলের স্বার্থে কাজ করেন। আর সেটা সম্ভব এই সিএসপিদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে। কারণ, প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৪০০ থেকে ৭০০ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে। আবার প্রতিটি স্বনির্ভর গোষ্ঠীতে ন্যূনতম ১০ থেকে সর্বোচ্চ ১৫ জন করে সদস্যা রয়েছেন। অর্থাৎ এই হিসাবে দেখতে গেলে প্রায় প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে ৬ থেকে ৮ হাজার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য রয়েছেন। যাঁদের নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করেন গ্রাম পঞ্চায়েতের এই তিনজন করে সিএসপি। জেলার ১২৮টি গ্রাম পঞ্চায়েত ধরে হিসাব করলে জেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলা সদস্য রয়েছেন ৭ থেকে ৮ লক্ষ। আর তাঁদের নিয়ন্ত্রণ করেন ৩৮৪ জন সিএসপি। সেই ৩৮৪ জনকে হাতে রেখে সেই ৮ লক্ষ মহিলাকে হাতে রাখতে চাইছে তৃণমূল।

মহুয়া-কল্যাণের বেলাগাম বাগযুদ্ধ

প্রথম পাতার পর

তাঁর কাছ থেকে আমাকে নারীবিদ্বেষ শিখতে হবে না। যে মহিলাকে ডিভোর্স করিয়েছেন, সেই মহিলা এখন কোথায় যাবেন? তাঁরও তো ছেলেপুলে আছে।’

বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী তৃণমূলের অন্দরের এই কলহ কিছুদিনের মধ্যে মিটে যাবে বলে আমল দিতে না চাইলেও তাঁর দলের আইটি সেলের সর্বভারতীয় প্রধান অমিত মালব্য মহুয়াকে সমর্থন করে সমাজমাধ্যমে লেখেন, পশ্চিমবঙ্গে শুধু অপরাধীদের হাত থেকে নয়, শাসকদলের হাত থেকেও কোনও মহিলা নিরাপদ নন। তাঁর মত, মহুয়াকে কল্যাণের ‘গোল্ডডিগার’ বলে আখ্যা আসলে তৃণমূলের ধর্ষণ যোগ থেকে মানুষের মনোযোগ ঘোরানোর চাল। মহুয়া রবিবার রাত পর্যন্ত এব্যাপারে আর কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি। তবে তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, ‘যাঁরা নারী নিরাপত্তা নিয়ে বড় বড় কথা বলছেন, তাঁরা নিরাপত্তা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের কোনও গ্রামে রাত ৮টার পরে গিয়ে দেখান। ওখানকার কোনও গ্রামে ১ কিলোমিটার হেঁটে দেখান।’

দলে কাজিয়া বেলাগাম হয়েছে কল্যাণ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকেও নিশানা করায়। কল্যাণের বক্তব্য, ‘দায়িত্বহীন কয়েকজন নেতা হয়ে বসে আছে। যার জন্য মহিলাদের ওপর নির্যাতন ওপরের নেতারা জানতে পারেন না। আইন না থাকলে এদের ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে গুলি করে মারা দরকার।’ তাঁর মন্তব্য তৃণমূল অনুমোদন না করায় শনিবার মদন সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, ‘দোষীদের আড়াল করতে আমি কোনও কথা বলিনি। দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে আমাকে ভুল না বোঝার অনুরোধ জানাই। আমার মন্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যার জন্য আমি যে কোনও তদন্তের মুখোমুখি হতে প্রস্তুত।’ তার পরেও রবিবার তাঁকে শোকজ করা হয়েছে।

‘অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দিয়ে জ্বালা জুড়োয়’

মুম্বই, ২৯ জুন : টি২০ ফরম্যাটের পর টেস্ট। জোড়া ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়ে আপাতত হাতে অখণ্ড সময়। সন্তান-পরিবারকে নিয়ে ছুটির মেজাজে। তার ফাঁকে টি২০ বিশ্বকাপ জয় নিয়ে স্মৃতির সরণিতে ভাসলেন রোহিত শর্মা। ফাইনালে বিরাট কোহলির ইনিংস, অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে যুগলবন্দির কথা তুলে ধরলেন।

বাদ নেই ১৯ নভেম্বর ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে স্বপ্নভঙ্গের রাতও। অস্ট্রেলিয়ার কাছে যে হারের জ্বালা জুড়িয়েছিলেন টি২০ বিশ্বকাপে ক্যাঙারুদের ছিটকে দিয়ে। রোহিত বলেছেন, ‘রাগ সবার মধ্যেই থাকে। প্রকাশ না করলেও মাথায় ঘোরে। ১৯ নভেম্বর (ফাইনাল) রাতটা খারাপ করে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। শুধু দল নয়, গোটা দেশের। পালটা উপহার দেওয়া জরুরি ছিল। টি২০ বিশ্বকাপে সেটাই হয়েছিল। তবে অজিদের ছিটকে দিলে মজা লাগবে, এসব কথা সাজঘরের মধ্যে হলেও মাঠে নামলে ফোকাস ক্রিকেটে। ব্যাটিং বা বোলিং করার সময় তা মাথায় থাকে না।’ অস্ট্রেলিয়াকে ছিটকে দেওয়ার পর উত্তেজক ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ জয়, ষোলোকলা পূরণ। হেনরিখ ক্লাসেন, ডেভিড মিলাররা একসময় চাপে ফেলে দিলেও ওডিআই বিশ্বকাপ

কৃতজ্ঞ বিরাটের কাছে, গেমচেঞ্জার অক্ষর

ফাইনালের পুনরাবৃত্তি হতে দেননি রোহিতরা। শেষ বল পর্যন্ত যে স্নায়ুযুদ্ধে দল লড়াইয়ের ইন্ধন জুগিয়েছিল বিরাট কোহলি (৫৯ বলে ৭৬ করেন)।

রোহিত বলেছেন, ‘শুরুতে তিন উইকেট পড়ার পর চিন্তায় ছিলাম। প্রবল অস্বস্তির মধ্যে ছিলাম। শেষপর্যন্ত বিরাটের দুর্দান্ত ইনিংস স্বস্তি আনে। অক্ষরের সঙ্গে দারুণ পার্টনারশিপ গড়ে তোলে। মিডল এবং লোয়ার অর্ডারের ওপর আস্থা ছিল। জানতাম প্রতিকূল পরিস্থিতি ওরা হতাশ করবে না।’ রোহিতের কথায়, খুব বেশি লোক অক্ষরের কথা বলে না। যদিও ওর ইনিংসটা ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। কঠিন পরিস্থিতিতে ৩১ বলে ওর ৪৭ রান অমূল্য ছিল। শেষদিকে শিবম দুবে, হার্দিক পান্ডিয়া ভরসা জোগায় ব্যাট হাতে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগে ম্যাচে মজার ঘটনা ঘটে। টস করতেই ভুলে গিয়েছিলেন ভারত অধিনায়ক। স্মৃতিচারণে রোহিত বলেছেন, ‘রবি শাস্ত্রীর প্রাণশক্তি (টসের সময় সঞ্চালক) দেখে টসের কয়েন আমার কাছে আছে ভুলে গিয়েছিলাম। দর্শকদের প্রবল উন্মাদনা তো ছিলই। আমার কাণ্ড দেখে বাবর আজমও হেসে ফেলে।’

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা।

সূর্যের ক্যাচ ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট রোহিত

বিশ্বজয়ের বর্ষপূর্তিতে আবেগতাড়িত হার্দিক

মুম্বই, ২৯ জুন : দেখতে দেখতে এক বছর পার।

ঠিক আজকের দিনেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্রিজটাউনে দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারতীয় দল। ২০০৭ সালের পর ২০২৪-এর ২৯ জুন। রুদ্ধশ্বাস ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েন রোহিত শর্মার ভারতীয় ব্রিগেড।

ভারতীয় ক্রিকেট ইতিহাসে যুক্ত হয় আরও একটা সোনালি রাত। স্মরণীয় যে সাফল্যের বর্ষপূর্তিতে এদিন আবেগতারিত রোহিত শর্মা, হার্দিক পান্ডিয়ারা। দুইজনেই ভাসলেন টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের স্মৃতি রোমন্থনে। রোহিতের কথায় উঠে এল সূর্যকুমার যাদবের স্বপ্নের ক্যাচ, ঋষভ পন্থের ‘ফেক ইনজুরির’ স্ট্র্যাটেজি, রাহুল ভাইয়ের কথা।

রোহিতের কথায়, ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট সূর্যের ক্যাচ। ডেভিড মিলারের শটটা নিশ্চিত ছক্কা হবে ভেবেছিলেন। সবাইকে অবাক করে সূর্যের অবিশ্বাস্য ক্যাচ। ‘সূর্য লং অফে ছিল। অনেকটা দৌড়ে অবিশ্বাস্য ক্যাচ। ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট। সূর্যর পা বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করেছে কিনা, যখন দেখা হচ্ছে, সবার রক্তচাপ ঊর্ধ্বমুখী। আমি লং‌অনে ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ছয় হয়ে যাবে। কিন্তু অসম্ভব ক্যাচটাকে সম্ভব করে সূর্য।’

সূর্য নিজেও নিশ্চিত ছিলেন। রোহিতকে এসে বলেন, মনে হচ্ছে ঠিকঠাক ধরেছে। তবুও রোহিত নিশ্চিত হতে পারছিলেন না। এমনকি জুম ক্যামেরায় দেখা যায় ওর পা বাউন্ডারি লাইন স্পর্শ করেনি দেখার পরও! তৃতীয় আম্পায়ার আউটের সিদ্ধান্ত জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখানোর পরই হাঁফছেড়ে বাঁচেন।

ঋষভের চোট-নাটক নিয়ে রোহিত বলেছেন, ‘দক্ষিণ আফ্রিকার তখন ৩০ বলে ৩০ দরকার। তখন ঋষভের বুদ্ধিদীপ্ত চাল। ম্যাচ দ্রুত গতিতে চলছিল। ব্যাটাররা ঠিক এটাই পছন্দ করে। ঋষভের কারণে যে গতিতে ব্রেক লাগে। হার্দিকের সঙ্গে পরের ওভার নিয়ে কথা বলছিলাম আমরা। দেখি ঋষভ ফিজিওকে ডাকছে। বুঝতে পারিনি ইচ্ছাকৃতভাবে এটা করছে। হাঁটুর চোট সারিয়ে ফিরেছে। সবসময় টেপও জড়ানো থাকে। হয়তো সেই কারণে। ওর চালটা আমাদের কাজে লাগে।’

দলগত প্রয়াস, সর্বতো প্রচেষ্টার ফল বিশ্বকাপ জয়। রোহিতদের সঙ্গে প্রথমবার বিশ্বকাপে স্বাদ পান হেডকোচ রাহুল দ্রাবিড়ও। ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর সরে যেতে চেয়েছিলেন। রোহিতরা আটকান। টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর দ্রাবিড় বলেওছিলেন, সেদিন রোহিতরা না আটকালে এই দিনটা দেখা হত না।

রোহিত বলেছেন, ‘ওডিআই বিশ্বকাপের পর রাহুলভাই সরে যেতে চেয়েছিলেন। আমরা বোঝাই, ৬ মাসের মধ্যে আরও একটা বিশ্বকাপ রয়েছে। ওডিআই বিশ্বকাপে ফাইনালে উঠেছে দল। আরও একটা সুযোগ দরকার। রাজি হয়েছিলেন। আমি নিশ্চিত, রাহুলভাই-ও এখন অনুভব করে, সেদিনের সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল।’

হার্দিক পান্ডিয়ার জন্য ভেরি ভেরি স্পেশাল। বিশ্বকাপের ঠিক আগে আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের অধিনায়ক বদল নিয়ে সমর্থকদের বিদ্রুপের মুখে পড়েন। ব্যাটে-বলেও ব্যর্থ। সমালোচনা ঝেড়ে বিশ্বকাপে স্বমেজাজে। স্মৃতিচারণে হার্দিক বলেছেন, ‘এই দিনটা কখনও ভুলব না। আমরা কেউ ভুলব না। আমাদের সবার, গোটা দেশের জন্য বিশেষ দিন। শেষ ওভারের চ্যালেঞ্জের জন্য নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখি। সেটা বোলিং হোক বা ব্যাটিং। আমি গর্বিত, সেদিন চ্যালেঞ্জে (বোলিং) উতরে গিয়েছিলাম।’

এশিয়া কাপ হতে পারে সেপ্টেম্বরে

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : সরকারি কোনও ঘোষণা হয়নি। দিনও চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু সব ঠিকমতো চললে আগামী সেপ্টেম্বর মাসে দুবাইয়ে এশিয়া কাপ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এশীয় ক্রিকেট সংস্থার একটি বিশেষ সূত্র মারফত আজ এই তথ্য জানা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, ১০ সেপ্টেম্বর থেকে এশিয়া কাপ শুরু হতে পারে। শেষপর্যন্ত এশিয়া কাপ হলে সেটা হবে টি২০ ফরম্যাটে। যদিও পহলগাম কাণ্ডের পর ভারতীয় সেনার অপারেশন সিঁদুরের প্রভাবে দুই প্রতিবেশী ভারত ও পাকিস্তান দুবাইয়ের মাটিতেও পরস্পরের বিরুদ্ধে বাইশ গজের যুদ্ধে নামবে কি না, জানা নেই কারও। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে আগেই স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যদি কোনও প্রতিযোগিতায় প্রতিপক্ষ হিসেবে পাকিস্তান থাকে, তাহলে সেখানে ভারতীয় ক্রিকেট দলকে হাজির হতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতির প্রয়োজন হবে। নরেন্দ্র মোদি সরকার দুবাইয়ে এশিয়া কাপে ভারতীয় দলকে খেলার অনুমতি দেয় কি না, সেটাই এখন দেখার। তবে এশিয়া কাপ নিয়ে জট কেটে সেপ্টেম্বরে দুবাইয়ে প্রতিযোগিতা আয়োজনের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে।

ফলো অন বাঁচাল জিম্বাবোয়ে

বুলাওয়াও, ২৯ জুন : শনিবারের ৪১৮/৯ স্কোরে প্রথম ইনিংস ঘোষণা করে দিয়েছিল জিম্বাবোয়ে। জবাব দিতে নেমে রবিবার শুরু থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারিয়েও সিন উইলিয়ামসের শতরানে ঘরের মাঠে জিম্বাবোয়ে মুখরক্ষায় সক্ষম। ৬৭.৪ ওভারে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হয় ২৫১ রানে। উইলিয়ামসের অবদান ১৩৭। একমাত্র ক্রেগ আরভিন (৩৬) ছাড়া তাঁকে কেউ সহযোগিতা করতে পারেননি। তৃতীয় উইকেটের জুটিতে তাঁরা ৯১ রান যোগ করেন। উইয়ান মুল্ডার ৫০ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। তিনটি করে উইকেট গিয়েছে কোডি ইউসুফ ও কেশব মহারাজের দখলে। দ্বিতীয় দিনের শেষে দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বিতীয় ইনিংসে ১ উইকেটে ৪৯ রান তুলেছে।

অর্শদীপদের অনুশীলনে হঠাৎ হরপ্রীত

বুমরাহ নির্ভরতা কমাও, পরামর্শ আজহারের

বার্মিংহাম, ২৯ জুন : পরপর দু’দিন রুদ্ধদ্বার অনুশীলন। তারপরই আচমকা বিশ্রাম।

আর সেই বিশ্রামের মধ্যেই ২ জুলাই থেকে শুরু হতে চলা এজবাস্টন টেস্টের নয়া পরিকল্পনায় ডুবে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট।

টিম ইন্ডিয়ার বিলেত সফরের শুরুটা ভালো হয়নি। হেডিংলের মাঠে প্রথম টেস্টে শুভমান গিলের ভারতের ‘অবাক’ হারের যন্ত্রণা ও ধাক্কা এখনও কাটেনি। তার মধ্যেই দ্বিতীয় টেস্টের দিন এগিয়ে আসছে। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে প্রস্তুতিও এখন চরমে। কিন্তু এখনও স্পষ্ট নয়, এজবাস্টন টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহ খেলবেন কিনা। বুমরাহ না খেললে ভারতীয় বোলিং আক্রমণ এজবাস্টনের মাঠে অভিভাবকহীন হয়ে পড়তে পারে, এমন সম্ভাবনা ক্রমশ বাড়ছে। কারণ, হেডিংলের মাঠে প্রথম টেস্টেই দেখা গিয়েছে, মহম্মদ সিরাজ-প্রসিধ কৃষ্ণারা দলকে ভরসা দেওয়ার জন্য তৈরি নন। বুধবার থেকে শুরু হতে চলা বার্মিংহাম টেস্টে ভারতীয় বোলিংয়ের বেহাল দশার ছবিটা বদলাবে কিনা, তা নিয়ে রীতিমতো গবেষণা শুরু হয়েছে ক্রিকেট দুনিয়ায়।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন আজ এই আলোচনায়ও যোগ দিয়েছেন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে আজহার শুভমানদের কাছে আবেদন করেছেন বুমরাহ নির্ভরতা কমানোর। দল হিসেবে টিম ইন্ডিয়া যদি এভাবে বুমরাহ নির্ভর হয়ে পড়ে, তাহলে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার পাশে দলের ভারসাম্যেরও ক্ষতি হবে, মনে করছেন আজহার। ভারতীয় দলের হয়ে ৪৭টি টেস্টে অধিনায়কত্ব করা আজহার আজ বলেছেন, ‘বর্তমান ভারতীয় দল বড্ড বেশি বুমরাহ নির্ভর। এত বেশি বুমরাহ নির্ভরতার প্রয়োজন নেই বলেই মনে হয় আমার।’ কেন এমনটা মনে হচ্ছে, ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণে তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন আজহার। বলেছেন, ‘নিশ্চিতভাবেই বুমরাহ স্পেশাল বোলার। আধুনিক ক্রিকেটের সেরাও। কিন্তু সবসময় ওর উপর দল নির্ভর করলে ভারসাম্য নষ্ট হবে। একজন বোলার রোজ ৫-৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচ জেতাবে, সেটা হয় না।’

বুমরাহ নির্ভরতা কমানোর পাশে টিম ইন্ডিয়ার বোলিং বৈচিত্র্য বাড়ানো ও আরও বেশি আগ্রাসনের লক্ষ্যে এজবাস্টন টেস্টে রিস্ট স্পিনার কুলদীপ যাদবকে খেলানোর কথাও বলেছেন আজহার। শেষ দুইদিনে ক্লোজ ডোর ভারতীয় দলের অনুশীলন থেকেও ইঙ্গিত মিলেছে, এজবাস্টনে দুই স্পিনার খেলাতে পারে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। শেষপর্যন্ত যাই হোক না কেন, কুলদীপকে নিয়ে আজহারের ক্রিকেটীয় যুক্তি ভিন্ন। তাঁর কথায়, ‘আমি চাই বার্মিংহামে কুলদীপকে খেলানো হোক। হেডিংলে টেস্টে আমরা হেরেছি লোয়ার অর্ডার ব্যর্থতার পাশে বোলিং বৈচিত্র্যের অভাবের কারণেও। তাই কুলদীপের মতো আগ্রাসী বোলার খেললে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়বে, সঙ্গে আগ্রাসনটাও থাকবে। মনে রাখতে হবে, টেস্ট জিততে হলে ব্যাটারদের রান করার পাশে বোলিং নিখুঁত হওয়া খুব প্রয়োজন।’

কুলদীপকে খেলানোর দাবি তোলার পাশে টিম ইন্ডিয়ার তরুণ অধিনায়ক শুভমানের উপরও আস্থা রেখেছেন দেশের সর্বকালের অন্যতম সফল অধিনায়ক। আজহারের মনে হচ্ছে, একটা টেস্ট দিয়ে শুভমানকে বিচার করা ভুল হবে। তাঁকে আরও সময় দিতে হবে। আজহারের কথায়, ‘অধিনায়ক হিসেবে সবে একটা টেস্টে খেলেছে শুভমান। এখনই ওর পারফরমেন্সের মূল্যায়ন করতে যাওয়া ঠিক হবে না। ওর মতো তরুণ প্রতিভাকে আরও

> আমি চাই বার্মিংহামে কুলদীপকে খেলানো হোক। হেডিংলে টেস্টে আমরা হেরেছি লোয়ার অর্ডার ব্যর্থতার পাশে বোলিং বৈচিত্র্যের অভাবের কারণেও। তাই কুলদীপের মতো আগ্রাসী বোলার খেললে ভারতীয় বোলিংয়ে বৈচিত্র্য বাড়বে, সঙ্গে আগ্রাসনটাও থাকবে।
>
> **মহম্মদ আজহারউদ্দিন**

সময় দিতে হবে।’ ঠিক কতটা সময় পেলে শুভমান টিম ইন্ডিয়াকে নয়া দিশা দিতে পারবেন, সময় তার জবাব দেবে। তার আগে গতকাল ভারতীয় দলের অনুশীলনে আচমকাই হাজির হয়েছিলেন পাঞ্জাবের বাঁহাতি স্পিনার হরপ্রীত ব্রার। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, অর্শদীপ-শুভমানদের সঙ্গে মাঠে আড্ডা দিচ্ছেন হরপ্রীত। জানা গিয়েছে, বার্মিংহামের কাছেই সুইন্ডন বলে একটি জায়গায় হরপ্রীতের স্ত্রী থাকেন। স্ত্রীর সঙ্গে সময় কাটানোর সঙ্গে বিলেতে হাজির হওয়ার পাশে বন্ধু অর্শদীপ-শুভমানদের সঙ্গেও সময় কাটালেন হরপ্রীত। চণ্ডীগড়ের জগজিৎ সিং সান্ধু নামের এক জোরে বোলারকেও সম্প্রতি দেখা গিয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনে।

নয়া বিদেশি নিয়ে দোটানায় ক্লাবগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : হল কী মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের?

প্রশ্নটা সম্ভবত আর শুধু সবুজ-মেরুন সমর্থকদের নয়, সারা দেশের ফুটবল জনতারই। গত কয়েক বছর ধরেই মরশুম শুরুর আগে দলগঠনে শুধু দেশি নয়, বিদেশি ফুটবলার নেওয়ার বিষয়েও বাকি সব দলের থেকে কয়েক যোজন এগিয়ে থাকছে মোহনবাগান। বিশেষ করে গত কয়েক মরশুম ধরেই এ লিগের নামীদামি ফুটবলার নিয়ে এসে চমক দিয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ম্যানেজমেন্ট। দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেসন কামিন্সই হোক কী জেমি ম্যাকলারেন। কিন্তু এবার ওই বাংলাদেশ লিগে খেলা ব্রাজিলীয় রবসন রবিনহোকে নেওয়ার পর থেকে একেবারেই চুপচাপ বাগান শিবির। টম অলড্রেডের চুক্তি বাড়িয়ে নেওয়ার কথা ঘোষণার পর থেকে নতুন ফুটবলার নেওয়ার আর কোনও খবর নেই। তবে একটা মজার জিনিষ এবার দেখা যাচ্ছে, এবার একই ফুটবলারের দিকে হাত বাড়াচ্ছে কলকাতার দুই প্রধান! সে ভারতীয় হোক কী বিদেশি। নুনো রিজেকে ছেড়ে দিয়েছে মোহনবাগান। এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কথা মাথায় রেখেই টম ও আলবার্তো রডরিগেজ ছাড়া আরও এক ভালো বিদেশি ডিফেন্ডার নেওয়ার ভাবনা আছে কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার। তাই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার কেভিন সিবিল্লের সঙ্গে নাকি কথাবার্তা অনেকটাই এগিয়ে ফেলেছেন সবুজ-মেরুন কর্তারা। খবরে প্রকাশ, এই ডিফেন্ডারকে নেওয়ার বিষয়ে আগ্রহী ইস্টবেঙ্গলও। এমনকি রবসনকেও ইস্টবেঙ্গল আগে নিতে চেয়েছিল। এর বাইরে ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে মেহতাব সিং, টেকচাম অভিষেক সিং ও রাহুল ভেকেকে নিয়ে দড়ি টানাটানির কথা এখন আর গোপন নেই। যার জেরে ইস্টবেঙ্গলের হাতছাড়া হয়েছেন রাহুল। মেহতাবকে আবার মুম্বই সিটি এফসি রেখে দিতে বদ্ধপরিকর। যদিও কিছুদিন চুপচাপ থাকার পর নাকি মেহতাব ফের ঝুঁকেছেন মোহনবাগানের দিকে। অভিষেককে নিয়েও রয়েছে ধোঁয়াশা। তিনি বাগানে চলে গিয়েছেন শোনা গেলেও এখন খবর, অভিষেক এখনও চুক্তিতে সই করেননি। শুভাশিস বসুকে চাপে রাখতেই নাকি অভিষেককে নিতে মরিয়া বাগান ম্যানেজমেন্ট। আবার তাঁকে চায় এফসি গোয়াও।

রিয়াল মাদ্রিদে খেলা জেসুস ভালেজোকেও নাকি মোহনবাগান বাজিয়ে দেখেছিল। কারণ এই মুহূর্তে তিনি ফ্রি ফুটবলার। কিন্তু কোনও কারণে দলের তরফে এখন বলা হচ্ছে, বাস্তবে নাকি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগই করা হয়নি। আসলে বিদেশি নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও দলই এই ডামাডোলের সময়ে আর বাড়তি উদ্যোগ নিচ্ছে না। কারণ আইএসএল যদি পিছিয়ে যায় তাহলে হাতে সময় থাকবে। সেক্ষেত্রে কম টাকায় ফ্রি ফুটবলার পাওয়া সম্ভব। তাই ভারতীয় ফুটবলারদের নিয়েই এখন টানাটানি তুঙ্গে। ইস্টবেঙ্গল যেমন আগ্রহ দেখিয়েছে মুম্বই সিটি এফসি-র ডিফেন্ডার ভালপুইয়াকে নিয়ে। এফসি গোয়াও আগ্রহী তাঁকে নিতে। কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি ভালপুইয়াকে ছাড়তে নারাজ।

ভারতীয় ফুটবলারদের দলবদলের বাজারে হালচাল থাকলেও জুলাইয়ের শেষদিকের আগে বিদেশিদের বিষয় পরিষ্কার হওয়া মুশকিল। ফেডারেশনের নতুন সংবিধান দেখে এফএসডিএলের পরিবর্তী পদক্ষেপের পরই ক্লাবগুলি সম্ভবত সিদ্ধান্ত নেবে।

বর্ষসেরা হলেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : ফুটবল প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের বিচারে বর্ষসেরা ফুটবলার হয়েছেন সুনীল ছেত্রী। রবিবার শিলংয়ে এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানটি হয়।

বর্ষসেরা কোচের পুরস্কার পেয়েছেন জামশেদপুরের কোচ খালিদ জামিল। যুব ফুটবলারের খেতাব গিয়েছে এফসি গোয়ার ব্রাইসন ফার্নান্ডেজের ঝুলিতে। সেরা বিদেশি ফুটবলার হয়েছেন নর্থইস্ট ইউনাইটেড আলাদিন আজারাই। আই লিগের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হয়েছে ইন্টার কাশীর এডমুন্ড লালরিনডিকাকে। মহিলাদের বর্ষসেরা ফুটবলার নির্বাচিত হয়েছেন ওড়িশা এফসি-র পিয়ারি জাকা। এছাড়াও বর্ষসেরা যুব ফুটবলারের খেতাব গিয়েছে ইস্টবেঙ্গলের নাওরেম প্রিয়াংকা দেবীর ঝুলিতে।

পাশাপাশি তৃণমুল স্তরেও সর্বোচ্চ পর্যায়ে বিশেষ অবদানের জন্য সম্মান জানানো হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার রেনেডি সিংকে। তেমনই বিশেষ সম্মান জানানো হয়েছে প্রাক্তন ফুটবলার ইউজেনসন লিংডোকে।

আবহাওয়ার কারণে ম্যাচ স্থগিত দুই ঘণ্টা

বেনফিকাকে হারিয়ে শেষ আটে চেলসি

অতিরিক্ত সময় চেলসিকে এগিয়ে দিয়ে উচ্ছ্বাস ক্রিস্টোফার এনকুনকুর। শার্লটে শনিবার রাতে।

ওয়াশিংটন, ২৯ জুন : ৯০ মিনিটের খেলা। কিন্তু শেষ হতে সময় লাগল প্রায় পাঁচ ঘণ্টা।

এমনটাই ঘটেছে ক্লাব বিশ্বকাপের নকআউট পর্বে চেলসি বনাম বেনফিকা ম্যাচে। এত সময় লাগার কারণ, প্রতিকূল আবহাওয়া। যে কারণে ম্যাচ দুই ঘণ্টা বন্ধ ছিল। এর আগেও ছয়টি ম্যাচ আবহাওয়া জনিত কারণে স্থগিত করা হয়েছিল।

এই ম্যাচে অবশ্য চেলসি ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেনফিকাকে। ৬৪ মিনিটেই রিস জেমসের গোলে এগিয়ে যায় চেলসি। ৮৫ মিনিটে ম্যাচ খারাপ আবহাওয়ার জন্য সাময়িকভাবে বন্ধ করা হয়। সেই সময় খেলোয়াড়, কোচিং স্টাফ সহ সকলকে স্টেডিয়ামের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়।

ফের দুই ঘণ্টা পরে ম্যাচ শুরু হয়। সংযোজিত সময়ে বেনফিকাকে পেনাল্টি থেকে সমতায় ফেরান আর্জেন্টাইন তারকা অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া। কিন্তু তার কয়েক মিনিট আগেই জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ান্নি লাল কার্ড দেখায় বাকি সময় দশজনে খেলতে হয় পর্তুগিজ ক্লাবটিকে। সেই সুযোগের পুরো ফায়দা তোলে চেলসি। অতিরিক্ত সময়ে ব্লুজের হয়ে গোল করেন ক্রিস্টোফার এনকুনকু, পেদ্রো নেটো ও কিয়েরনান ডেউসবেরি-হল।

ম্যাচ জিতলেও ম্যাচ স্থগিত থাকা নিয়ে একদমই খুশি নন চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা। বলেছেন, ‘এটা এক ধরনের রসিকতা। এইভাবে নিরাপত্তার কারণে যদি প্রতিযোগিতায় সাত-আটটি ম্যাচ স্থগিত করা হয়, তাহলে বলতে হবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্য সঠিক জায়গা নয়। বিশ্বকাপ বা ইউরোপের কোনও প্রতিযোগিতায় সম্ভবত একটিও ম্যাচ এইভাবে স্থগিত হয় না। ম্যাচ স্থগিত হওয়ার সময়, আমরা এগিয়ে ছিলাম। ফের যখন ম্যাচ শুরু হল, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিল।’ শুধু ম্যাচ স্থগিত হওয়া নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল গরমও দলগুলির কাছে বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে আগামী বছর বিশ্বকাপের আয়োজন নিয়েও বড় প্রশ্নের মুখে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

স্মৃতির শতরানের অনুপ্রেরণা সতীর্থরাই

নটিংহাম, ২৯ জুন : টি২০-তে প্রথম শতরান। না, শুধু শতরান বললে ভুল হবে। প্রথম ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটার হিসাবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তিন ফরম্যাটেই শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন স্মৃতি মান্ধানা। একইসঙ্গে দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সেঞ্চুরি করলেন।

হরমনপ্রীত কাউর বিশ্রামে। শনিবার ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের নেতৃত্বের আর্মব্যান্ড ছিল স্মৃতির হাতে। তাঁর অধিনায়কত্বে ৯৭ রানে জয় ছিনিয়ে নেয় ভারত। শুরুতে মান্ধানার ৬২ বলে ১১২ রানের ইনিংসই জয়ের ভিতটা শক্ত করে দেয়। সেই মঞ্চেই দাপট দেখান বোলাররা। একদিকে দলের জয়, সেইসঙ্গে নজির গড়ে শতরান। ম্যাচ শেষে স্মৃতি বলেছেন, ‘এই অনুভূতিটা একেবারে অন্যরকম। টি২০ ফরম্যাট আমার কাছে খুব একটা সহজ নয়। আসলে আমি বিগ হিটার নই। তাই এই ফর্ম্যাটে শতরান করা আমার জন্য কঠিন। টেস্ট অথবা একদিনের ম্যাচে শতরানটা যেমন আমার ব্যাটিংয়ের সঙ্গে মানানসই। অবশ্যই সেদিক থেকে এই ইনিংসটা স্পেশাল।’

টি২০-তে প্রথম শতরানের অনুপ্রেরণা স্মৃতির সতীর্থরাই। তিনি বলেছেন, ‘তিনদিন আগে রাধা যাদব আমাকে বলছিল, টি২০-তে সেঞ্চুরি করার এটাই আমার জন্য সেরা সময়। ৭০-৮০ রানে আউট হচ্ছি। এই নিয়ে মেয়েদের থেকে বকাও শুনতে হয় মাঝেমধ্যে।’ স্মৃতি জবাবে সেদিন রাধাকে বলেছিলেন, ‘ইংল্যান্ড সিরিজের একটা ম্যাচে সেঞ্চুরি করার চেষ্টা করব।’ যেমন বলা তেমনই কাজ। তবে সেই কাঙ্ক্ষিত শতরানটা যে প্রথম ম্যাচেই আসবে তা কল্পনা করেননি স্মৃতি।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ রুশিকা : আদরের টুকটুক : শুভ জন্মদিন! ঈশ্বর তোমার সকল ইচ্ছে পূরণ করুক। আনন্দ আর সুখ তোমার জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে থাকুক। আশীর্বাদান্তে- দাদাই, ঠাম্মি ও সমগ্র দাস পরিবার। ভারতনগর, শিলিগুড়ি।

দ্বিতীয় ম্যাচেও সহজ জয় মনীষা-অঞ্জুদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : এএফসি এশিয়ান কাপ যোগ্যতা অর্জন পর্বে জিতেই চলেছে মহিলা দল। সন্দেশ ঝিংগানরা কি আদৌ ২০২৭ সালের এশিয়ান কাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারবেন? নানা মহলে নানা প্রশ্ন ও একাধিক বিতর্ক এখন এদেশের পুরুষ ফুটবল দল নিয়ে। মহিলা দল কিন্তু এরইমধ্যে ২০২৬ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের গ্রুপ পর্যায়ে নিজেদের দ্বিতীয় জয় তুলে নিল। মঙ্গোলিয়াকে ১৩ গোলে হারানোর পর দ্বিতীয় ম্যাচে এদিন টিমোর লেস্তের বিরুদ্ধে ০-৪ গোলে জয় তুলে নিলেন ক্রিসপিন ছেত্রীর ছাত্রীরা। চিয়াং মাইয়ের ৭০০ অ্যানিভার্সারি স্টেডিয়ামে এদিন জোড়া গোল করেন মনীষা কল্যাণ (১২ ও ৮০ মিনিট)। বাকি দুইটি গোল অঞ্জু তামাং (৫৮) ও লিন্ডা সের্তো কমের (৮৬)। শুরু থেকেই দাপট ছিল ভারতের মেয়েদের। যা তাঁরা শেষ মিনিট পর্যন্ত ধরে রাখতে সক্ষম হন। দুই ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপে আপাতত এক নম্বরে ভারত। এই গ্রুপে আরও আছে ইরাক ও থাইল্যান্ড। তবে দুই ম্যাচে ক্লিনশিট রেখে এইমুহূর্তে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ভারতীয় দল। দুই ম্যাচে ক্রিসপিন ছেত্রীর দল করেছে মোট ১৭ গোল।

ভবানীপুরের নতুন অ্যাকাডেমি

কলকাতা, ২৯ জুন : ভবানীপুর এফসি-র নতুন অ্যাকাডেমির পথচলা শুরু।

বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবলের উন্নতিতে গত কয়েকবছর ধরে কাজ করছে শতবর্ষ পেরিয়ে যাওয়া ভবানীপুর ক্লাব। লা লিগার সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে একটি অ্যাকাডেমি চালায় তারা। এবার শতবর্ষে পা রাখা দক্ষিণেশ্বর ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে আত্মপ্রকাশ করল ভবানীপুর ক্লাবের আরও একটি অ্যাকাডেমি।

উত্তর চব্বিশ পরগণার ক্লাবটির মাঠ এতদিন অনুশীলনের জন্য ব্যবহার করত ভবানীপুর। প্রশাসনের সহযোগিতায় ও দুই ক্লাবের উদ্যোগে মাঠটি নতুন করে সেজে উঠেছে। রবিবার ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের হাতে তার উদ্বোধন হল। সেইসঙ্গে ওই মাঠেই আত্মপ্রকাশ করল ভবানীপুর স্পোর্টস অ্যান্ড ইয়ুথ ফাউন্ডেশন অ্যাকাডেমি। মাঠ পার্শ্ববর্তী প্যাভিলিয়নের নামকরণ হল স্বপনসাধন বসুর নামে। ক্রীড়ামন্ত্রী ছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক মদন মিত্র, উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব নবাব ভট্টাচার্য, ভবানীপুর ক্লাবের সচিব সৃঞ্জয় বসু সহ দুই ক্লাবের কর্তারা। আপাতত দুই পক্ষের মধ্যে ৫ বছরের চুক্তি হয়েছে। তবে তার মেয়াদ আরও বাড়বে বলে আশাবাদী দুই ক্লাবের কর্তারাই।

মোদি স্টেডিয়ামে টেস্ট ফাইনাল চান শাস্ত্রী

‘গিলকে তিন বছর সময় দেওয়া উচিত’

মুম্বই, ২৯ জুন : ভারতের মাটিতে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল আয়োজনের দাবি ফের উসকে দিলেন রবি শাস্ত্রী। প্রাক্তন হেডকোচের মতে, যেভাবে ফাইনালের জন্য ইংল্যান্ডকে বেছে নেওয়া হচ্ছে, তা ঠিক নয়। ভারত, অস্ট্রেলিয়াতে একাধিক ভালো, উপযুক্ত স্টেডিয়াম রয়েছে। শাস্ত্রী চান মেলবোর্নের পাশাপাশি টেস্টের খেতাবি যুদ্ধের জন্য অগ্রাধিকার দেওয়া হোক

> চলতি সিরিজের ফলাফল যাই হোক না কেন, শুভমানের ওপর আস্থা হারালে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। ছাঁটাই নয়, অন্তত বছর তিনেক দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত সময় পেলে ও ঠিক দলকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হবে।
>
> **রবি শাস্ত্রী**

বিশ্বের বৃহত্তম নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামকে।

প্রথম তিনটি ফাইনাল অনুষ্ঠিত হয়েছে ইংল্যান্ডে। পরবর্তী তিনটি ফাইনাল আয়োজনেও আগ্রহী ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। ইতিমধ্যে আইসিসি-র সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত করে ফেলেছে বলে খবর। ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল হওয়ার সম্ভাবনা কার্যত নেই ভারতে।

যদিও শাস্ত্রী নিজের অবস্থানেই অটুট। উইজডেনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘প্রথম তিন বছর ইংল্যান্ডের মাটিতে হয়েছে। লর্ডস নিঃসন্দেহে দুর্দান্ত স্টেডিয়াম। অবশ্যই ফাইনালের মতো মেগা ম্যাচ ওদের প্রাপ্য। তবে এবার উচিত ফাইনালের মঞ্চ বদলানো। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন ক্রিকেট স্টেডিয়াম আদর্শ। আহমেদাবাদও দুর্দান্ত মঞ্চ হতে পারে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের জন্য।’

রবি শাস্ত্রীর যুক্তি, মেলবোর্ন ও নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দর্শক আসন অনেক বেশি। লক্ষাধিক মানুষ বসে খেলা দেখতে পারবেন এই দুই স্টেডিয়ামে। লর্ডসের ক্যাপাসিটি সেখানে কম। আর যে দেশ ফাইনালে উঠুক, ফাইনাল ঘিরে দর্শকদের ঊর্ধ্বমুখী আগ্রহ থাকবে। তাই মেগা ইভেন্টে বেশি সংখ্যক দর্শক যাতে মাঠে বসে খেলা দেখতে পারে, তা নিশ্চিত করার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত আইসিসির।

পাশাপাশি ভারতীয় দলের নতুন অধিনায়ক শুভমান গিলের ওপর আস্থার সুরও শোনা গেল শাস্ত্রীর গলায়। যুক্তি, ক্রমশ পরিণত হয়ে উঠছে শুভমান। ইংল্যান্ডে পা রাখার পর খুব ভালোভাবে সংবাদমাধ্যমকে সামলেছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে যেভাবে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছে, টসের সময়ও ওর কথাবার্তায় পরিণতবোধের ছোঁয়া। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড, নির্বাচক কমিটির প্রতি শাস্ত্রীর পরামর্শ-চোখ বন্ধ করে বছর তিনেক সময় দেওয়া হোক শুভমানকে। তাহলে ঠিক সাফল্য এনে দেবে। ‘চলতি সিরিজের ফলাফল যাই হোক না কেন, শুভমানের ওপর আস্থা হারালে চলবে না। ধৈর্য ধরতে হবে। ছাঁটাই নয়, অন্তত বছর তিনেক দেওয়া উচিত। আমি নিশ্চিত সময় পেলে ও ঠিক দলকে প্রত্যাশিত সাফল্য এনে দিতে সক্ষম হবে।’

ঋষভের ডিগবাজি শরীরের জন্য ঝুঁকির

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : হেডিংলে টেস্টে ভারতের হারের মাঝেও চর্চায় ঋষভ পন্থ।

দুই ইনিংসে শতরানে একাধিক নজির গড়েছেন। তারসঙ্গে সেঞ্চুরি সেলিব্রেশনে সামারসল্ট। প্রথম ইনিংসে ঋষভের যে ডিগবাজিতে মজেছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। দ্বিতীয় ইনিংসে শতরানের পর অবশ্য নিজেকে সংযত করেন।

চিকিৎসকরা চান, সংযমটা বরাবরের জন্য দেখাক ঋষভ। সড়ক দুর্ঘটনার পর হাঁটুতে বড়সড়ো অস্ত্রোপচার হয়েছে। গোটা শরীরে একাধিক জায়গায় আঘাতের চিহ্ন। এহেন পরিস্থিতিতে সামারসল্ট ঋষভের হাঁটুর জন্য ঝুঁকির হয়ে যাবে। ভারতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটারের উচিত, ডিগবাজি থেকে বিরত থাকা।

মা ও বোনের সঙ্গে বার্মিংহামে ঘুরতে বেরিয়েছেন ঋষভ পন্থ। রবিবার।

সাবধান করছেন চিকিৎসকরা

গাড়ি দুর্ঘটনার পর ঋষভকে মাঠে ফেরানোর অন্যতম কারিগর চিকিৎসক দীনেশ পারদিওয়াল এই নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, এই ধরনের ডিগবাজি খেয়ে সেলিব্রেশনের কোনও প্রয়োজন নেই। মারাত্মক দুর্ঘটনা থেকে ঋষভের বেঁচে ফেরাটাই আশ্চর্যের। তাই শরীর নিয়ে আরও বেশি করে সতর্ক থাকা উচিত।

চর্চায় থাকা ঋষভের ডিগবাজি সেলিব্রেশন নিয়ে চিকিৎসক পারদিওয়াল বলেছেন, ‘ঋষভ ছোট থেকে জিমনাস্টিক করে। ওর পক্ষে তাই ডিগবাজি খাওয়া কঠিন নয়। সেলিব্রেশনে সেটাই করে। নিখুঁতভাবে ডিগবাজিও খাচ্ছে। কিন্তু এটা ওর শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দরকার নেই। ঋষভকে বুঝতে হবে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর ওর বেঁচে ফেরাটাই আশ্চর্যের।’

চিকিৎসক পারদিওয়ালের মতে, দুর্ঘটনার পর গাড়িতে আগুন ধরে গিয়েছিল। সঙ্গে গোটা শরীরে

> ঋষভ ছোট থেকে জিমনাস্টিক করে। ওর পক্ষে তাই ডিগবাজি খাওয়া কঠিন নয়। সেলিব্রেশনে সেটাই করে। নিখুঁতভাবে ডিগবাজিও খাচ্ছে। কিন্তু এটা ওর শরীরের জন্য অপ্রয়োজনীয়। দরকার নেই। ঋষভকে বুঝতে হবে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার পর ওর বেঁচে ফেরাটাই আশ্চর্যের।
>
> **দীনেশ পারদিওয়াল**
> *চিকিৎসক*

মারাত্মক আঘাত। এখান থেকে খুব কম মানুষ বেঁচে ফেরে। মানছেন, ওই ঘটনার পর ঋষভের জীবন দর্শন বদলেছে। মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখেছে। এটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু ফের চোট মানে সমস্যা বাড়বে, যা মাথায় রাখতে হবে ঋষভকে। ডিগবাজি খেয়ে সেলিব্রেশন না করাই নিরাপদ।

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর রুরকির বাড়িতে ফেরার পথে গাড়ি দুর্ঘটনা ঘটে। ভোরের দিকে রাস্তায় গাড়ি উলটে গিয়ে আগুন ধরে যায়। স্থানীয় দুই তরুণ উদ্ধার করার পর প্রথমে দেরাদুন হাসপাতাল, পরে এয়ারলিফট করে মুম্বইয়ে এনে চিকিৎসা চলে পারদিওয়ালের অধীনে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন স্ট্রেংথ অ্যান্ড কন্ডিশনিং কোচ সোহম দেশাই আবার ঋষভের অন্য একটা দিক তুলে ধরেছেন। জানান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল থেকে বাদের পর ভেঙে পড়ার বদলে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করেছিলেন, ঘাম ঝরিয়েছিলেন। ছাঁটাই হওয়ার জন্য নিজেই নিজেকে শাস্তি দিয়েছিলেন। সোহম বলেছেন, ‘প্র্যাকটিসে ওর তাগিদটা দেখেছিলাম। যখনই ফ্রি হত, আমাকে টেনে নিয়ে যেত জিমে। ক্লান্তিকে পাত্তা দেয়নি। বলত, বাড়তি পরিশ্রম দরকার।’

ইংল্যান্ডকে চিন্তায় রেখেছিলেন বুমরাহ : জেমি

বার্মিংহাম, ২৯ জুন : ৮১তম ওভার শেষে ৩৫৫/৫।

টার্গেট ৩৭১। জিততে আর মাত্র ১৬ রান প্রয়োজন। হাল ছেড়ে দেওয়া অবস্থা ভারতীয় দলের। গ্যালারিতে ততক্ষণে সমর্থক বার্মি আর্মির উৎসব শুরু। অথচ, তখনও নিশ্চিত হতে পারছিল না ইংল্যান্ড শিবির। সৌজন্যে জসপ্রীত বুমরাহ!

বুমরাহকে নিয়ে সেই কথাই শোনালেন ইংল্যান্ডের উইকেটকিপার জেমি স্মিথ। হেডিংলেতে জিতে ১-০ এগিয়ে বেন স্টোকস ব্রিগেড। ২ জুলাই বার্মিংহামে দ্বিতীয় টেস্ট। টার্গেট ২-০ এগিয়ে যাওয়া। তার আগে এদিন বুমরাহ-আতঙ্ক নিয়ে অকপট স্মিথ।

জেমি বলেছেন, ‘ওইসময় খুব বেশি রান দরকার ছিল না। কিন্তু আমরা নতুন বলে বুমরাহর মুখোমুখি এড়াতে চাইছিলাম। ও আক্রমণে আসার আগে চাইছিলাম ব্যবধান মুছে ফেলতে (রবীন্দ্র জাদেজাকে টার্গেট করেন তাই)। ক্রিকেটে কখন কী ঘটে বলা মুশকিল। দলের লোয়ার অর্ডারে ভরসা থাকলেও দুই বলে ম্যাচের রং বদলে যেতে পারে। তাই নতুন বলে বুমরাহ আসার আগে কাজ সেরে নেওয়া লক্ষ্য ছিল।’

যদিও ঘটনা হল, দ্বিতীয় নতুন বল নেওয়ার পর বুমরাহকে আক্রমণে আনেননি শুভমান গিল! তবে উলটো দিকে বুমরাহ থাকায় আত্মতুষ্টিতে ভুগতে রাজি ছিল না ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের দল। জেমির কথায়, নতুন বল সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। দুই-একটা উইকেট যেমন ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে, তেমনই রানের গতিও বাড়ার সম্ভাবনা থাকে। হিসেব কষে তাঁরা এগোনোর চেষ্টা করেছেন। পুরোনো বলে তাই শেষদিকে জাদেজার বিরুদ্ধে বিগহিটের সিদ্ধান্ত।

ইংল্যান্ড জিতলেও ১০ উইকেটের জন্য দিনভর ভারতীয় বোলারদের প্রচেষ্টার প্রশংসা স্মিথের মুখে। একইসঙ্গে জানিয়ে দেন ড্র নয়, যে কোনও পরিস্থিতিতে জিততে হবে, ইতিবাচক মানসিকতা নিয়ে নামেন। গত তিন বছর ধরে টার্গেট বড় রান তাড়া করে জেতা। সেই কাজে হেডিংলেতে দ্রুতগতির আউটফিল্ড সাহায্য করেছে। পঞ্চম দিনের নিরিখে পিচও অনেকটাই ব্যাটিং সহায়ক ছিল।

জেমি বলেছেন, ‘উইকেট ঠিকঠাক ছিল। উলটোপালটা আচরণ করেনি। নিজেদের যতটা সম্ভব স্বাভাবিক রেখে তাই সহজাত ব্যাটিংয়ে নজর দিয়েছিলেন। রানতাড়া বাড়তি কিছু করতে হয়নি। তবে প্রতিদিন ৩৭০ রান তাড়া করে জেতার মতো ঘটনা ঘটে না। ভারতীয় বোলাররা দশ উইকেটের জন্য মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছে। গোটা ম্যাচেই দারুণ খেলেছে ওরা।’

হ্যাটট্রিক লক্ষ্য আলকারাজের

লন্ডন, ২৯ জুন : বিয়ন বর্গ, পিট সাম্প্রাস, রজার ফেডেরার ও নোভাক জকোভিচ। এই চার টেনিস তারকার মধ্যে মিল কোথায় বলুন তো? প্রত্যেকেই টানা তিনবার উইম্বলডন জিতেছেন। ১৩ জুলাই এই তালিকায় নাম উঠতে পারে টেনিসের নতুন পোস্টারবয় কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়ারও। গত দুই বছর টেনিসের কুলীনতম গ্র্যান্ড স্ল্যামে ট্রফি ছুঁয়ে দেখেছেন। উইম্বলডনে খেতাবের হ্যাটট্রিকের লক্ষ্যে বিশ্বের দুই নম্বর আলকারাজ সোমবার ফ্যাবিও ফগনিনির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবেন।

মুখে স্বীকার না করলেও টানা তিনবার উইম্বলডন জয়ের স্বপ্ন দেখছেন আলকারাজ নিজেও। রবিবার সেন্টার কোর্টে প্র্যাকটিসের ফাঁকে স্প্যানিশ তারকা বলেছেন, ‘আমি এখানে ট্রফি জিততে এসেছি। টানা তৃতীয়বার উইম্বলডন খেতাব হাতে নিতে চাই। জানি বেশ কিছু খেলোয়াড় টানা তিনবার উইম্বলডন জিতেছে। কিন্তু সত্যি বলতে, আমি সেটা নিয়ে খুব একটা ভাবছি না। আমি শুধু প্রতিটা ম্যাচের জন্য তৈরি থাকতে চাই। আগামী দুই সপ্তাহ অত্যন্ত

উইম্বলডনের প্রস্তুতিতে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। রবিবার।

চ্যালেঞ্জিং ও লম্বা হতে চলেছে।’

চোটের জন্য মাদ্রিদ ওপেন মিস করার পর ফরাসি ওপেন ও লন্ডনে কুইন্স ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে উইম্বলডনে নামছেন আলকারাজ। দিন দুয়েক আগে সার্বিয়ান তারকা নোভাক জকোভিচের সঙ্গে অনুশীলনও করেছেন তিনি। আলকারাজের কথায়, ‘ঘাসের কোর্টে শুরুতে মুভমেন্টে একটু জড়তা থাকে। তবে একবার অভ্যাস গেলে আপনি কোর্টে উড়তে থাকবেন। আমি ড্রপ শট, নেট প্লে, আগ্রাসী টেনিস ভালোবাসি। যার জন্য ঘাসের কোর্টে খেলতে ভালোলাগে। আমার মনে হয়, ঘাসের কোর্টে এটাই টেনিস খেলার সেরা উপায়।’

আলকারাজের সঙ্গে প্র্যাকটিস প্রসঙ্গে নোভাক বলেছেন, ‘এটি পৃথিবীর সবচেয়ে ঐতিহ্যশালী টেনিস কোর্ট। সবুজ ঘাসে মোড়া কোর্টটিকে দেখতে অসাধারণ লাগছে। এখানে খেলার সুযোগ পেয়ে আমরা সত্যি ভাগ্যবান। আমি আরও সৌভাগ্যবান, কারণ আলকারাজ তাঁর প্র্যাকটিস পার্টনার হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছে। ও ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন।’ জকোভিচের পালটা প্রশংসা করে আলকারাজ বলেছেন, ‘জকোভিচ নয়, আমি সৌভাগ্যবান। কারণ ও কিন্তু সাতবারের উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন। ওর সঙ্গে অনুশীলন করাটা আমার কাছে বড় প্রাপ্তি।’

এদিকে, ফরাসি ওপেনে আলকারাজ-জানিক সিনারের মহাকাব্যিক ফাইনাল প্রথমে দেখতে চাননি জকোভিচ। তিনি বলেছেন, ‘আমি সত্যি ম্যাচটা প্রথমে দেখতে চাইনি। আমার স্ত্রী অবশ্য ফাইনালটা দেখতে চেয়েছিল। ওইদিন আমরা দুপুরে লাঞ্চে গিয়েছিলাম। তাই খেলার প্রথমভাগটা দেখা হয়নি। পরে লাঞ্চ থেকে ফিরে এসে বাকি খেলাটা দেখেছি। তবে এটা আমার দেখা অন্যতম সেরা ঐতিহাসিক ম্যাচ। এজন্য দুই তারকাকেই কৃতিত্ব দিতে হবে।’

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন রবীন দাস। ছবি : প্রতাপ ঝা

জিতল ইয়ং স্টার এফসি

জামালদহ, ২৯ জুন : জামালদহ স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনে প্রদীপকুমার ঘোষ, তপনকুমার মিত্র ও নগেন্দ্রনাথ সরকার ট্রফি ফুটবলে রবিবার ইয়ং স্টার এফসি ২-১ গোলে মাথাভাঙ্গা জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। ইয়ং স্টারের হয়ে মৃন্ময় বর্মন ও বিক্রম কার্জি গোল করেন। মাথাভাঙ্গার গোলটি সফিউল হোসেনের। ম্যাচের সেরা রবীন দাস। সোমবার খেলবে শিকারপুর অগ্রদূত ক্লাব ও অশোকবাড়ি সংগ্রামী সংঘ।

ট্রফি নিচ্ছে কুনোর কালীচরণ উচ্চবিদ্যালয়। ছবি : অনির্বাণ চক্রবর্তী

সেরা কুনোর কালীচরণ বিদ্যালয়

কালিয়াগঞ্জ, ২৯ জুন : কালিয়াগঞ্জ থানার একদিনের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল কুনোর কালীচরণ উচ্চবিদ্যালয়। রবিবার পার্বতী সুন্দরী উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে ফতেপুর সিডি হাইস্কুলকে হারিয়েছে।

প্রথম একাদশে হয়তো উত্তরের তিন ফুটবলার

কলকাতা লিগে আজ অভিযান শুরু বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ জুন : সতর্ক কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। কলকাতা লিগ অভিযান শুরুর আগে এমনই মনোভাব মোহনবাগানের।

সোমবার থেকে কলকাতা লিগ অভিযান শুরু করছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। প্রতিপক্ষ পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। গতবার এই পুলিশের কাছেই ৩-২ গোলে হারতে হয়েছিল ডেগি কার্ডোজোর দলকে। এবারের পুলিশ দলে উজ্জ্বল হাওলাদার, শুভ ঘোষ, শেখ সাহিলের মতো বাগানের প্রাক্তনদের দেখা যাবে। তাঁরাই কিন্তু সবুজ-মেরুনের ‘পথের কাঁটা’ হয়ে উঠতে পারেন। প্রথম ম্যাচে তারুণ্যেই ভরসা কোচ ডেগি কার্ডোজোর। তিনি বলেছেন, ‘দলের বেশিরভাগ খেলোয়াড় নতুন। তবে ওরা জানে, কীভাবে চাপ সামলাতে হবে। পুলিশের প্রথম ম্যাচটা দেখেছি। অনেক অভিজ্ঞ ফুটবলার রয়েছেন। আমরা ৩ পয়েন্টের লক্ষ্যে মাঠে নামব।’

কলকাতা লিগে মোহনবাগানের অধিনায়কত্ব করবেন জুনিয়ার দল থেকে আসা মিডিও সন্দীপ মালিক। অধিনায়কত্ব পাওয়ায় গর্বিত তিনি। সবুজ-মেরুন অধিনায়ক হিসেবে এবার কলকাতা লিগ জিততে চাইছেন সন্দীপ।

প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের একাদশে উত্তরবঙ্গের তিন ফুটবলারকে দেখা যেতে পারে। শিলিগুড়ির দুই ফুটবলার পাসাং দোরজি তামাং ও তুষার বিশ্বকর্মার সঙ্গে কালিম্পংয়ের মিগমা শেরপার খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। শিলিগুড়ির করণ রাইকে সই করালেও প্রথম ম্যাচে তাঁর খেলার সম্ভাবনা নেই। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল থেকে গুণরাজ সিং গ্রেওয়ালকে সই করিয়েছে মোহনবাগান।

> **কলকাতা লিগে আজ**
>
> **মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব**
>
> **সময় :** দুপুর ৩টা
> **স্থান :** বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম, নৈহাটি

প্রথম ম্যাচে বাগানের দুর্গ আগলাতে পারেন দীপ্রভাত ঘোষ। রক্ষণে লিওয়ান কাস্থানা, উমের মুত্তার, সাহিল ইনামদার ও মার্শাল কিসকুই ভরসা ডেগির। মাঝমাঠে অধিনায়ক সন্দীপ মালিকের সঙ্গে মিগমা শেরপা শুরু করতে পারেন। দুই উইংয়ে সালাউদ্দিন ও পাসাং খেলবেন। আপফ্রন্টে তাই বাংগানবা পানগামবামের সঙ্গী হয়তো তুষার বিশ্বকর্মা। গতবার কালীঘাটের হয়ে পাসাং-তুষার জুটি নজর কেড়েছিল। সোমবার ‘পুলিশ ব্যারিকেড’ ভাঙতে এই জুটি তুরুপের তাস বাগান শিবিরের। এদিকে প্রথম ম্যাচের আগে বাগান ফুটবলারদের শুভেচ্ছা জানাতে অনুশীলনে উপস্থিত ছিল দুইটি মোহনবাগান ফ্যান ক্লাব।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন তন্ময় বর্মন। ছবি : দেবদর্শন চন্দ

জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবল শুরু

কোচবিহার, ২৯ জুন : জেনকিন্স সুপার লিগ ফুটবল রবিবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে ২০২২ ও ২০২৩ ব্যাচের প্রাক্তনীদের ম্যাচ গোলশূন্য ড্র হয়েছে। ম্যাচের সেরা ২০২৩ ব্যাচের কৌশিক লিম্বু।

অন্য ম্যাচে ২০০৩ এবং ২০১১ ও ২০১২ ব্যাচের ম্যাচও ১-১ গোলে ড্র হয়। গোল করেন মৈনাক পাল ও মৃগাঙ্ক রায়। ম্যাচের সেরা ২০০৩ ব্যাচের রতন দাস। ২০০১ ব্যাচ ১-০ গোলে ২০০৪-’১০ ব্যাচকে হারিয়েছে। গোল করেন দিব্যেন্দু দেব। ম্যাচের সেরা ২০০৪ ব্যাচের তন্ময় বর্মন।

ফুটবল ফর স্কুল প্রোগ্রাম

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : ফুটবল ফর স্কুল অনুষ্ঠান রবিবার অনুষ্ঠিত হল পিএম শ্রী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ে। অনুষ্ঠানে ৫০টি স্কুলকে ৫০০টি ফুটবল দেওয়া হয়। পাশাপাশি ওই স্কুলের মাধ্যমে জেলার আরও ২০০ স্কুলকে ফুটবল বিতরণ করা হবে।

জিতল গ্রিন

আলিপুরদুয়ার, ২৯ জুন : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ফুটবল লিগে রবিবার গ্রিন বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-১ গোলে টাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। সূর্যনগর মাঠে গ্রিনের অভয় তিরকে, বিদ্যজিৎ বসুমাতা ও রাজদীপ শীল গোল করেন। টাউনের গোলটি বিজয় সরকারের।

জয়ী পুলিশ

কোচবিহার, ২৯ জুন : কোচবিহার জেলা ক্রীড়া সংস্থার মরু ঘোষ ও হরেন্দ্রচন্দ্র রক্ষিত ট্রফি ফুটবল লিগে রবিবার কোতোয়ালি পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব ২-০ গোলে প্রভাতি ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে রফিক হোসেন ও অবিনাশ ছেত্রী গোল করেন। পুলিশের বিশাল ছেত্রী লাল কার্ড দেখেন।

সুকুমারের হ্যাটট্রিক

তুফানগঞ্জ, ২৯ জুন : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ফুটবল লিগে রবিবার বাশরাজা জুনিয়ার একাদশ ৫-০ গোলে মর্নিং স্পোর্টস রিক্রিয়েশন ক্লাবকে হারিয়েছে। সংস্থার মাঠে হ্যাটট্রিক করেন ম্যাচের সেরা সুকুমার বর্মন। বাকি দুইটি সঞ্জীব বর্মন ও সুমন বর্মনের। সোমবার খেলবে ধলপল স্বামীজি স্পোর্টিং ক্লাব ও বলরামপুর একাদশ।

চ্যাম্পিয়ন ধানুস এফসি

কামাখ্যাগুড়ি, ২৯ জুন : কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুল প্লে গ্রাউন্ড ফুটবল কমিটির ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল ধানুস এফসি খোয়ারডাঙ্গা। রবিবার ফাইনালে তারা ২-০ গোলে বাদলি জালি জোজো এফসি-কে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা নবজিৎ নার্জিনারি। প্রতিযোগিতার সেরা বিলিয়াম মুর্মু। সেরা গোলকিপার আমিরণ মোচারি।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা চিরঞ্জিত কয়াল - কে 09.04.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 74J 64402 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই! আমার মতো একজন সাধারণ মানুষের জন্য এটি একটি খুব বড়ো ব্যাপার। এটি আমার এবং আমার পরিবারের সমস্ত সদস্যদের জীবনের সবকিছুকে খুব ভালোভাবে বদলে দিয়েছে। এক কোটি টাকার এই বিশাল পরিমাণ জয় আমি কখনই ভুলবো না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।